পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 292 Wednesday, 23 September, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৯২ সংখ্যা ✱ ৫ আশ্বিন ১৪৩৩, বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘মহিলাদের দিকে কেউ আঙুল তুললে ভেঙে দিন!’

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২২ সেপ্টেম্বরঃ কোচবিহারের সার্বিক রূপান্তরে তহবিলের কোনও ঘাটতি হবে না। জেলাশাসকের তৈরি প্রাথমিক ২ কোটি টাকার বিস্তৃত প্রকল্প রিপোর্ট-এর বাজেট বাড়িয়ে আরও বড় মাপের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঐতিহাসিক মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু। সেখানে কোচবিহার বিমানবন্দরে স্থায়ী বিমান চলাচলের অচলাবস্থা কাটানোর রূপরেখাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী ৮ তারিখে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে ‘উড়ান’ প্রকল্পের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে, যেখানে কোচবিহার বিমানবন্দরকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নিজের মেয়াদের সময়সীমা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘২০২৬ সালের ৯ মে আমি শপথ গ্রহণ করেছি। ২০২৭ সালের ৯ মে- এই এক বছরের মধ্যেই কোচবিহারবাসীর স্বপ্নপূরণে সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে।’’ ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিতকরণ, ডিপিআর প্রস্তুত ও অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রকাশিত প্রথম দরপত্রেও সিংহভাগ কাজ কোচবিহার জেলার জন্যই নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। পরিকাঠামোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের জল জীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর, অন্নপূর্ণা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা ও পিএম কিষাণ সম্মান নিধির পাশাপাশি রাজ্যের কৃষক বন্ধু প্রকল্পের নথি যাচাইকরণের কাজ একসঙ্গে দ্রুত গতিতে চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। ‘বিশ্ব গণ্ডার দিবস’ উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোচবিহারকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের নতুন সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, তরাই-ডুয়ার্সের একশৃঙ্গী গণ্ডার বিশ্বখ্যাত। তাই এই অঞ্চলে পরিবেশ ও ধর্মীয়- দুই ধরনের পর্যটনেরই বিপুল সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রী মধুপুর ধাম সফর করেছেন, আর

এদিন তিনি নিজে মদনমোহনের দর্শন করলেন। ধর্মীয় পর্যটনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে রেল, বিমান ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি মানসম্পন্ন অতিথিশালা ও আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে কোচবিহারও টাইগার হিল বা ডুয়ার্সের মতো আকর্ষক পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়। অতীতে এই অঞ্চলে তাঁর ওপর হওয়া রাজনৈতিক আক্রমণ কিংবা মন্দিরের পুরানো অপ্রীতিকর স্মৃতির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অতীতের ঘটনা পেছনে ফেলেই এগিয়ে যেতে হয়। ঈশ্বরের কৃপা এবং ‘গণদেবতা’ অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আশীর্বাদই তাঁর মূল শক্তি।’’ জানান, আগামী রাসপূর্ণিমায় ফের তিনি কোচবিহারে আসবেন। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান তিনি স্বয়ং। বলেন, ‘‘কোচবিহারকে সাজানো, কোচবিহারের উন্নয়ন। সমস্ত বিষয় নিয়ে এই প্রশাসনিক বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, রেলের বিভিন্ন উন্নয়ন দেশের সুরক্ষায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফকে জমি বন্টন পুজোর আগে সমস্ত রাস্তা সারাই করা সহ একাধিক আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজবংশী ভাষা একাডেমির জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে করেছে সরকার। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ১২৫ দিনের কাজ, অন্নপূর্ণা যোজনা, কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প, জল জীবন মিশন, কৃষক বন্ধু ভেরিফিকেশন, আয়ুষ্মান ভারত সহ একাধিক প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার এদিন আলোচনা হয়েছে এই প্রশাসনিক বৈঠকে বলে জানান তিনি। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলায় অন্নপূর্ণা যোজনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার মহিলা। কোচবিহার জেলার ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় প্রায় ৭০ হাজার মহিলা এই যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন। অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য জেলায় আরও চাহিদা রয়েছে এবং তা পূরণ করা হবে। এই মুহূর্তে কোচবিহার জেলার প্রায় ২হাজার রোগী আয়ুষ্মান যোজনায় চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। কোচবিহার থেকে বাইরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১০০জন পেয়েছেন এই চিকিৎসার সুবিধা। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘রক্ষাকবচের কোনও প্রয়োজন নেই মিলনের’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বাম আমলের পুরনো মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন জেলবন্দী কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে আগেই পুরনো মামলা ছিল, নতুন করে ফের পাঁচটি মামলায় নাম জড়ায় তাঁর। পরবর্তীতে নিরাপত্তা চেয়ে আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। মিলনের বিরুদ্ধে নতুন করে দায়ের হওয়া পাঁচটি মামলাই তুলে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এ দিন হাইকোর্টের জানালেন রাজ্যের আইনজীবী। আজ কোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের মন্তব্য, নন্দীগ্রাম থানা ছাড়া পাঁচটি মামলায় মিলন প্রধান অভিযুক্ত নন। ফলে ওই মামলাগুলির উপর রক্ষাকবচের কোনও প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই। আগামী ১০ অক্টোবর ফের মামলার শুনানি। মিলন প্রধানের আইনজীবীর অয়ন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, তাঁর মামলাকারীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম ছাড়াও আরও পাঁচটি মামলা আছে। সেগুলিতে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক।

সওয়াল-জবাব চালাকালীন আইনজীবী বলেন, ‘‘উনিশ বছর পর মামলা। ৪ অক্টোবর প্রচারের শেষ দিন। তাই রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। তবে কোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি।’’ মমতা তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কোর্টের নির্দেশের উপর আমার বলার কিছু নেই। তবে ওদের বিরুদ্ধে যেই বিরোধিতা করবে তাঁকেই মামলা দিয়ে হেনস্থা করা হবে। যে ব্যক্তি, যে দল যে প্রার্থী বিজেপির বিরোধিতা করবে ওরা তাঁকেই হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। এটা গণতন্ত্রে চলে না। স্বৈরাচারী শাসকের নমুনা।’’ এখানে উল্লেখ্য, শুক্রবার নন্দীগ্রামে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয় মমতা-তৃণমূল প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে। তারপরই সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস প্রার্থীকে নন্দীগ্রামে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন সন্ধেবেলাতেই গ্রেফতার করা হয় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে।

উপাসনাকে ছোড়া হল ডিম, চলল লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ দফায় দফায় উত্তেজনা বাড়ছে মুকুন্দপুরে। মমতা তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। পার্টি অফিস দখল করার অভিযোগ তুলে পথে নামেন মমতা তৃণমূলের কর্মীরা। মিছিল করছিলেন তাঁরা। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করেই অশান্তির সূত্রপাত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। মমতা তৃণমূলের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, তাঁদের এক কর্মী মিছিলের ভিডিয়ো রেকর্ড করছিলেন, সেই সময়ই তাঁর উপর হামলা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে মিছিল শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। উপাসনা চৌধুরী সহ দলের মহিলা কর্মীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। পুলিশ প্রাথমিকভাবে দুই দলের কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তৃণমূলের দাবি, এদিন কার্যালয় দখলমুক্ত করার দাবি নিয়ে মিছিল করছিল কালীঘাট-তৃণমূল। তাঁরা ডেপুটেশন জমা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন বলে দাবি। বিজেপির কর্মীরা মদ্যপ অবস্থায় হামলার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। উপাসনা চৌধুরী বলেন, ‘‘আমাদের কর্মীরা আহত হয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি। মহিলাদের ফেলে মারা হয়েছে। আমার ওড়না টেনে নেওয়া হয়েছে। গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। আমি সেই পরিবার থেকে আসিনি যে পোশাক তুলে দেখাব, আমার কী অবস্থা করা হয়েছে।’’

‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন!’

কমিশনের থেকে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লির ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর চলাকালীন লাখ লাখ সাধারণ ভোটারকে নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়ায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার দিয়েছে শীর্ষ আদালত। অঞ্জলি ভরদ্বাজ এবং অমৃতা জোহরি নামক দুই সমাজকর্মীর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ আবেদনের ভিত্তিতে এদিনের শুনানি হয়। মামলাকারীদের অভিযোগ, ঠিক কী কারণে কোনও ভোটারের নামে নোটিস জারি হচ্ছে কিংবা ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ শ্রেণিতে

শুনানিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কড়া বার্তা দিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, কোনওরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই প্রায় যান্ত্রিক উপায়ে একের পর এক ভোটারকে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। ঠিক কীসের ভিত্তিতে বা কোন সমীকরণে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ করা হচ্ছে, কমিশনকে তা স্পষ্ট করার নির্দেশ ফেলার মাপকাঠি কী - সে বিষয়ে দিল্লি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা জাতীয় নির্বাচন কমিশন কোনও স্বচ্ছতা বজায় রাখছে না। মামলাকারীদের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আদালতে সওয়াল করেন, দিল্লি জুড়ে প্রায় ৩৩.১৩ লাখ ভোটারকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও অস্পষ্ট কারণে নোটিস পাঠানো হচ্ছে, যা কার্যত উদ্বেগজনক। তাঁর এই যুক্তির সঙ্গে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘মমতার লড়াইকে তো অস্বীকার করতে পারি না, ওঁরা সুবিধাবাদী’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ দলীয় কমিটি ভেঙে যাওয়া থেকে প্রতীক ও নামের অস্তিত্ব নিয়ে বড় ধরণের সঙ্কট! শেষমেশ হারাতে হয়েছে দলের নাম! জোড়া ফুল প্রতীক হারাতে হয়েছে মমতাকে। বিধানসভা বলেন, এই দল ভাঙানোর খেলা তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূলই এনেছিল, অন্য দল থেকে নেতা-নেত্রীদের নিজেদের দলে টানার কৌশল অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর তৎকালীন সেনাপতিরা! এই

নির্বাচনে ৮০টা আসন পাওয়ার পর থেকেই দলের ভেতরে তীব্র অসন্তোষ ও ভাঙন, যার ফলে এখন দলটাই ভেঙে টুকরো টুকরো! এক সময় তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকতেন যাঁরা, এখন তাঁরাই মমতার প্রতিদ্বন্দ্বী। ৪ মের আগের দিন পর্যন্ত যাঁরা মমতার হয়ে গলা ফাটিয়েছেন, সেই তাঁরাই নতুন শিবিরনতুন দল গড়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই পরিস্থিতিতে মমতার লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, দুঃসময়ে যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়েছেন, তাঁদের সুবিধাবাদী বলে নিশানা পুরমন্ত্রী। মমতার সঙ্গত্যাগীদের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, যেখানে সুবিধা পাব, সেখানেই চলে যাব? এত তাড়াতাড়ি তৃণমূল শেষ হয়ে যাবে, সেটাও কখনও ভাবিনি।

● এরপর ৬ পাতায়...

টুলু মণ্ডলের রক্ষাকবচ খারিজ করল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। এখনও বেপাত্তা অভিযুক্ত। এদিকে, আবার রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তবে, মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছে। টুলুর রক্ষাকবচও খারিজ করেছে আদালত। রাজ্যের পক্ষ থেকে এদিন অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, গত সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ টুলুকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত। ‘ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড’ থেকে জানা গিয়েছে, মামলাকারী ২৩ মে দেশ ছেড়েছেন গিয়েছেন। তারপর পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ, জামিন পাওয়ার

মতো অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদি রক্ষাকবচ দেওয়া হয় তাহলে এই ঘটনা আবার হবে। কোর্টে জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন এজি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, ‘‘এখন এটা অস্বীকার করছি না ক্রাইম বড়ো। কিন্তু মূল বিষয়ে যাচ্ছি না।’’ এরপর এ দিন, মুখ বন্ধ খামে

● এরপর ৬ পাতায়...

করোনাকালে সরকারি হাসপাতালের জন্য কেনা কোটি কোটি টাকার সরঞ্জাম লোপাট!

বেতন থেকে ক্ষতিপূরণ কাটার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ করোনা মহামারী চলাকালীন সরকারি টেলি-মেডিসিন প্রকল্পের জন্য কেনা কোটি কোটি টাকার চিকিৎসাসরঞ্জাম লোপাটের গুরুতর অভিযোগ উঠল। রাজ্যের অন্তত ৬৪টি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এই সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী উধাও হয়ে গিয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উঠে এসেছে। ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্য ভবন রাজ্যের সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের অবিলম্বে স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, সরঞ্জাম দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন থেকে ক্ষতিপূরণ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, করোনাকালে গ্রামীণ মানুষকে ঘরে বসেই মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা দিতে চালু হয়েছিল ‘স্বাস্থ্য ইঙ্গিত’ নামের একটি বিশেষ টেলি-মেডিসিন প্রকল্প। কেন্দ্রীয় অনুদানে পরিচালিত ‘জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন’-এর অর্থ সহায়তায় হাজার হাজার কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি পরিদর্শনে গিয়ে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় পরিদর্শকদের। বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেই সব পরিকাঠামোর আর অস্তিত্বই নেই। কোথাও মনিটর উধাও, কোথাও ইউপিএস থাকলেও ভেতর থেকে ব্যাটারি ও এমসিবি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার সরকারি সরঞ্জাম কার্যত লুঠ হয়ে গিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই অনিয়মের জাল। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ,

বাঁকুড়া, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রামীণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অধীনে কেন্দ্রীয়

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যসভায় উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা, এবার বিজেপির টিকিটে লড়তে চলেছেন কোয়েল?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ কোয়েল মল্লিকের ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভার আসনে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ অক্টোবর ওই আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ৬ অক্টোবর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। সূত্রের খবর, রাজ্যসভার এই নির্বাচনে ফের কোয়েল মল্লিক ওরফে রুক্মিণী মল্লিককে প্রার্থী করা হতে পারে।

সেক্ষেত্রে, সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেবের পথে হেঁটেই এবার বিজেপির টিকিটে মনোনয়ন জমা দিতে পারেন কোয়েল। সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। চলতি বছরের গোড়াতেই তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। ৬ এপ্রিল রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণও করেন তিনি। কিন্তু, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সাংসদপদ থেকে ইস্তফা দেন

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের আমতলার অফিস ভাঙার মামলায় স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার মামলায় আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত পার্টি অফিস ভাঙার মামলায় স্বস্তি পেল তৃণমূল কংগ্রেস। এই মামলায় অফিস ভাঙার ওপর দেওয়া অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আমতলার ওই জমিতে বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। সেই রিপোর্টে জানানো হয় যে, ৫০৭ নম্বর দাগে পূর্বতন শাসকদলের একটি অফিস রয়েছে এবং এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হলেও নির্দিষ্ট পক্ষ থেকে কোনও সাক্ষী দেওয়া হয়নি। এছাড়া ৫০৯ নম্বর দাগে মতি মল্লিকের ঘর এবং ৫১২ নম্বর দাগে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্স’-এর সম্পত্তি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পুরসভার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানান, অনুমোদিত নকশার বাইরে অতিরিক্ত ৬.৫ মিটার নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রশাসনকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। উভয় পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, পঞ্চায়েত পর্যন্ত কাজ যাওয়ার পর প্রশাসনের কি আর কোনও দায়িত্ব থাকে না? আগের দিনের শুনানিতেই আদালত নির্দেশ দেয় যে, আমতলার অফিস থেকে কী কী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, রাজ্য সরকারকে তার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই রিপোর্টের একটি কপি মামলার পরবর্তী শুনানির আগেই আবেদনকারী পক্ষ অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসকে সরবরাহ করতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৬ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে। আগের শুনানি চলাকালীন সংস্থার পক্ষের প্রবীণ আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতে জোরালো সওয়াল করেন। তিনি দাবি করেন, জমির দাগ নম্বর নিয়ে যে আইনি বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে, তার যথোপযুক্ত জবাব পেশ করা হবে। তাঁর অভিযোগ, কোনওরকম আগাম নোটিশ বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া না মেনেই মূল মালিকের সম্পত্তি ভাঙা হয়েছে। কোনও নির্মাণ বেআইনি প্রমাণিত হলেও, তা ভাঙার আগে মালিককে সম্পত্তি সরিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত আইনি সময় দেওয়া বাধ্যতামূলক। এই মামলায় সেই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন একতরফাভাবে সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দিচ্ছে বলেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আইনজীবী জানান, মূলত ৫০৭, ৫০৯ এবং ৫১২ নম্বর দাগ নিয়েই এই আইনি জটিলতার সূত্রপাত হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। একাধিক শুনানিতে অতিরিক্ত সময় চাওয়ার ফলে আদালতের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে, নির্ধারিত দিনে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে হাজির না হলে স্থগিতাদেশের মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। অবশেষে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকায় আপাতত স্বস্তিতে দলীয় নেতৃত্ব।

কলেজ পরিচালন সমিতিতে ‘স্বচ্ছতা’ই মূল মন্ত্র!

নতুন সভাপতিদের গাইডলাইন বেঁধে দিল বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ অতীতের সরকারের আমলে কলেজ পরিচালন সমিতিগুলিতে ভূরিভূরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কখনও হিসাবের গরমিল, তো কখনও বছরের পর বছর অডিট রিপোর্ট জমা না পড়ার মতো অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। সেই অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কলেজ প্রশাসনে স্বচ্ছতার নয়া নজির গড়তে চাইছে গেরুয়া শিবির। তাই রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের পরিচালন সমিতিতে নবনিযুক্ত সভাপতিদের ভূমিকা ঠিক কী হবে, তাঁদের এক্তিয়ার কতটা - তা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা বেঁধে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক সম্পন্ন হয়। আসন্ন পুরসভা নির্বাচন নিয়ে একপ্রস্ত আলোচনার পাশাপাশি এদিনের বৈঠকের মূল ফোকাস ছিল কলেজ পরিচালন সমিতির কাজ। রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এদিন স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কলেজ প্রশাসনে কোনওরকম গাফিলতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার রেয়াত করবে না দল। এদিনের এই বৈঠকে দলের জেলা সভাপতি ও

বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। নেতৃত্বের সাফ কথা, পরিচালন সমিতির সভাপতি বা গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট কলেজ প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্বশীল পদ। তাই সরকারি নির্দেশ, আইন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই তাঁদের কাজ করতে হবে। কলেজের সার্বিক উন্নতি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে নবনিযুক্ত সভাপতিদের জন্য বেশ কিছু নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব-(১) নিয়মকানুন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা- দায়িত্ব নিয়েই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স এবং সরকারি বিধিবিধান সংগ্রহ করে তা নিখুঁতভাবে জেনে নিতে হবে। নিয়মিত জিবি বৈঠক ডাকতে হবে এবং আগেভাগে আলোচ্যসূচি পাঠাতে হবে। সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে তাতে স্বাক্ষর ও সংরক্ষণের পাশাপাশি সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তার তদারকি করতে হবে। (২) আর্থিক স্বচ্ছতা ও নিয়োগ-বার্ষিক বাজেট তৈরি থেকে শুরু করে সময়মতো অডিট এবং কর্মীদের পিএফ জমার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে সভাপতিকেই। স্পষ্ট নির্দেশ, কলেজ সার্ভিস কমিশন-এর সুপারিশ ছাড়া কোনও স্থায়ী পদে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। পাশাপাশি কর্মীদের এসিআর, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত কাজ সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। (৩) পড়ুয়াদের সার্বিক কল্যাণ-কেবল প্রশাসনিক কাজ নয়, পড়ুয়াদের সুবিধার্থে সভাপতিকে নিয়মিত হস্টেল ও মেস পরিদর্শনে যেতে হবে। ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি স্পোর্টস এবং এনসিসি-র মতো কার্যকলাপে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত

● এরপর ৬ পাতায়...

উত্তর প্রদেশে বিধান পরিষদের ১১ আসনে নির্বাচনের সূচি প্রকাশ, ভোট ২৩ অক্টোবর

লখনউ, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশে বিধান পরিষদের ১১টি আসনে নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন।মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, খালি হতে চলা এই ১১টি আসনে আগামী ২৩ অক্টোবর ভোটগ্রহণ হবে। ২৭ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ অক্টোবর। মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই এবং প্রত্যাহার-সহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যান্য ধাপ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন হবে। যে ১১ জন বিধান পরিষদ সদস্যের (এমএলসি) কার্যকাল শেষ হতে চলেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অবনীশ কুমার সিং, আশুতোষ সিনহা, মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং, দিনেশ গোয়েল, মান সিং যাদব, উমেশ দ্বিবেদী, লাল বিহারী যাদব, আকাশ আগরওয়াল, হরি সিং ঢিল্লোঁ, ধ্রুব কুমার ত্রিপাঠী এবং শ্রীচন্দ্র শর্মা।এই ১১টি আসনে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শীঘ্রই প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করবে বলে মনে করা হচ্ছে। মনোনযন পর্ব শুরু হলে নির্বাচনী সমীকরণও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বর্তমানে কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নেই, মিলন প্রধান মামলায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের দায়ের করা আবেদনে কলকাতা হাইকোর্ট আপাতত কোনও প্রকার পদক্ষেপ বা হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি চলাকালীন উচ্চ আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, এই মুহূর্তে বিষয়টিতে কোনও বিশেষ নির্দেশ জারি করার প্রয়োজনীয়তা নেই। এর আগে সোমবার হলদিয়া মহকুমা আদালত মিলন প্রধানকে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। এ ছাড়া কাঁথি আদালতের সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি মামলাতেও তাঁকে জেল হেফাজতে রাখা হয়েছে, যার পরবর্তী শুনানি ২৩ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত রয়েছে।উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রচার কর্মসূচি আগামী ৪ অক্টোবর শেষ হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের বিরুদ্ধে থাকা আরও পাঁচটি মামলায় নতুন করে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা প্রকাশ করে আইনি সুরক্ষার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী।উচ্চ আদালতে মিলন প্রধানের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য সওয়াল করে বলেন, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের ঠিক মুখেই গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালের একটি অত্যন্ত পুরনো মামলার ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাঁর মক্কেলকে গ্রেপ্তার করা হযেছে। ১৫ বছর আগের একটি পুরনো মামলায হঠাৎ করে করা এই গ্রেপ্তারির ঘটনাকে নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার এক পরিকল্পিত চেষ্টা বলে দাবি করেন তিনি।অন্যদিকে, আবেদনকারীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতে জানান, এটি সত্য যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি ২০০৭ সালের, তবে পুরো বিষয়টি নির্বাচনকালে জারি হওয়া আদর্শ আচরণবিধির আওতাতেই করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই শুধু মিলন প্রধান নন, অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা সমস্ত বকেয়া ওয়ারেন্ট কার্যকর করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার আদালতকে সুনির্দিষ্টভাবে আশ্বস্ত করে জানায় যে, মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে উল্লেখ করা অন্য যে পাঁচটি মামলা রয়েছে, সেগুলিতে এই মুহূর্তে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা নেই। রাজ্য সরকারের এই বিবৃতি হাইকোর্ট গ্রহণ করেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তেজস বিমানে ভারত ও জাপানের বায়ুসেনা প্রধানদের ঐতিহাসিক উড়ান

যোধপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত ও জাপানের সামরিক সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো রাজস্থানের যোধপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। চলতি দ্বিপাক্ষিক বায়ুসেনা মহড়া 'বীর গার্ডিয়ান ২০২৬'-এর অংশ হিসেবে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত হালকা যুদ্ধবিমান এলসিএ তেজসে যৌথভাবে উড়ান দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিং এবং জাপান এয়ার সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের চিফ অফ স্টাফ জেনারেল তাকেহিরো মোরিতা।যোধপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ যৌথ মহড়া চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এটি ভারত ও জাপানের বায়ুসেনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অনুশীলন। উড়ান শেষে ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিং এই দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন। বিশেষ করে জাপানি যুদ্ধবিমান এই প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে অভিযানে অংশ নেওয়াকে দুই দেশের বন্ধুত্বের ব। অগ্রগতি বলে উল্লেখ করেন তিনি।তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ' তরঙ্গ শক্তি' মহড়ার সময় খারাপ আবহাওয়ার কারণে জাপানি বিমান ভারতে পৌঁছতে পারেনি। তবে এবার আমরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সংস্কৃত শ্লোক 'আপৎসু মিত্রম' (বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু)-এর প্রসঙ্গ টেনে বায়ুসেনা প্রধান উল্লেখ করেন, ভারত ও জাপানের বায়ুসেনার সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পেশাদার আস্থা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার অঙ্গীকারে গড়ে উঠেছে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, মুক্ত, উন্মুক্ত ও নিয়মভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার যে যৌথ লক্ষ্য দুই দেশের রয়েছে, তা বাস্তবায়নে দুই বায়ুসেনার এই ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মাদক-মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় সম্মেলন, এএনটিএফ প্রধানদের বৈঠকে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে এবং মাদকমুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবাযনে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো অ্যান্টি -নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্সের (এএনটিএফ) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রধানদের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলন। মঙ্গলবার এই দু'দিনের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। 'নারকোটিক্স কন্ট্রোল ভিশন ডকুমেন্ট (২০২৬-২০২৯)'-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের রূপরেখা চূড়ান্ত করাই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো আয়োজিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এএনটিএফ প্রধানরা অংশ নিয়েছেন। তাঁদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, শুল্ক বিভাগ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নসূম্মেলন মঞ্চ থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াতে চারটি বিশেষ টেলিভিশন বিজ্ঞাপন-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।একই সঙ্গে মাদক-বিরোধী অভিযানে পরিকাঠামোগত গতি আনতে উত্তরপ্রদেশের লখনউ এবং উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনা নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর জোনাল অফিসের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা সাধারণ মানুষ ও তদন্তকারী সংস্থার কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে এদিন এনসিবি-র পুনর্নির্মিত আধুনিক ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করা হয়।কেন্দ্রের বার্তা, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গঠনের যে স্বপ্ন দেখা হয়েছে, তা সফল করতে হলে দেশকে মাদকের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য ও কেন্দ্রের সমস্ত সংস্থাকে একযোগে 'মিশন মোডে' কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জলের অপচয় রুখতে সচেতনতার ডাক উপরাষ্ট্রপতির, দিল্লিতে শুরু 'ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ'

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ কল খুললেই জল মিলছে, তাই কেউ জলের আসল গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। জল অপচয় রুখতে এবং জলসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষকে আরও সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এই মন্তব্য করলেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে নবম 'ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জলসংকট মোকাবিলায় ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ওপর জোর দেন তিনি।অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আমাদের জলসংরক্ষণ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। ভারতের ভৌগোলিক বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের মোট স্থলভাগের মাত্র ২.৪ শতাংশ ভারতে অবস্থিত, অথচ বিশ্বের ১৮ শতাংশ মানুষ এই দেশেই বাস করেন। পরিসংখ্যান কখনো মিথ্যে বলে না, কিন্তু মাটির বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে অনেক সময় ভুল তুলনা টানা হয়। উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু বিপুল পরিমাণ জল বরাদ্দ থাকে, কিন্তু তাদের জনসংখ্যা কম এবং প্রাকৃতিক জলের উস অনেক বেশি। ফলে সেই হিসাবের সঙ্গে ভারতের তুলনা টানা অর্থহীন।বিশেষ করে শহরাঞ্চলের দৈনন্দিন ব্যবহারের অভ্যাসে বদল আনার কড়া বার্তা দেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, প্রয়োজনমতো জল মেপে ব্যবহার করতে হবে। শহরাঞ্চলে সাধারণ মানুষ সহজেই কল থেকে পরিশ্রুত জল পান বলে তার অপচয় সম্পর্কে অনেকেই অসচেতন থাকেন। ভবিষ্যত প্রজন্ম ও প্রকৃতির প্রতিটি জীবজগতের কথা মাথায় রেখে জলের প্রতিটি ফোঁটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।একটি জল-সুরক্ষিত ভারত গড়ে তুলতে সচেতনতা, জ্ঞান, নতুন উদ্ভাবন এবং যৌথ দায়িত্ববোধের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরেন তিনি। জল সংরক্ষণে নদী-নালা সংস্কার, বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং ঐতিহ্যবাহী জলাশয়গুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও নীতি-নির্ধারকদের বিশেষ নজর দেওযার পরামর্শ দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। দেশ-বিদেশের জলসম্পদ বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শুরু হওয়া এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলবে আগামী কয়েক দিন।

মন্দারমণির সমুদ্রে তলিয়ে মৃত নাবালক-সহ দু'জন

পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ মন্দারমণির সমুদ্রে সোমবার স্নান করার সময় এক নাবালক-সহ দুই পর্যটকের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, একজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। দুটি পৃথক দুর্ঘটনাই ঘটেছে মন্দারমণির ৩ নম্বর ঘাটের কাছে। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়া থেকে আসা দুটি পরিবারের লোকজন আলাদা আলাদা সময়ে সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিল। সেই সময়ই পৃথকভাবে এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার পুলিশ মৃতদের পরিচয় প্রকাশ করেছে। তাঁদের নাম সোমনাথ হালদার এবং বৃষ্টি শীল।জানা গেছে, প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে সোমবার বিকেলে। নদিয়া থেকে আসা ১০ বছরের সোমনাথ হালদার তার বাবার সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করছিল।

যোগী সরকারকে তোপ অখিলেশের, দলিত অবমাননা নিয়ে বিঁধলেন সপা প্রধান

লখনউ, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বিজেপি শাসনে দলিত মনীষীদের অবমাননা এবং রাজ্যের উন্নয়ন নীতি নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে তীব্র নিশানা করলেন সমাজবাদী পার্টির (সপা) প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার লখনউয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের আমলে বাবা সাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের দে। শতাধিক মূর্তি ভাঙচুর ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অতীতে সমাজবাদী সরকারের আমলে হওয়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের উদাহরণ টেনে বিজেপিকে তোপ দাগেন তিনি।অখিলেশ যাদব দাবি করেন, তাঁদের নথিভুক্ত হিসেব অনুযায়ীই বিজেপি সরকারের শাসনকালে রাজ্যে বাবা সাহেব আম্বেদকরের ১৫১টিরও বেশি মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা ভাঙচুর করা হয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এটি কেবল নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা। এর বাইরেও বহু জায়গার ঘটনা সংবাদমাধ্যমে পৌঁছয়নি বা সরকারি নজরে আসেনি। বাস্তবে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি। রাজ্যে দলিত ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রতীকের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং সরকারি তহবিলের সঠিক ব্যবহার নিয়ে রাজ্য সরকারকে বার্তা দেন অখিলেশ। কনৌজ মেডিক্যাল কলেজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, যখন কনৌজ মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছিল, তখন এই কম্পোজিট ফান্ড ব্যবহার করেই তা গড়ে তোলা হয়েছিল। মুলায়ম সিং যাদবের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমল এবং পূর্ববর্তী সরকারগুলির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, অতীতেও জনস্বার্থে এই ধরনের সমন্বিত তহবিল (কম্পোজিট ফান্ড) ব্যবহার করে একাধিক ব। শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, যা বর্তমান সরকারের পরিকল্পনায় অনুপস্থিত।

আন্দামান, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, আগামী কয়েক দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বরঃদেশের একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল এবং তেলেঙ্গানায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দুই থেকে তিন দিন উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের বভিন্ন এলাকাতেও বৃষ্টির দাপট বজায় থাকতে পারে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, রায়লসীমা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল এবং তেলেঙ্গানার বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। এর সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব সমুদ্রেও পড়তে পারে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে মৎস্যজীবীদের আগামী সময়ে আন্দামান সাগরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সংশ্লিষ্ট উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দা ও প্রশাসনকেও আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। ফলে ভারী বৃষ্টিপ্রবণ এলাক

নিউ ইয়র্কে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নেপালের বিদেশমন্ত্রীর

কাঠমান্ডু, ২২ সেপ্টেম্বর ঃনেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল সোমবার নিউ ইয়র্কে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সাক্ষা করেন।ভুটানের প্রধানমন্ত্রী এই সাক্ষাতের ছবি সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করেছেন। তিনি 'এক্স'-এ লিখেছেন, নিউ ইযর্কে শিশির খনালের সঙ্গে সাক্ষা করতে পেরে আনন্দিত। এই কঠিন সময়ে নেপালের প্রতি ভুটানের সংহতি জানিয়েছি। নেপালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং পুনর্নির্মাণের জন্য শুভকামনাও জানিয়েছি।উল্লেখ্য, নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল নিউ ইয়র্কে খানাল রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১-তম অধিবেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক-সহ একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তিনি বিভিন্ন দেশের তাঁর সমকক্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।

দেশের প্রধান পর্যটনস্থলে পৌঁছবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

একতা নগর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারকে দেশের প্রধান পর্যটনস্থলগুলিতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। চলচ্চিত্র ও পর্যটনকে একই সূত্রে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য বলে জানান তিনি।জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কেভাড়িয়া রেলস্টেশনে পৌঁছে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, একতা নগর থেকেই এই উদ্যোগের সূচনা হচ্ছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে একতা নগর ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট শিল্পী-সহ অন্যান্যদের একতা নগরে উপস্থিতি এই পর্যটনস্থলকে আরও ব্যাপক পরিচিতি দেবে।এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারকে শুধু কোনও সম্মেলনকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃত পর্যটনস্থলের সঙ্গে যুক্ত করাই সরকারের লক্ষ্য। তিনি সমস্ত রাজ্যকে নিজেদের সেরা পর্যটনস্থলগুলির প্রস্তাব পাঠানোর আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, প্রস্তাবে উন্নত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি ৩৬০ ডিগ্রি উন্নয়নের পরিকল্পনাও থাকতে হবে। যে রাজ্যের প্রস্তাব নির্বাচিত হবে, সেই রাজ্যের পর্যটনস্থলেই পরবর্তী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আয়োজন করা হবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও রাজ্যে ছ।য়ে দিয়েছিলেন। একই ভাবনা থেকেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও দেশের বিভিন্ন অংশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে চলচ্চিত্র ও পর্যটনের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং সংশ্লিষ্ট পর্যটনস্থলও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

পানীয় জলের সংকট রুখতে তৎপর মহারাষ্ট্র সরকার, বিশেষ কমিটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মুম্বই, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে তীব্র খরা পরিস্থিতির আশঙ্কায় পানীয় জলের জোগান নিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নামল মহারাষ্ট্র সরকার। খরা মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে মন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত গুটিয়ে বসে না থেকে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল ও সিদ্ধান্তেই কাজ চালিয়ে যাবে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ।মঙ্গলবার মুম্বইয়ে প্রশাসনিক পর্যালোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের খরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দ্রুত সব এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে প্রতিটি স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পানীয় জলের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খরার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নীতিনির্ধারণের বিষয়ে তিনি বলেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্যাবিনেট মন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তবে খরা সংক্রান্ত সমস্ত চূড়ান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং দুই উপমুখ্যমন্ত্রী একযোগে গ্রহণ করবেন।কেন্দ্রীয় অনুদানের প্রসঙ্গে ফড়নবীশ বলেন, আমরা অবশ্যই কেন্দ্রের কাছে আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তার আবেদন জানাব। তবে কেন্দ্রের প্যাকেজ বা অনুমোদনের জন্য কাজ আটকে রেখে অপেক্ষা করবে না রাজ্য। পরিস্থিতি বিবেচনা করে যখন যা প্রয়োজন, রাজ্য সরকার নিজেই সেই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে রূপায়ণ করবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে গ্রামীণ ও খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জলের হাহাকার অনেকটাই নিযন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতীয় ক্রিকেটের দুর্দান্ত জয়! এশিয়ান গেমসে মহিলা দলের সোনা জয়ে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের মেগা ফাইনালে দুরন্ত জয়ে সোনার পদক নিশ্চিত করায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীলঙ্কাকে হেলায় হারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার মহাদেশীয় খেতাব জয়ের পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ভারতীয় ক্রিকেটের এক দুর্দান্ত জয়! এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সোনা জেতায় আমাদের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ওদের এই অসামান্য নৈপুণ্য, অদম্য নিষ্ঠা ও দলগত সংহতি গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। আমাদের এই নারীশক্তি দেশের অগণিত তরুণ ক্রীড়াবিদকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভবিষ্যতের সমস্ত লড়াইয়ের জন্য ওদের অনেক শুভেচ্ছা।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জীবনে নতুন উদ্যম ও উৎসাহ আসবে। নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে আপনি নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। নতুন কোনও প্রকল্প শুরু করার জন্য এটাই সঠিক সময়। শুভদিন

বৃষঃ আজকে আপনি উসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। সংসারে শান্তি

মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।

কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে

সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিযে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।

কুম্ভঃ বেশিরভাগ সময়েই আপনি যে পথে চলবেন ঠিক করেন তাতেই চলেন, বিশেষত যখন আপনি লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন। আজকে আপনি কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য নিজের সীমা পার করে যাবেন। ।

মীনঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার। আপনি নিজের অনুভূতিগুলি বুঝতে পারবেন এবং অন্যদের অনুভূতির সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে এই সময়ে মূলত উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তৈরি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এছাড়া কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদেরও দ্রুত নিরাপদে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

জয়নগরে শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৫৭৮তম জন্মবার্ষিকী পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৫৭৮তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার জয়নগরের রূপ-অরূপ মঞ্চে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শংকর দেবের জীবনাদর্শ, ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাভাবনা এবং সমাজ সংস্কারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমল ঘোষ, চন্দ্রশেখর নস্কর, বিপ্লব মণ্ডল-সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তারা শ্রীমন্ত শংকরদেবের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁর প্রচারিত মানবিক মূল্যবোধ, ভক্তি, সাম্য ও সম্প্রীতির বার্তা বর্তমান সমাজেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মত প্রকাশ করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয় মানুষ ও অনুরাগীদের মধ্যে উসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রীমন্ত শংকরদেবের আদর্শ ও দর্শনকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি ও মানবিকতার বার্তা ছ।য়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।আলোচনা পর্বের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবেশনের মধ্য দিয়েও মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকর দেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান জয়নগরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে জানান আয়োজকরা।

শহর ও শহরতলী

আবাসের বাড়ির মালিকানা নিয়ে টানাপোড়েন! জায়ে জায়ে বিবাদ, শেষমেশ কার নামে হবে ঘর?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নতুন বাড়ির মালিকানা পরিবারের মহিলাদের নামে দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। অন্নপূর্ণা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী জানিয়েছেন, রাজ্যে এই প্রকল্পের আওতায় তৈরি হতে চলা নতুন বাড়িগুলির মালিকানা মহিলাদের নামে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘোষণার পর নারী ক্ষমতায়নের বার্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও এবার বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় সামনে এসেছে নতুন জটিলতা। একই পরিবারে একাধিক মহিলা সদস্য থাকলে শেষ পর্যন্ত কার নামে আবাস যোজনার বাড়ি হবে, তা নিয়েই তৈরি হচ্ছে সমস্যা। কোথাও কোথাও এই বিষয়কে কেঃদ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও মতবিরোধ তৈরি হচ্ছে বলে খবর। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাস যোজনার উপভোক্তা চিহ্নিত করতে বিভিন্ন জেলায় সমীক্ষার কাজ চলছে। সেই সমীক্ষায় গিয়ে আধিকারিকদের সামনে একাধিক পরিবারে একই প্রশ্ন উঠছে। ধরুন, একটি পরিবারে তিন ভাই রয়েছেন এবং তিনজনই বিবাহিত। সেক্ষেত্রে তিন পরিবারের তিন মহিলা সদস্যের প্রত্যেকেই যদি আবাসের বাড়ির দাবিদার হন, তা হলে তাঁদের মধ্যে কাকে উপভোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, তা নিয়ে তৈরি হচ্ছে জটিলতা। পঞ্চায়েত দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, একাধিক মহিলা সদস্য নিজেদের নামে বাড়ি করার দাবি জানালে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় ভাইদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও বিরোধ দেখা দিচ্ছে। আবার কোথাও জা-দের মধ্যেও সমস্যা তৈরি হওয়ার খবর এসেছে। ফলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করা

কর্মীদের কাছেও বিষয়টি জটিল হয়ে উঠছে। তাঁরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বলে দফতর সূত্রে খবর। প্রাথমিকভাবে পরিবারের প্রবীণ মহিলা সদস্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল। অর্থা কোনও পরিবারের মা, দিদা বা ঠাকুমা জীবিত থাকলে তাঁর নামে আবাসের বাড়ি করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বহু পরিবারে এই ধরনের প্রবীণ মহিলা সদস্য না থাকায় বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হয়েছে দফতরকে। আবার কোনও কোনও পরিবারে একই সঙ্গে একাধিক মহিলা সদস্য থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন করে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে পরিবারের মহিলা সদস্যদের মধ্যে যিনি বয়সে প্রবীণ, তাঁর নামে বাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে উপভোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু বয়সই নয়, আবাস যোজনার নির্ধারিত যোগ্যতার শর্তও পূরণ করতে হবে। প্রাথমিক আবেদন জমা পড়ার পর এবার শুরু হয়েছে ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সমীক্ষার মাধ্যমে আবেদনকারীদের প্রকৃত যোগ্যতা যাচাই করা হবে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিবার বাড়ি পাওয়ার যোগ্য কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। কোনও পরিবারের একাধিক দাবিদার থাকলে তাঁদের পারিবারিক পরিস্থিতি এবং নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতেই উপভোক্তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া এগোবে। সরকারি আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যোগ্য কোনও পরিবার যাতে আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে উপভোক্তা নির্বাচনে যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম বা বিভ্রান্তি না থাকে, সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে। অন্নপূর্ণা দিবসে আবাস যোজনার বাড়ির মালিকানা মহিলাদের নামে করার ঘোষণা নারী ক্ষমতায়নের নীতির সঙ্গে যুক্ত বলেই সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। তবে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের সমীক্ষায় একাধিক বাস্তব সমস্যাও সামনে আসছে। পরিবারের মধ্যে একাধিক মহিলা সদস্য থাকলে কার নামে বাড়ি হবে, সেই প্রশ্নের সমাধান কীভাবে করা হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। আগামী দিনে সমীক্ষা ও যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই আবাস যোজনার চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকা আরও স্পষ্ট হবে।

বীরভূমের 'পাথর সম্রাট' টুলু মণ্ডলের আবেদন খারিজ, হাই কোর্টে মিলল না রক্ষাকবচ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্ত ঘিরে আরও চাপ বাড়ল। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজের আবেদন এবং গ্রেফতারির আগে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টুলু। কিন্তু আদালতে কোনও আবেদনেই স্বস্তি পেলেন না তিনি। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি ওঠে। শুনানির পর টুলু মণ্ডলের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে চলা পুলিশি তদন্ত এবং এফআইআর ঘিরে আইনি প্রক্রিয়া আপাতত বহাল থাকল। তদন্তকারী সংস্থার তপরতার পর থেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন বলে অভিযোগ টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে এবং কয়েকটি মামলায় জামিন অযোগ্য ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাই কোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন করেছিলেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরগুলির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে সেগুলি খারিজ করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশে সেই আবেদনগুলিও খারিজ হয়ে যায়। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বীরভূমে পুলিশি তপরতার মধ্যেই টুলু মণ্ডলের নাম নতুন করে সামনে আসে। পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত টুলুর আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা সেই তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনা উদ্ধারের দাবি করা হয়। পুলিশ সূত্রে অভিযোগ, বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা নগদ এবং প্রচুর সোনা উদ্ধার হয়েছিল। তদন্তকারীদের জেরায় মিনার মণ্ডল ওই বিপুল অর্থ টুলু মণ্ডলের বলে জানিয়েছিলেন বলে দাবি পুলিশের। এরপরই তদন্তকারীদের নজর আরও গভীর হয় টুলু মণ্ডলের আর্থিক লেনদেন এবং ব্যবসায়িক

কর্মকাণ্ডের দিকে। তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই টুলুর বিরুদ্ধে একাধিক বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ সামনে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। তৃণমূল আমলে বীরভূমে বেআইনি বালি ও পাথর কারবারের সঙ্গে টুলু মণ্ডলের নাম জড়িয়ে পড়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত একাধিক বেআইনি খাদানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিসও মিলেছে বলে অভিযোগ। পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকারও বেশি বেআইনি সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও এই সমস্ত সম্পত্তির উস এবং মালিকানা নিয়ে তদন্ত এখনও চলছে। শুধু স্থাবর সম্পত্তিই নয়, টুলু মণ্ডলের গ্যারাজ থেকে বিপুল সংখ্যক দামি ও বিলাসবহুল গাড়িরও সন্ধান মিলেছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। এর মধ্যে প্রচুর ডাম্পার রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বালি ও পাথর পরিবহণের কাজে ওই গাড়িগুলি ব্যবহার করা হত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি বিদেশেও টুলু মণ্ডলের সম্পত্তি রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্ত সূত্রে খবর। তবে তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই টুলু মণ্ডল আত্মগোপন করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। কোথায় তিনি রয়েছেন, তিনি দেশের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন নাকি বিদেশে চলে গিয়েছেন, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোনও তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসেনি বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যেই টুলুর বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের হয়। কয়েকটি মামলায় জামিন অযোগ্য ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। ফলে গ্রেফতারির আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। সেই কারণেই হাই কোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন জানান টুলু মণ্ডল। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির এফআইআর খারিজ করার আবেদনও করেন। কিন্তু মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে শুনানির পর আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করেনি। ফলে আপাতত টুলু মণ্ডলের সামনে আইনি স্বস্তির রাস্তা খুলল না। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্ত চলবে বলেই জানা গিয়েছে। এখন তদন্তকারীরা টুলুর অবস্থান এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক ও বেআইনি কারবারের অভিযোগের বিষয়ে কী তথ্য সামনে আনেন, সেদিকেই নজর রয়েছে।

গঙ্গার ধারে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয়ে বুলডোজার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ গঙ্গার ধারে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয়ে বুলডোজার, ভাঙা হল বেআইনি নির্মাণ। ফের বুলডোজার অভিযান হাওড়ায়। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ পুরসভার কর্মীরা বুলডোজার নিয়ে উত্তর হাওড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর কার্যালয়ে অভিযান চালান। অভিযোগ, গঙ্গার ধারে বেআইনি নির্মাণ করে ওই দলীয় কার্যালয় তৈরি করা হয়েছিল। অভিযানে কার্যালয়টি ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, রাতে সেখানে অসামাজিক কাজ ও মদের আসর বসত। বিজেপি নেতা রবি সাউয়ের দাবি, কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি মন্দির রয়েছে। নির্মাণটি সরিয়ে দেওয়ায় মন্দিরের সামনের অংশ খালি হয়েছে এবং ভক্তদের যাতায়াত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে সুবিধা হবে। গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। প্রশাসনের তরফে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, হাওড়া-আমতা রোডের সলপ বাজারেও সোমবার গভীর রাতে চলে উচ্ছেদ অভিযান। জানা গিয়েছে, রাত প্রায় ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বুলডোজার দিয়ে রাস্তার ধারে থাকা বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। আচমকা রাতের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। হাওড়া-মুন্সিরহাট-আমতা রোডের গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার দু'ধারে অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছিল। এর আগেও রাস্তা সম্প্রসারণ-সহ বিভিন্ন কাজের সময় দোকান সরানোর ঘটনা ঘটেছে। তবে এদিনের অভিযানের নির্দিষ্ট কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। রাস্তা দখলমুক্ত করা, যানজট নিয়ন্ত্রণ নাকি কোনও পরিকাঠামোগত কাজের জন্য এই অভিযান চালানো হয় তা নিয়ে অবশ্য প্রশাসনের তরফে এখনও বিস্তারিত কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

বনেদি রীতি ও পারিবারিক পরম্পরায় আজও চলছে জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মজিলপুর ঃ ইতিহাসের পাতায় জয়নগর-মজিলপুরের নাম শুধু একটি জনপদ হিসেবে নয়, বনেদি সংস্কৃতি, প্রাচীন মন্দির এবং ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর জন্যও উজ্জ্বল। সেই ইতিহাসেরই এক জীবন্ত সাক্ষী মতিলাল বাড়ির দুর্গাপুজো। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো এই পুজো আজও বয়ে নিয়ে চলেছে কয়েক শতকের পারিবারিক ঐতিহ্য। সময় বদলেছে, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা। কমেছে পুরনো দিনের জাঁকজমক।কিন্তু দেবী আরাধনার মূল রীতি ও আবেগ আজও অটুট।এই পুজোর ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে জয়নগরের জন্মকথার সঙ্গেও। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় পাঁচশো বছর আগে মতিলাল পরিবারের পূর্বপুরুষ গুণানন্দ মতিলাল যশোরের বিক্রমপুর থেকে সপরিবারে সাগরসঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।পথে একটি জায়গায় বজরা নোঙর করে রাত্রিবাসের সময় স্বপ্নে এক বালিকার দর্শন পান তিনি। সেই বালিকা নিজেকে দেবী জয়চণ্ডী বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।

১৫ লাখ টাকা তোলাবাজির অভিযোগে বড় পদক্ষেপ! সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি কীর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ তোলাবাজির মামলায় সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি কীর্তি আজাদ। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ে ভবানী ভবনে হাজির হন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেঃদ্রের কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে মামলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা

গিয়েছে। তবে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে থেকেই গোটা অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন কীর্তি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তোলাবাজির কোনও ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত নন এবং তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগের সূত্রপাত গত বছর। এক ব্যবসায়ীকে ফোন করে দুর্গাপুরের একটি বাংলোয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেখানে কীর্তির এক সহযোগী ওই ব্যবসায়ীর কাছে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। টাকা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি ওই ব্যবসায়ীর। গোটা কথোপকথন গোপনে রেকর্ড করে রাখেন তিনি। পরবর্তীতে সেই রেকর্ডকে সামনে রেখেই কীর্তি আজাদ-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে মামলার তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে। তদন্তের স্বার্থে কীর্তি আজাদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবও করা হয়। এরপরই গ্রেফতারির আশঙ্কায় আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন সাংসদ। আদালতে শুনানির সময় কীর্তি আজাদের আইনজীবীর তরফে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়। আইনজীবীর দাবি ছিল, কথিত ঘটনার প্রায় ১৫ মাস পরে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি টাকা নেওয়া হয়েছিল, এমন কোনও নির্দিষ্ট তথ্যও তদন্তে সামনে আসেনি বলে আদালতে দাবি করা হয়। গোটা অভিযোগের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও সওয়াল করেন সাংসদের আইনজীবী। দীর্ঘ শুনানির পর কীর্তি আজাদকে রক্ষাকবচ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। তাঁকে গ্রেফতারির মতো কড়া পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে একইসঙ্গে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশও দেয় আদালত। আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার ভবানী ভবনে হাজির হন সাংসদ। নির্দিষ্ট সময়েই সিআইডির দফতরে পৌঁছে যান তিনি। জিজ্ঞাসাবাদের আগে অভিযোগ প্রসঙ্গে কীর্তি আজাদ ফের দাবি করেন, তাঁকে রাজনৈতিক কারণে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, যে দিনের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, সেদিন তিনি দুর্গাপুরেই ছিলেন না। সেই দাবির সমর্থনে তাঁর কাছে একাধিক নথি ও প্রমাণ রয়েছে বলেও জানান সাংসদ। তদন্তকারী সংস্থার সামনে সেই সমস্ত নথি তুলে ধরা হবে বলেও তাঁর তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর দাবি এবং মামলার নথির ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিআইডি। কথোপকথনের রেকর্ড, অভিযোগের সময়কাল এবং ১৫ লক্ষ টাকা দাবির বিষয়টি তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। কীর্তি আজাদের বক্তব্য ও তাঁর দেওয়া নথি খতিয়ে দেখার পর তদন্ত কোন পথে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

প্রবীণ করদাতাদের জন্য সুখবর! বন্ধ থাকা সম্পত্তিকরের ছাড় ফের চালু করল কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ভোটের সময় থেকে আটকে থাকা প্রশাসনিক জট অবশেষে কাটল। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই প্রবীণ করদাতাদের সম্পত্তিকরে বিশেষ ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়া ফের শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। চলতি অর্থবর্ষের শুরু থেকেই এই সুবিধা নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। বিধানসভা ভোটের আগে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে যাওয়ায় নতুন করে প্রশাসনিক অনুমোদন দিতে পারেনি পুরসভা। ফলে গত মার্চের শেষ দিক থেকে জমা পড়া তিন শতাধিক আবেদন কার্যত আটকে ছিল। প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পর সেই সমস্ত আবেদন এখন পর্যায়ক্রমে খতিয়ে দেখে নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, আটকে থাকা আবেদনগুলির মধ্যে নতুন করে সম্পত্তিকরে বিশেষ ছাড় চেয়ে করা আবেদন যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আগে পাওয়া সুবিধার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পুনর্নবীকরণের আবেদনও। কিন্তু ভোটের সময় এই ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে পুরসভার সম্পত্তিকর মূল্যায়ন ও রাজস্ব আদায় বিভাগের আধিকারিকদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছিল। একাংশের বক্তব্য ছিল, নির্দিষ্ট আইনি বিধানের ভিত্তিতেই প্রতি বছর এই ছাড় দেওয়া হয়। ফলে ভোটের আগে নতুন কোনও সুবিধা ঘোষণা বা নতুন করে কোনও নীতি কার্যকর করার বিষয় এটি নয়। অন্য একটি অংশ অবশ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রশাসনিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পক্ষেই মত দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্যে পালাবদলের পরে কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে যায়। প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন স্মিতা পান্ডে। ফলে প্রবীণ করদাতাদের জমা পড়ে থাকা আবেদনগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও কার্যত ঝুলে থাকে। পরে পুরসভার কর বিভাগের আধিকারিকেরা বিষয়টি নিয়ে প্রশাসক স্মিতা পান্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর সম্মতি পাওয়ার পরই সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে আটকে থাকা আবেদনগুলি ফের খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে নিয়ম মেনে যোগ্য আবেদনকারীদের বিশেষ ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়াও চালু করা হয়েছে। পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি করদাতারা সম্পত্তিকরে ১০ শতাংশ বিশেষ ছাড় পাওয়ার সুযোগ পান। অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের জন্য এই ছাড়ের পরিমাণ আরও বেশি, ২৫ শতাংশ। তবে শুধু বয়সের শর্ত পূরণ করলেই এই সুবিধা স্বয়ংক্রিয় ভাবে পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পুরসভার কাছে আবেদন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হয়। আবেদন অনুমোদিত হলে একটানা তিন বছর এই বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যায়। তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পরে ফের পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করতে হয়। এ ছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পত্তিকর জমা দিলে নিয়ম অনুযায়ী আরও ছাড় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা দিলেও অতিরিক্ত ছাড়ের সুবিধা রয়েছে। ফলে প্রবীণ করদাতাদের জন্য সম্পত্তিকর মেটানোর ক্ষেত্রে একাধিক স্তরে ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরসভার নির্ধারিত নিয়ম এবং সময়সীমা মেনে চলা জরুরি। পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভোটের সময় থেকে আটকে থাকা আবেদনগুলির কাজ ফের শুরু হওয়ায় বহু প্রবীণ করদাতার দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। যাঁরা প্রথম বার বিশেষ ছাড়ের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবেদন যেমন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তেমনই আগের তিন বছরের সুবিধার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যাঁরা পুনর্নবীকরণের আবেদন করেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অর্থা নতুন আবেদন এবং পুরনো সুবিধা পুনর্নবীকরণের আবেদন, দুই ক্ষেত্রেই পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। পুরকর্তাদের বক্তব্য, প্রবীণ করদাতাদের এই সুবিধা কোনও সাময়িক আর্থিক ছাড় নয়। দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার আওতায় এই সুবিধা চালু রয়েছে। ভোটের সময় প্রশাসনিক কারণে আবেদনগুলি জমে যাওয়ায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে ফের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া শুরু করাই ছিল মূল লক্ষ্য। তবে আবেদন মঞ্জুরের আগে বয়স, করদাতার পরিচয়, সম্পত্তিকরের হিসাব এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র যথাযথ ভাবে যাচাই করা হবে। পুরসভার কর দফতরের আধিকারিকেরা আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সঠিক ভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে সেপ্টেম্বর থেকেই প্রবীণ করদাতাদের সম্পত্তিকর সংক্রান্ত বিশেষ ছাড়ের কাজ ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে।

সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই বচসা! পড়ুয়ার বাবার নাক ফাটানোর অভিযোগ পুলকার চালকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পুলকারে যাতায়াতের সময় আট বছরের শিশুকে অন্য কয়েকজন পড়ুয়া নিয়মিত মারধর করছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে পুলকার চালকের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন শিশুটির বাবা। অভিযোগ, সেই প্রতিবাদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটির বাবা এবং তাঁর বন্ধুদের উপর হামলা চালানো হয়। পুলকারের মালিক ও কয়েকজন চালকের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় শিশুটির বাবা-সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। হিঃদমোটরের নঃদনকাননের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই এক জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। নন্দনকাননের বাসিঃদা বিপ্লব কুমার বিশ্বাসের আট বছরের সন্তান একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে। প্রতিদিন পুলকারে করেই স্কুলে যাতায়াত করে সে। পরিবারের অভিযোগ, বেশ কয়েক দিন ধরেই স্কুলে যাওয়া এবং ফেরার পথে পুলকারের ভিতরে অন্য কয়েকজন ছাত্র ওই শিশুকে মারধর করছিল। বিষয়টি জানতে পেরে সোমবার পুলকারের চালকের কাছে অভিযোগ জানান বিপ্লব। তাঁর দাবি, গাড়ির মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে চালকের দায়িত্ব তা বন্ধ করা এবং বিষয়টি দেখা। কিন্তু চালক ওই ঘটনার দায় নিতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। এই নিয়েই বিপ্লবের সঙ্গে পুলকার চালকের বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও স্থানীয় বাসিঃদাদের হস্তক্ষেপে তখনকার মতো বিষয়টি মিটে যায়। কিন্তু অভিযোগ, ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সোমবার সন্ধ্যার পরে নন্দনকাননের একটি স্থানীয় ক্লাবের সামনে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধুর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিপ্লবের অভিযোগ, পুলকারের মালিক সনু এবং তাঁর কয়েকজন চালক-সহ প্রায় ১০ থেকে ১৫ জন সেখানে এসে তাঁদের উপর চড়াও হন। অতর্কিত হামলায় বিপ্লবের নাক ফেটে যায়। তাঁর বন্ধু হেমন্ত দাসের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। হামলা থামাতে গিয়ে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরে আহতদের উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিসা করা হয়। ঘটনার পর উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিপ্লব কুমার বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, শিশুর নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি পুলকার চালকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের উপর হামলার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। একই সঙ্গে পুলকার পরিষেবা নিয়েও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, এলাকায় চলা বেশ কিছু পুলকারের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই। গাড়িগুলির রেজিস্ট্রেশন, ইনশিওরেন্স এবং পলিউশন সার্টিফিকেট রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত শুরু করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। হামলার সঙ্গে কারা জড়িত, ঘটনার পিছনে ঠিক কী কারণ ছিল এবং পুলকার পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এক জন মূল অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকিদের সন্ধানেও তল্লাশি চলছে। অন্যদিকে, শিশুটিকে পুলকারে মারধরের অভিযোগের বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে। পুলকারের ভিতরে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার এবং অভিযোগ পাওয়ার পর চালক বা মালিকের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল, সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শিশুর বাবার প্রতিবাদের পর হামলার অভিযোগ ঘিরে নন্দনকাননে এখন উত্তেজনা রয়েছে।

ভুয়ো অনলাইন 'সাট্টা মটকা'র ফাঁদ, লাখ লাখ টাকা খোয়ানোর অভিযোগে লালবাজারে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ অনলাইন জুয়ার নতুন ফাঁদ ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। কখনও ' আবার কখনও তিনটি নম্বর মিলিয়ে জেতার প্রলোভন দেখিয়ে চলছে ভুয়ো অনলাইন ' মটকা'। অভিযোগ, এই জুয়ার ফাঁদে পড়ে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলার বহু মানুষ লাখ লাখ টাকা খুইয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও বার্তার মাধ্যমে ভুয়ো অ্যাপের লিঙ্ক পাঠিয়ে মানুষকে অনলাইন সাট্টায় যুক্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি সামনে আসতেই এবার কড়া পদক্ষেপের পথে লালবাজার। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতে প্রতারণা, জালিয়াতি, তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং ' অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং' বা প্রোগ আইনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরে দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনি সাট্টার উপর নজরদারি চালাচ্ছে লালবাজার। প্রতিটি থানাকেও নিজেদের এলাকায় এই ধরনের জুয়ার ঠেকের বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। গত কয়েক বছরে দক্ষিণ কলকাতার শহরতলি, পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন এলাকা এবং রেললাইনের ধারে নির্জন জায়গায় সাট্টা খেলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের দাবি, গত কয়েক মাসে ওই ধরনের বেশ কিছু ঠেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরপরই পুলিশের নজরে আসে অনলাইন ' মটকা'র বিষয়টি। প্রচলিত সাট্টায় মাটির কলসির মধ্যে নম্বর লেখা কাগজ রাখা এবং সেখান থেকে নম্বর তুলে ফলাফল নির্ধারণের পদ্ধতির সঙ্গে ' নামটির যোগ রয়েছে। সেই ধারণাকেই ব্যবহার করে অনলাইনে নতুন ধরনের জুয়ার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা। সেখানে মূলত ' বা দু'টি নম্বরের খেলা চালানো হয় বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পরপর নির্দিষ্ট নম্বর মিলে গেলে জেতার কথা বলা হয়। আবার কোথাও তিনটি বা তার বেশি নম্বর মিলিয়েও খেলার ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ধরনের অনলাইন খেলা চালানোর ব্যবস্থা থাকে। ফলে একবার এই জুয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে ক্রমাগত টাকা লগ্নি করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। পুলিশের কাছে এমন অভিযোগও এসেছে যে, অনেকেই পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচের টাকা পর্যন্ত এই ধরনের অনলাইন জুয়ায় ব্যয় করেছেন। গোয়েঃদা পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতায় একটি নির্দিষ্ট অনলাইন সাট্টা প্ল্যাটফর্মের বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই তথ্য আসছিল। অভিযোগ ছিল, ভুয়ো অ্যাপ ডাউনলোড করিয়ে তার মাধ্যমে মানুষকে অনলাইন সাট্টায় যুক্ত করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯৩ সংখ্যা, বুধবার , ৫ আশ্বিন, ১৪৩৩

শিক্ষা নিয়ে বিরোধ

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভয়ঙ্কর বিবাদ, মাঝে রইলেন মহাত্মা গান্ধী। সময়টা ১৯২০-২১। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতের বাইরে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের সময়ও সেটা। এই সময় রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে শিক্ষা নিয়ে এক বিরোধ শুরু হয়। সেই বিতর্কের আঁচ শুধু সংবাদমাধ্যমে লেগেছিল শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে বক্তৃতাও শুরু হয়ে যায়। সাংবাদিক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর আত্মজীবনী, 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' বইয়ে এই বিষয়ে যে স্মৃতিচারণ করেছেন, তা এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল। মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় (১৯২০-২১) রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাইরে ছিলেন। আমেরিকা ও ইয়োরোপ ভ্রমণ করে তিনি ১৯২১-এর ১৬ জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। বিদেশে থাকাকালেই কবি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি অবহিত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে তিনি ১০ অগস্ট 'শিক্ষার মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। সেই সময়কার অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করাই 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ পাঠের পর দিনই তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতাতেও তাঁর 'শিক্ষার মিলন' পাঠের ব্যবস্থা হল। এইজন্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ইউনিভর্সিটি ইস্টিটিউটে একটা সভা আহ্বান করা হল, ১৫ অগস্ট তারিখে। সভাপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী। সেখানেই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' পড়লেন। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল কংগ্রেসি মহলে। কারণ এই প্রবন্ধে তখনকার অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষপাত ছিল। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ লিখে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' এর প্রতিবাদ করলেন। শিক্ষার মিলনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-'এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি যে-মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগ মতো পেলে হয়।...বিশ্বকে ভোগ করার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয় যে-কোনও একটা সত্যের জোরে।' শরৎচন্দ্র তাঁর 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে বললেন, 'আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীর-ভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে,- তার পেট ভরে' দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে ,কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি। এ একটা fact আজকের দিনে কিছুতেই একে 'না' বলবার পথ নেই,- আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই ব'লেই কি এই কথা মানতেই হ'বে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হ'বে। লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা fact কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মে'নে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত' আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এং ঊর্ধ্বে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিতকালে যাত্রখত্বন্ঠ তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মে'রে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে' ভোজ লাগালে , এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না..'

রহস্য গল্পের প্রথম ধাপ

অল্পবয়েসি স্কুলপড়ুয়ার কাছে এই লেখকের বইগুলো ছিল বইয়ের নিষিদ্ধ আকর্ষণ। বাংলা ভাষায় সম্ভবত স্বপন কুমারই। মিস্ট্রি- থ্রিলার এবং এডভেঞ্চার-হরর ভিত্তিক চটি বই গুলকেই পাল্প ফিকশন বলা হয় যার কোন সাহিত্য কদর নেই, কিন্তু রক্তে আলোড়ন তোলে। পাল্প ফিকশনকে কোনদিন সাহিত্য বোদ্ধারা সাহিত্য বলে গণ্য করেনি সে কারণে পাল্প ফিকশন লেখকরা যতদিন লেখেন ততদিন খ্যাতির শিখরে থাকেন, মৃত্যুর পরে আস্তাকুড়ে চলে যায়। সাহিত্য বোদ্ধাদের অভিমত পাল্প ফিকশনগুলো লেখা হয় শুধুই মনোরঞ্জনের জন্য, পয়সার আশায়। তাদেরই একজন হলেন শ্রীস্বপন কুমার। বাংলা সাহিত্যে স্বপন কুমারের মতো জনপ্রিয় পাল্প ফিকশন লেখক কেউ হতে পারেনি। আসল নাম সমরেন্দ্রনাথ পান্ডে। কনৌজের এই ব্রাহ্মণ পরিবারটির আদি বসতবাড়ি ছিল রাজশাহি। বাবা-ঠাকুরদা ছিলেন ব্যারিস্টার। আইনজীবী পরিবারে জন্ম হলেও সমরেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার। কৈশোরেই, মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে চলে আসেন কলকাতায়। এক সময় ভর্তিও হন আর.জি.কর মেডিকেল কলেজে। কিন্তু, অর্থাভাবে দ্বিতীয় বর্ষে ছেড়ে দিতে হয় ডাক্তারি। এর পরই তাঁর 'শ্রীস্বপনকুমার' হয়ে ওঠা। বলা যায় রোজগারের জন্যই। সমরেন্দ্রনাথ ছিলেন উদারমনা, আদর্শবান একজন মানুষ। কিন্তু, তাঁর মধ্যেও সম্মানবোধ, জেদ ছিল দেখার মতো। অনেকটা সে কারণেই এক সময় তিনি শ্রীভৃগু নাম নিয়ে জ্যোতিষচর্চা শুরু করেন। এ নিয়ে তিনি প্রচুর বইও লেখেন। আবার অন্য দিকে রেজিস্ট্রেশন সহ ডাক্তারও হন। তাঁর লেখা অসংখ্য ডাক্তারি বইও আছে ডক্টর এস.এন. পান্ডে নামে। আছে মোটর ড্রাইভিং, ট্রানজিস্টার তৈরী থেকে সবজি চাষের বই ও। এক সময় টাকা রোজগারের জন্যই মুম্বই গিয়েছিলেন। সেখানে বিশেষ সম্মান বা অর্থ না পেয়ে ফিরে আসেন। অনেকে তাঁর 'শ্রীস্বপনকুমার' সিরিজের লেখাকে মার্কিন লেখক রবার্ট লেসলি বেলামের সঙ্গে তুলনা করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন দেশভক্ত সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর বলতেন, জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

পূর্ব বর্ধমানে অমরাগড়ের জমিদার বাড়ি

অভিজিৎ ব্যানার্জি

অতীতে বর্ধমানে গোপভূম নামে এক পরগণা ছিল। সেখানে যারা বাস করতো সবাই ছিল সদগোপ শ্রেণীর। আজকের অমরারগড় বা অমরাগড় ছিল তৎকালীন গোপ ভূমের অন্তর্গত। সদগোপদের রাজা মহেন্দ্রনাথ তাঁর রাণী অমরাবতীর নামে এক দুর্গ তৈরি করেছিলেন। তবে সে দুর্গের কোনো চিহ্নই আজ নেই। তবে অমরারগড় বা অমরা গড়ে এখনো দু একটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়।

এই সদগোপরাজা মহেন্দ্রনাথের এক উত্তর পুরুষ পরমেশ্বর রায় অমরাগড় থেকে চলে আসেন মৌখীরা গ্রামে। কিন্তু মৌখিরা ও তার আশেপাশের অঞ্চল প্রতি বছর অজয় নদের বন্যায় প্লাবিত হতো। তাছাড়া সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরমেশ্বর রায় সপরিবারে চলে আসেন কালিকাপুরে। আসলে তিনি বর্ধমান রাজার কাছ থেকে আউশগ্রামের জমিদারী লাভ করেন। ফলে এই কালিকাপুর অঞ্চলটি তার হাতে আসে। তখন কালিক্সপুর ছিলো ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটি এলাকা। এখনো তার নমুনা দেখতে পাওয়া যায় কাছেই ইলামবাজারের জঙ্গল এবং আদুরিয়ার জঙ্গল।

পরমেশ্বরের ছিল সাত ছেলে। তাই তিনি সাত ছেলের জন্য সাত মহলা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রতিটি বাড়ির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। আর তৈরি করেন বিশাল নাটমন্দির সহ চকমিলান দুর্গাদালান।

উঁচু ভিতের ওপর দক্ষিনমুখী সামনে চার জোড়া থামের পর বারান্দা। তারপর পাঁচ খিলানের গর্ভগৃহ। যেখানে প্রতি বছর ধূমধাম করে দুর্গাপুজো হয়।

আমরা কয়েকদিন আগেই গিয়েছিলাম। তাই আর দুর্গামূর্তি নয়, দুর্গামূর্তির খড়ের কাঠামোটা গর্ভগৃহে দেখতে পেলাম। গর্ভ গৃহের পাঁচ খিলানের ওপর স্ট্যাকোর কাজ গৃহকর্তার রুচিবোধ আর শিল্পীর অসামান্য শৈল্পিক নৈপুণ্যবোধের পরিচয় বহন করছে।

এই সুদৃশ্য নাটমন্দির ঘিরে চতুষ্কোণ দ্বিতল দুর্গাদালান, এবং সাত মহলা বাড়ি পরমেশ্বর রায়ের বৈভব, আভিজাত্য আর প্রতিপত্তির নিদর্শন। এই দুর্গাদালানটাই এখনো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তাই খুব চকচকে, ঝকঝকে। কিন্তু পেছনের সাত মহলা দ্বিতল প্রাসাদের আজ খুবই করুন অবস্থা। বহু জায়গায় ছাদ ধ্বসে গেছে। চুন, সুড়কি দিয়ে কড়িবরগার ছাদ তার অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারেনি। শুধু দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছেন্ধ ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা। দরজা জানালার পাল্লাগুলো ফ্রেমসহ খুলে নেওয়া হয়েছে বা নিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। দেখলে ভয় লাগে। ঘরগুলোও আগাছায় পরিপূর্ণ। সাপখোপের অবাধ ও নিরাপদ আবাসস্থল।

দুর্গাদালানের পাশ দিয়ে আমি একা যখন ওই ভাঙ্গাচোরা, জঙ্গলাকীর্ণ মহলে ঢুকছিলাম তখন বেশ ভয় ভয় করছিল। ভূতের নয় সাপের। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। বোঝা যায় মাঝে লোকজন এই বাড়িতে প্রবেশ করে। শুনেছি জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে এখনো ছাদে ওঠা যায়। কিন্তু একা একা ঝুঁকি নিতে পারিনি। সেই সময় স্থানীয় কাউকে পেলে সুবিধে হত। কি করা যাবে, তাই ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ভেতরে যতটা সম্ভব ঢুকে ছবি তুলেছি। সব জানালা দরজার পাল্লা খুলে নিলেও একটা জানালা, পাল্লাসহ মোটামুটি অক্ষত দেখতে পেলাম।

আর জানালার পাল্লার সামান্য ফাঁক দিয়ে এক নারীমুখের দর্শন পেলাম। সে কারও অপেক্ষায় সেই সৃষ্টির সময় থেকে আজও কারো জন্য অপেক্ষমাণ।

আসলে এটা চুন, সুড়কি দিয়ে তৈরি এক অসামান্য শিল্প। একে বলে বাতায়নবর্তিনী। এইরকম নিদর্শন অনেক রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের টেরাকোটার ফলকেও এর নিদর্শন আছে।

তবে সাত মহলা বাড়ির অনেকটাই ধ্বংস, ভগ্ন, জীর্ণ হলেও, এই বাড়ির কোনো অংশ মেরামত করে পরমেশ্বর রায়ের অষ্টম পুরুষরা বসবাস করেন। পাশেই গ্রামেও তাদের শরিকরা রয়েছেন। তাছাড়াও দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এই বংশের উত্তরপুরুষরা। পুজোর সময় অনেকেই আসেন। তখন এই নির্জন পুরী কোলাহল মুখর ওঠে। পুজোর চারদিন জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে দুর্গাপুজো হয়। তবে দুর্গাদালান বা নাটমন্দির ঘিরে তিনদিকে যে দালান আছে তা অক্ষত থাকলেও নাটমন্দিরের ছাদ ধ্বসে গেছে বহু বছর আগে। অতীতের আভিজাত্য আর গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে আজও আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারি জোড়া জোড়া থাম। যেন বলতে চাইছে আমরা জৌলুশ হারালেও ভেঙে পড়িনি।

পরমেশ্বর রায় তার জমিদারী থেকে ভালোই আয় করতেন। সেই উপার্জিত অর্থেই এই দুর্গামন্দির, সাতমহলা প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। তারপরে তার মেজ পুত্র কৈলাশনাথ রায় বর্ধমান মহা রাজের কাছ থেকে ১৮ টা মৌজার কর বা খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পান। শোনা যায়, এই মৌজার বিস্তৃতি ছিল রানীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল পর্যন্ত।

তার আমলেই রায় পরিবার আরও ধনী আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। তিনি ব্রিটিশ সাহেবদের সাথে নীলের ব্যবসা শুরু করেন। এবং তাতেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এখনো সেই সাহেবদের তৈরি নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় মৌখিরা গ্রাম থেকে কালিকাপুর আসার পথে বাঁ দিকে। নীল কুঠীর পেছনে ছিলো শান বাঁধানো ঘাট। পুকুরটা প্রায় বুজে গেলেও শান বাঁধানো ঘটের কিছুটা অংশ আজও বিদ্যমান। পাশেই আরও একটা দালান ছিল, যেটা সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে।পুরো বাড়ীটাই আজ ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ । তবে সেই দালানের চওড়া ভিতের কিছু কিছু অংশ ঝোপ জঙ্গলের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দেখা যায়। এই অঞ্চলটার স্থানীয় নাম চাঁদনী।

আমাদের গাড়িটা যখন কালিকাপুর দুর্গাবাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছালো তখন দেখলাম, সামনে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশে কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে। হাতে একটু ভালো মাপের ক্যামেরা। হয়তো ইউটিউবার বা অন্য কোনো কারণে ফটোশুট করতে এসেছিল, কাজ হয়ে যাওয়ায় এখন ফিরে যাচ্ছে।

আমরা দুর্গা মন্দিরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে ছবি তোলা শুরু করলাম। মন্দিরেএ গর্ভগৃহে পুরোহিত মশাই পুজোয় ব্যস্ত। আমরা ছবি টবি তোলার মধ্যেই পুরোহিত মশাই পুজো শেষ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছি তাও জানতে চাইলেন। সব জানার পর বললেন, এখন মন্দিরে ঢোকার জন্য ১০ টাকা করে মাথাপিছু কুপন কাটতে হয়। আমরা বিনা বাক্যে কুপন কেটে নিলাম। এবং বেশ কিছুক্ষণ এই বাড়ির ইতিহাস নিয়ে নানা কথা বললাম ওনার সাথে। অনেক কিছু জানা গেল ওনার কাছ থেকে।

কথাবার্তার শেষে পুরোহিত মশাই মন্দিরের গেটে তালা লাগিয়ে চলে গেলেন। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম, ঠিক সময়ে এসেছিলাম বলে।

আগে যারা শুট করতে এসেছিল ওনারা হয়তো জানতেন কখন মন্দিরের দরজা খোলা থাকে পুজোর জন্য। ওনারা সেই সময়টাই বেছে নিয়েছিলেন। ফাঁকতালে আমাদেরও ছবি তোলা হয়ে গেল। দুর্গা দালানের আগেই একটা নাতিউঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা উঁচু ভিতের ওপর জোড়া শিব মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দির দুটি দক্ষিণমুখী, উড়িষ্যার রেখ দেউল রীতিতে তৈরি। চূড়াটি পিরামিড আকৃতির। মন্দিরের সামনের দিকে খিলানের ওপরে, দরজার দুপাশে এবং ভিত্তি সংলগ্ন অনেক সুন্দর সুন্দর টেরাকোটার ফলক রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে দুটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। বাঁদিকেরটির নাম পরমেশ্বর আর ডানদিকেরটার নাম হংসেশ্বর। মন্দিরের সামনে একটা বড়ো বট গাছের বিভিন্ন ডাল থেকে প্রচুর লাল সুতো বাঁধা ঢিল ঝুলছে, মানুষের মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেই এই ঢিল বাঁধা। এই দুর্গাদালান ও এই জরাজীর্ণ প্রাসাদে অনেক ছবির শুটিং হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক শ্রদ্ধেয় মৃনাল সেন-এর খণ্ডহর ছবির বেশীর ভাগ শুটিং এই বাড়িতে হয়েছে। গয়নার বাক্স, গুপ্তধনের সন্ধানে, গোঁসাই বাগানের ভূত, মেঘনাদ বধ রহস্য, রসগোল্লা, ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামীন পুজো বাংলার ঐতিহ্যকে বহন করে। সেই সব পুজোও আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। জমিদাররা নেই। কিন্তু গ্রামে বসবাসকারীরা মিলিত হয়ে এই সব প্রাচীন জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোকে রীতিনীতি মেনে পালন করছে।

যাদবুপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু কবি প্রতিভার বিকাশ হয়

অনিকেত নস্কর

নীলাঞ্জন দত্ত চলে গিয়েছেন একদিন পেরিয়ে গিয়েছে। এতজন বন্ধু এত ভারাক্রান্ত স্মৃতির কথা লিখেছেন, এত আর্ত সেসব উচ্চারণ যে নতুন করে আর বলবার কিছু নেই। বলবার কথা তো খুব বেশি কিছু থাকে না এমনিতেই, আমাদের দেখবার চোখ আর বুঝবার চোখ বদলে যায় শুধু। আমার সঙ্গে নীলাঞ্জনদার কেন যে একটা বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার কারণ কাল থেকেই খুঁজে চলেছি। মনের সম্পর্ক তো তৈরি করা যায় না কারুর সঙ্গেই, সম্পর্ক তৈরি হয়। যখন হয়, তখন হয়। তাতে আর আড়াল দেওয়া যায় না। নীলাঞ্জনদার সাংবাদিকতার কথা, গণতান্ত্রিক আর মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনের জগতে এত দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে থাকবার কথা অনেকেই লিখেছেন। আমাদের মিশবার মিলবার একটা কারণ হতে পারে এসব বিষয়ে আমার বাইরে

থেকে একটু আধটু টুকটাক অনধিকারের আগ্রহ আছে। সাংবাদিকতার পেশায় যে এঁরা একদিন জড়িয়ে ছিলেন, তার ভিতরেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার একটা গভীর মন কাজ করত বলেই মনে হয়। এখনকার চারপাশের পরিবেশে সাংবাদিকতার মান দেখলে তার আন্দাজ করাও কঠিন। এসব নিয়েই নীলাঞ্জনদার সঙ্গে টুকটাক কথা হয়েছে নানা সময়ে, কফিহাউসে আমাদের প্রবীণ বন্ধুরাও থাকতেন, কথা যে কখনও গভীর সিদ্ধান্তের দিকে গিয়েছে এমনটা নয়। মত আর সিদ্ধান্ত আলাদাই থাকত আমাদের, আর সব কিছু যে এক মাত্রার সবসময়ই হতে হবে জীবনে এমনও তো নয়।

একটা সময় নীলাঞ্জনদা বোধহয় সরোজদার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে যাদবপুরে ওঁদের প্রিয় শিক্ষকদের সঙ্গে আমার একটু আধটু নিয়মিত সম্পর্ক আছে। রোজ কথাবার্তা হয়। এইখান থেকে আমার প্রতি ওঁর একটা ভিতরের টান বাড়ল। বিশেষত সৌরীনবাবু, সৌরীন ভট্টাচার্যের কাছে কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বলতেন, আমি সাধ্যমত সেসব খবর পৌঁছে দিতাম। স্বপ্নাবৌদি দুটি সংকলন করেছিলেন, নীলাঞ্জনদাই অনুরোধ করেছিলেন সৌরীন বাবুকে, আমার একটুখানি অন্তর্গত ভূমিকা ছিল বাইরে থেকে, সৌরীনবাবুর অসাধারণ দুটি লেখা পাওয়া গিয়েছিল। নীলাঞ্জনদা বলেছিলেন, কীভাবে যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি বলেছিলাম, কৃতজ্ঞতার কী আছে। রোজার উপর বই বেরোবে, সৌরীনবাবু প্রকাশ- অনুষ্ঠানে বলুন নীলাঞ্জনদা চেয়েছিলেন, এদিকে বক্তা বাড়ি থেকে বেরোতে চান না, আমার সেদিনও একটু বাইরে থেকে ভূমিকা ছিল, নীলাঞ্জনদা যে কী খুশি হয়েছিলেন সে আর বলবার নয়। নিজে হোয়াটস আপ ব্যবহার করতেন না, বউদির হোয়াটস আপ ব্যবহার করে বার্তা, ছবি পাঠিয়ে ছেন। আমি সৌরীনবাবুর কাছে গিয়ে তা আবার দেখিয়ে নিয়েছি। নীলাঞ্জনদা এতটা অসুস্থ হলেন, একজন ভালো ডাক্তারের খোঁজ করছিলেন, আমার অনুরোধে ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরীর একটা বড়ো সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল তখন। সেখানেও ডাক্তার চৌধুরীর আমার প্রতি স্নেহের একটা বড়ো টান ছিল। শরীর মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছিল দিনে দিনে, কিন্ত কখনও শরীরের কথা ওঁর মুখে শুনিনি। টুকটাক কথা বলে কথা সরিয়ে নিতেন। একটা অনুষ্ঠান ওঁকে নিয়ে হল, আমাদের যাওয়া হয়নি। একদিন কথা হল সৌরীনবাবুকে নিয়ে আমি ওঁদের বাড়ি যাব, অনেকটা সময় থাকব, দুপুরের আহার সমেত। নীলাঞ্জনদা বেশ অসুস্থ তখন, কিন্ত এটা জেনে অনেকটা প্রফুল্ল আছেন তখন। আমাদের সব ঠিক ছিল যাবার, কিন্ত সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। নীলাঞ্জনদা শেষ কবিতার বই, আগের কবিতার বই, লাজুক হাতেই দিয়েছেন।

কলকাতার বনেদি পুজো বাংলার ঐহিত্য

চিত্তজিৎ দত্ত

সামনেই পুজো। তাই অনেকেরই প্ল্যান থাকে কলকাতা অথবা মফস্বলে বা গ্রামের দিকে বনেদি বাড়ীর পুজো দেখার। তাই কলকাতার এগারোটি বনেদি বাড়ীর

পুজোর কথা বললাম।

প্রথমে রাসমণি বাড়ীর পুজো। কলকাতার বনেদী বাড়ীর পুজোর তালিকায় যার অবস্থান প্রথম দিকেই। বর্তমানে রানী রাসমণির তিন বংশধর নিয়ম করে প্রতি বছর দুর্গাপুজো করেন। তার মধ্যে এস এন ব্যানার্জি রোডের বড় বাড়ীতে দুটো পরিবার পুজো করে থাকেন। তৃতীয় বংশধরেরা এই বাড়ীর উল্টো দিকে রানী রাসমণি ভবনে পুজো করে আসছেন।

১) রানী রাসমণির দ্বিতীয় কন্যা কুমারী চৌধুরী ও জামাতা প্যারিমোহন চৌধুরীর বংশধরদের পুজো। এই বাড়ীর প্রবেশপথ এস এন ব্যানার্জি রোডের ওপর।

২) এই বাড়ীর পুজো এখন হাজরা পরিবারের বংশধররাই করে থাকেন। কথিত আছে, রানী রাসমণি তাঁর এই কাছারী বাড়ীতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। শোনা যায় রামকৃষ্ণদেব একবার এই বাড়ীতে দুর্গাপুজো করেছিলেন। বর্তমানে এই বাড়ীটি হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। এই বাড়ীর প্রবেশপথ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দিকে।

৩) রানী রাসমণি ভবনে, বা বিশ্বাস বাড়ী নামেও পরিচিত। জানবাজার রাসমণির বাড়ী ছাড়িয়ে ডান হাতে, যা আগেই বলেছি, রানী রাসমণির জামাতা মথুর মোহন বিশ্বাসের পরিবার দুর্গাপুজো করে আসছেন। আমি নবমীর সকালে যখন এই বাড়ী গিয়েছিলাম, তার কিছুক্ষণ আগেই নবমীর বলিদান সম্পন্ন হয়েছে। মাটিতে তখনও ছিটে ফোঁটা রক্তের দাগ লেগে আছে। হাঁড়িকাঠটি মাটি থেকে তুলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা।

বদন চন্দ্র রায় বাড়ীর পুজো। সেন্ট্রাল এভিনিউর ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকে। এই বাড়ীর অবস্থান কলুটোলার গোপাল চন্দ্র লেনে। শোনা যায়এনাদের আদি বাড়ী ছিলো উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায়। এনারা মূলত ব্যবসায়ী পরিবার। সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর ১৮৫৮ সালে এই বংশের পূর্বপুরুষ বদন চন্দ্র রায় এই পুজো শুরু করেছিলেন। এনাদের পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। পুজোতে ফল বলি হয়।

জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ীর পুজো। গণেশ টকিজের কাছাকাছি। মেট্রো স্টেশন গিরিশ পার্ক। ১৮৪০ সালে শিবকৃষ্ণ দাঁ এই পুজো শুরু করেছিলেন। কথিত আছে আজ থেকে ১৮০ বছর আগে এই বাড়ীর দুর্গাপুজোয় খরচ হয়েছিল ২৫০০ টাকা। কলকাতার দুর্গাপুজো নিয়ে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যেটা অনেকেই জানেন। প্রবাদটি এই রকম, মা দুর্গাপুজোয় কলকাতায় এসে গয়না পরেন শিব কৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়ী, ভোজন করেন কুমোরটুলির অভয় চরণ মিত্রের বাড়ী আর রাত জেগে গান শোনেন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। এই শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়ীর মা দুর্গাকে প্রচুর অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হয়, নানারকম মূল্যবান রত্নখচিত সেসব অলঙ্কার। এমনকি তাদের প্রতিমার চালচিত্রে সোনার তৈরী নকশা দিয়ে সাজানো হতো। শিবকৃষ্ণ দাঁ ছিলেন এই পরিবারের গোকুল চন্দ্র দাঁয়ের দত্তক পুত্র। মূলত লোহা, কয়লার ব্যবসা করেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এছাড়াও আসান সোলের কয়লাখনি অঞ্চলে রেললাইন বসানোর বরাত পেয়ে তাদের কপাল আরও খুলে যায়।

জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়ীর দুর্গাপুজো। গণেশ টকীজের কাছাকাছি। মেট্রো স্টেশন গিরিশ পার্ক।

এই বাড়ীর পুজো শুরু করেছিলেন নন্দলাল দাঁ, ১৮৫৯ সালে। পরবর্তী কালে নরসিংহ দাঁ মহাশয়ের বাড়ীর পুজো হিসেবে এই বাড়ীর পুজো লোকমুখে জনপ্রিয় হয়। এনাদের আদি বাড়ী ছিলো বাঁকুড়ার কোতলপুরে। প্রধানত মশলার ব্যবসাই ছিল এই পরিবারের আদি ব্যবসা। ১৮৩৫ সালে নরসিংহ দাঁ ব্রিটিশদের সাথে টক্কর দিয়ে শুরু করেন বন্দুকের ব্যবসা। এবং এই ব্যবসায় তাঁরা মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেন। সেই থেকে এই বাড়ীর পুজোয়, সন্ধি পুজো ও আরতির সময় বন্দুক ফাটানো হয়ে থাকে। বসির্জনের সময় মা'কে গান স্যালুট দেওয়া হয়ে থাকে। আমি যখন নবমীর সকালে গিয়েছিলাম, তখন কুমারী পুজোর অনুষ্ঠান চলছিল। বাড়ীর দেওয়ালে শোভা পায় পিস্তল, বন্দুক, তরোয়াল ইত্যাদি।

লাহা বাড়ী। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছেই। ১৭৬৬ সালে ভগবতী চরণ লাহা এই বাড়ীর পুজো শুরু করেন। এখন এনাদের পাঁচটি শরিক। পাঁচটি আলাদা আলাদা বাড়ীতে পালা করে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুজো। এই বছর ঠনঠনে কালীবাড়ীর বাঁহাতের গলিতে বড়ো লাল রঙের বাড়ীতে পুজো হচ্ছে। এনাদের দুর্গামূর্তি, অসুরদলনী নন, অভয়দাত্রী, বরদাপ্রদায়িনী, শিবের কোলে উপবিষ্টা, চতুর্ভুজা, হরগৌরী মূর্তি। এনাদের মূর্তির ঠিক সামনেই থাকে তাদের কুলদেবতা অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি।

ঠনঠনে দত্ত বাড়ীর পুজো। ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরের কাছেই। এই বংশের পূর্বপুরুষ দ্বারকানাথ দত্ত এই বাড়ীর পুজো শুরু করেছিলেন। এনাদের পালা করে পুজো হলেও এই ঠাকুরদালানেই পুজো হয় প্রতি বছর। এনাদের দুর্গামূর্তিও হরগৌরী মূর্তি।

চোরবাগান চ্যাটার্জি বাড়ীর পুজো। মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট। এই বংশের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬১ সালে এই পুজো শুরু করেছিলেন। এনাদের পুজোর বৈশিষ্ট্য হল, এনাদের কাঠামো পুজোর নামে একটা লাঠিকে পুজো করা হয়। আর সেটা হয়, জন্মাষ্টমীর দিন। কাঠামো পুজোর পর লাঠিটি দিয়ে আসা হয় প্রতিমা শিল্পীর কাছে। তিনি ওই লাঠিটি কাঠামোয় ব্যবহার করেন। বিসর্জনের আগে আবার লাঠিটা প্রতিমার কাঠামো থেকে খুলে যত্ন করে তুলে রাখা হয় আগামী বছরের জন্য। এই প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

মতিলাল শীলের ঠাকুরবাড়ীর পুজো। কলুটোলা বদন রায়ের বাড়ীর প্রায় উল্টোদিকে। উনিশ শতকে মতিলাল শীল ছিলেন অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী। প্রচুর অর্থের মালিক ছিলেন তিনি।

এবারে বারোয়ারি পুজোর প্যান্ডেল থিম 'ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ'

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলের থিম এবারে পাল্টে যেতে শুরু করেছে। এবারে অধিকাংশ

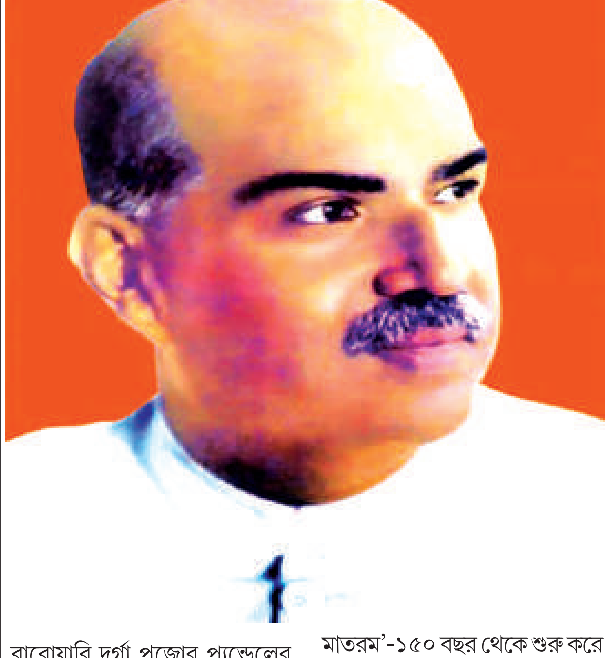

বারোয়ারি দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলের থিম হচ্ছে স্বদেশ প্রীতি। দেশ ভক্তির ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারত দর্শনের ওপরে জোর দিতে শুরু করেছে বারোয়রি দুর্গা পুজোর প্যাণ্ডেলের থিম। কলকাতার বিখ্যাত পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে এবারে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের বিপ্লবী তথা দেশনায়কদের চিত্র যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছে তাদের কর্মধারাকে উল্লেখ করে তৈরি করা হচ্ছে তথ্য সমৃদ্ধ এআই যুক্ত দেশপ্রেমের চিত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশপ্রেম সঙ্গীত থেকে শুরু করে দেশপ্রেমিকদের নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে প্যাণ্ডেল থিম। তার সঙ্গে থাকছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়সহ হিন্দু মহাসভার কর্মকাণ্ড। শুধু কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার নয়, কলকাতার বেশ কয়েকটি বারোয়ারি দুর্গা পুজোর প্যাণ্ডেল থিমের ভাবনা স্বদেশকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম'-১৫০ বছর থেকে শুরু করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীর সাভারকর, নেতাজি সুভাষ বোস, রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে শহিদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, উল্লাসকর দত্ত, বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ভাবনাকে প্রকাশ করা হচ্ছে। সুরুচি সঙ্ঘে থিমে রয়েছে 'ভারত কেশরী'। সুরুচি সংঘের থিমে এবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গ ইতিহাসের পরতে পরতে যোগ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। রাজ্যে পালা বদলের পর বারবার নতুন বিজেপি সরকারের মুখে শোনা গিয়েছে দেশভাগের সময় বঙ্গরক্ষায় শ্যামা প্রসাদের অবদানের কথা। আর এবার বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের সঙ্গেও জুড়ে যাচ্ছে ভারতীয় জন সংঘের প্রতিষ্ঠাতার নাম। সুরুচি সংঘের এবার থিমভাবনায় এবার ফুটে উঠবে 'ভারত কেশরীর' ইতিকথা।

রাস্তায় আর নয়, এবার সমাজ মাধ্যমই প্রচারের একমাত্র হাতিয়ার হুমায়ুন কবীরের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের কথামতো এবার রাস্তা ছেড়ে সমাজ মাধ্যমের পাতাতেই রেজিনগর উপনির্বাচনের

জন্য ছেলের হয়ে প্রচার শুরু করে দিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে পুত্র গোলাম নবী আজাদের সমর্থনে মঙ্গলবার সকালে হুমায়ুন কবীর নিজের সমাজ মাধ্যমের পাতায় সকলের কাছে আবেদন রাখেন, আগামী ৬ তারিখ ইভিএম মেশিনের ৭ নম্বর বোতাম টিপে, আপনাদের অত্যন্ত চেনা ও পরিচিত প্রতীক 'টেবিল চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদের দলের প্রার্থী গোলাম নবি আজাদ (রবিন)-কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। গত দু'দিন আগে হুমায়ুন কবীর হঠাৎই ঘোষণা করেন, পুলিশের সন্ত্রাস এবং কর্মীদের নিরাপত্তা স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তিনি আর মাঠে নেমে ভোট প্রচার করবেন না। হুমায়ুনের অভিযোগ তাঁর দলের যে সমস্ত কর্মীরা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী গোলাম নবী আজাদের সমর্থনে রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় প্রচার করছেন তাঁদেরকে বেছে বেছে পুলিশ গ্রেপ্তার অথবা হয়রানি করছে। হুমায়ুন জানিয়ে দেন, কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থের কথাটি মাথায় রেখেই তিনি আর কাউকে নিয়ে রেজিনগর বিধানসভার রাস্তায় ভোট প্রচার করবেন না। গতকাল একটি মামলায় পুলিশি নোটিশ পালন করে হুমায়ুন কবীর বহরমপুর থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে হুমায়ুন কবীর রেজিনগরে ফিরে এসে দীর্ঘক্ষণ কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মঙ্গলবার সকালে হুমায়ুন নিজের সমাজ মাধ্যমের পাতায় পুত্র রবিনের হয়ে ভোট প্রচার শুরু করেছেন। সমাজ মাধ্যমের পাতায় হুমায়ুন কবীর লিখেছেন, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা এবং মানুষের সুখে-দু ঃখে পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা ময়দানে নেমেছি। আপনাদের একটি সঠিক সিদ্ধান্তই পারে রেজিনগরের আগামী দিনের ভবিষ্যত বদলে দিতে। আসুন, দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে হাত শক্ত করি এবং জয়ের এই পথকে সুগম করি। হুমায়ুন কবীর বলেন, গত ৯ সেপ্টেম্বর আমার পুত্র রবিন 'বাঁশি' প্রতীক চিহ্ন চেয়ে ফর্ম 'এ' এবং 'বি' মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা করেছিল। তখন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। এমনকি তামিলনাড়ুর যে রাজনৈতিক দল বর্তমানে বাঁশি চিহ্ন নিয়ে জয়ী হয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে তারাও আপত্তি জানায়নি। বাঁশি চিহ্ন নিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট ছাপিয়ে ফেলার পর হঠাৎই নির্বাচন কমিশন আমাদের প্রতীক বাতিল করে দিয়েছে। এখন নতুন করে আমাদেরকে ভোটারদের প্রতীক চেনাতে হচ্ছে। হুমায়ুন অভিযোগ করেন, আমি প্রচারে বার হলেই দলীয় কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। তাই আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সমাজ মাধ্যমে থাকব। আজ থেকেই আমি ছেলের হয়ে সমাজ মাধ্যমে প্রচার শুরু করেছি। এখন থেকে প্রতিদিনই আমি সমাজ মাধ্যমে দিনে একটা- দু'টো করে ভিডিও বার্তা অথবা নিজের বক্তব্য লিখে জানাবো। আমার সমাজ মাধ্যমে এই প্রচার আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। নির্বাচন কমিশনের যদি কোনও বাধা না থাকে তাহলে ৫ অক্টোবরও আমি সমাজ মাধ্যমে ছেলের হয়ে প্রচার চালাবো। নিজে সমাজ মাধ্যমের পাতায় প্রচার চালালেও ছেলে কী করবেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার হুমায়ুন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী রবিনের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। হুমায়ুন বলেন, আমার মনে হয় রবিনের উচিত আমার কথা শুনে চলা। তবে প্রার্থী হিসেবে তাঁর প্রত্যেক ভোটারের কাছে যাওয়া উচিত বলেও আমি মনে করি। সোমবারও রবিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রচার চালিয়েছে। তবে সূত্রের খবর, গতকাল রাতে নতুন করে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির তিন কর্মী গ্রেপ্তার হওয়ায় রবিনও এবার ময়দানে নেমে প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। রেজিনগর উপনির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী গোলাম নবী আজাদ বলেন, গতকাল আমি কাশিপুর এলাকায় প্রচার চালাচ্ছিলাম, সেই সময়ে পুলিশ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির যুব সেলের আহ্বায়ক সোহেল মন্ডল এবং গোপালপুর থেকে আমাদের দলের আরও এক ব্লক নেতা আনিসুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি পুরানো মামলায় শক্তিপুর থানার হাতে গতকাল রাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন কাফারুল শেখ নামে হুমায়ুনের দলের আরও এক নেতা। রবিন অভিযোগ করেন, প্রচারে বেরিয়ে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলালেই পুলিশ এসে তার ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে যারা প্রচার করছে তাঁরা সবাই একে একে গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারে বার হলেই যদি গ্রেপ্তার হয় তাহলে কি আর মাঠে থাকা যায়? আমিও নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছি।

বেআইনি গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও রিফিলিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, উদ্ধার ৪৭টি সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে বেআইনিভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখা এবং এক সিলিন্ডার থেকে অন্য সিলিন্ডারে গ্যাস স্থানান্তরিত (রিফিলিং) করার মারাত্মক অভিযোগ সামনে এলো। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং মহিষাদল থানার পুলিশ যৌথভাবে এক ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করে। মহিষাদলের কাপাসবেড়িয়া হাই রোডের কাছে অবস্থিত একটি দোকানে পরিচালিত এই বিশেষ অভিযানে মোট ৪৭টি বেআইনি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সিলিন্ডারগুলির মধ্যে ১৪.২ কেজি ক্ষমতার ২২টি ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডার, ১৫টি এইচপি গ্যাস সিলিন্ডার, ১৪.২ কেজি ক্ষমতার আরও পাঁচটি অন্যান্য সংস্থার সিলিন্ডার এবং ৫ কেজি ক্ষমতার পাঁচটি ছোট সিলিন্ডার রয়েছে। এর পাশাপাশি গ্যাস স্থানান্তরিত করার কাজে ব্যবহৃত একটি ওজন মাপার যন্ত্রও বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, উপযুক্ত ও বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে ওই দোকানে বিপুল পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে এক সিলিন্ডার থেকে অন্য সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিলিংয়ের অবৈধ কারবার চালানো হতো বলে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে মহিষাদল থানায় আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। বেআইনি এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ভোলবদলের প্রস্তুতি, ঘোষণা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের সার্বিক আধুনিকীকরণ ও ভোলবদলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকের পর রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন তথা কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বাজারের পরিকাঠামোগত সংস্কার সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। প্রায় ৫০ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই রেগুলেটেড মার্কেটের অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থা (ড্রেনেজ), প্রবেশ ও প্রস্থান পথ সম্প্রসারণ, পানীয় জলের জোগান এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটানো হবে। এর পাশাপাশি বাজার প্রাঙ্গণে আধুনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘর গড়ে তোলার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে দূর-দূরান্ত থেকে আসা কৃষক ও ট্রাক চালকদের বিশ্রামের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিনের বৈঠকে বাজারে পেঁয়াজ ও চিনির বর্তমান বাজারদর এবং জোগান নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, চলতি মাসের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রতি কেজি পেঁয়াজ প্রায় ৩৫ টাকা এবং চিনি ৫০ টাকা বা তার কম দামে বাজারে সহজলভ্য করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাজার চত্বরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ (সোলার এনার্জি) প্যানেল বসানো এবং সিএইচটিভি নিরাপত্তার বিশেষ পরিকল্পনা কার্যকর করার কাজও দ্রুত শুরু হবে।

সেবা সংকল্প অভিযান, বক্তৃতা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সেবা সংকল্প অভিযানের আওতায় '২৫ কোটি বাচ্চো কে সপ্নো কা ভারত' কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আজ, রাজ্যের সমস্ত উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে বক্তৃতা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে 'নমো সেবা-আনকহি কাহানিয়াঁ' কর্মসূচির অধীনে সংগীত ও নাট্য উপস্থাপনার আয়োজন করতেও রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। স্কুল শিক্ষা দফতরের যুগ্ম অধিকর্তার জারি করা এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, একাধিক স্কুল এখনও এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত নয়। তাই জেলার সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (ডিআই) অবিলম্বে প্রতিটি স্কুলে নির্দেশ পৌঁছে দিয়ে সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাবালিকা ধর্ষণে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ন'বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় শেখ সাকিব নামে এক যুবককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো কাকদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। মঙ্গলবার মামলার শুনানি শেষে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে অভিযুক্তকে। আইনজীবী দেবাশিস মিদ্দা জানান, ঘটনাটি ২০২২ সালের ৩ মার্চ রাতের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানা এলাকার একটি জায়গায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ন'বছরের ওই নাবালিকা। অভিযোগ, সেই সময় সাইকেলে করে যাওয়ার পথে শেখ সাকিব তাকে তার দাদুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। এরপর শিশুটিকে একটি নির্জন পান বরজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর অভিযুক্ত ওই নাবালিকাকে কাউকে কিছু জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় বলে ও অভিযোগ ওঠে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে সাগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে সাগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার পাশাপাশি সাক্ষীদের বক্তব্য নেয় এবং আদালতে চার্জশিট পেশ করে। এরপর শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। দীর্ঘ শুনানি চলাকালীন আদালতে সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষ্য পর্যালোচনার পর আদালত শেখ সাকিবকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে জরিমানারও নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই রায়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছে নির্যাতিতার পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও রায়কে ঘিরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের মতো গুরুতর অপরাধে আদালতের এই সাজা আইন অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই সামনে এসেছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় এবার দুর্গাপুজো, বাড়তি প্রতিমার বরাত পেয়ে ব্যস্ত জাহাননগরের শিল্পীরা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে হাতে আসা সরকারি আর্থিক সহায়তার টাকা জমিয়ে এবার নতুন করে দুর্গাপুজোর আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একাংশের মহিলা। আর সেই উদ্যোগেই বাড়তি প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়ে কার্যত নাওয়া- খাওয়া

ভুলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট থানার জাহাননগরের প্রতিমা শিল্পীরা। বাড়ির দুর্গাপুজোর জন্য প্রতিমা তৈরির সুযোগ পেয়ে শিল্পীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে উৎসাহ। তাঁদের কথায়, এমন অভিনব উদ্যোগের কারণে এবারের পুজোর মরশুমে কাজের চাপ অন্য বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না, কোন কোন পুজো কমিটি অনুদানের আওতায় আসবে-পুজোর প্রস্তুতির শুরুতে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সংশয় ছিল। পরবর্তীতে সরকারি ঘোষণা এবং মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তার পর সেই সংশয় অনেকটাই কাটে। এরই মধ্যে অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তার টাকা মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর পর নতুন করে দুর্গাপুজোর পরিকল্পনা করেন কয়েকটি এলাকার মহিলারা। সেই পুজোর জন্যই জাহাননগরের প্রতিমা শিল্পীদের কাছে পৌঁছেছে অতিরিক্ত বরাত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার পর অনেক মহিলা নিজেদের মতো করে সেই অর্থ কীভাবে কাজে লাগাবেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তাঁদেরই একাংশের মধ্যে নিজেদের এলাকায় দুর্গাপুজো করার ভাবনা তৈরি হয়। কয়েক মাসের টাকা জমিয়ে এবার প্রথমবারের মতো পুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। ফলে নতুন করে কয়েকটি প্রতিমা তৈরির বরাত এসেছে জাহাননগরের শিল্পীদের কাছে। জাহাননগরের প্রতিমা শিল্পী বিশ্বজিত পাল জানান, সাধারণত প্রতি বছর তিনি ১৬ থেকে ১৮টি দুর্গাপ্রতিমা তৈরির বরাত পান। কিন্তু এবছর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২-এ। অর্থাৎ বাড়তি চারটি প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, এই চারটি প্রতিমাই এমন কয়েকটি পুজোর জন্য, যেগুলি এবার প্রথমবারের মতো মহিলাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিশ্বজিত পাল বলেন, এর মধ্যে দুটি পুজো পূর্বস্থলীর দোগাছিয়া ও জামালপুর এলাকার। অন্য দুটি নদীয়া জেলার প্রাচীন মায়াপুর ও বাবলারি এলাকায়। কয়েক দিন আগে কয়েকজন মহিলা এসে প্রতিমা তৈরির বরাত দেওয়ার কথা জানান। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় আরও কয়েকজন মহিলা আসেন। তখনই জানতে পারি, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে তাঁরা এবার দুর্গাপুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, এলাকায় এতদিন পুজো না হওয়ায় আক্ষেপ ছিল। দুই -তিন মাসের টাকা জমিয়ে এবার তাঁরা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তিনি আরও জানান, নতুন করে চারটি প্রতিমার বরাত পাওয়ায় এবছর কাজের চাপ অনেকটাই বেড়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিমা তৈরি করে দিতে এখন দিন-রাত কাজ করতে হচ্ছে শিল্পীদের। কাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে মাটির কাজ, রং, সাজসজ্জা- প্রতিটি ধাপেই চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। আরেক প্রতিমা শিল্পী সমর পালও এবছর মহিলা পরিচালিত পুজোর জন্য প্রতিমা তৈরি করছেন। তিনি জানান, তাঁর কাছে বর্তমানে দুটি মহিলা পরিচালিত পুজোর প্রতিমা তৈরির বরাত রয়েছে। তাঁর কথায়, প্রথমদিকে সরকারি অনুদান পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে ক্লাবগুলির পাশাপাশি আমরাও চিন্তায় ছিলাম। একটি ক্লাব প্রতিমা তৈরির বরাত দেওয়ার পর পরে জানিয়েছিল, দুর্গাপুজোর পরিবর্তে তারা জগদ্ধাত্রী পুজো করবে। কিন্তু সরকারি অনুদান ঘোষণার পর ফের তারা দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কথা জানায়। এবার যতগুলি প্রতিমা তৈরি করতে পারব, সেই অনুযায়ী অর্ডার ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছি। তাই আর নতুন অর্ডার নিচ্ছি না। শিল্পীদের কথায়, এবছর সাবেকি ধাঁচের দুর্গাপ্রতিমার চাহিদাও রয়েছে ভালোই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন মহিলা পরিচালিত পুজোগুলির বরাত। ফলে পুজোর মুখে জাহাননগরের প্রতিমাপাড়ায় ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তা থেকে মহিলাদের নিজেদের উদ্যোগে নতুন করে পুজোর আয়োজনের এই ঘটনা স্থানীয়ভাবে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেছে। একদিকে যেমন মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে উৎসবের আয়োজন করছেন, অন্যদিকে তাঁদের সেই উদ্যোগের কারণে অতিরিক্ত কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে স্থানীয় প্রতিমা শিল্পীদের কাছেও। দুর্গাপুজোর আগে তাই জাহাননগরের শিল্পীদের কর্মব্যস্ততায় যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

ব্যাঙ্ককর্মী সেজে 'ক্রেডিট কার্ড' প্রতারণার অভিযোগ, শক্তিগড়ে গ্রেফতার ৩

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ফোনের ও-পারে কখনও 'ব্যাঙ্ককর্মী' কখনও আবার 'ক্রেডিট কার্ড বিভাগের আধিকারিক'। গ্রাহকের নামে বিশেষ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা রয়েছে বলে প্রলোভন দেখানো হত। কার্ড হাতে পৌঁছনোর পর 'অ্যাক্টিভেশন'-র অছিলায় সেটি নিয়ে নেওয়া এবং পরে সেই কার্ড ব্যবহার করে টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে শক্তিগড় থানার পুলিশ। ধৃতেরা হলেন দীপক ভট্টাচার্য্য (৩২), অজিতাভ দে (৩৯) এবং সালেহা খাতুন ওরফে সাবিনা (৩৩)। পুলিশ সূত্রে খবর, দুই পুরুষ অভিযুক্তের বাড়ি বর্ধমান এলাকায় এবং মহিলা অভিযুক্তের বাড়ি খণ্ডঘোষে। মঙ্গলবার তাদের প্রথমে বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানায় এবং পরে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি ক্রেডিট কার্ড উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্তেরা বিভিন্ন গ্রাহককে ফোন করে নিজেদের এসবিআইয়ের শাখা বা ক্রেডিট কার্ড বিভাগের কর্মী বলে পরিচয় দিতেন বলে অভিযোগ। গ্রাহককে কার্ড নিতে রাজি করানোর পর কার্ড হাতে পৌঁছলে 'অ্যাক্টিভেশন'-র নামে সেটি নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হত। পরে সেই কার্ড ব্যবহার করে টাকা তোলা হত বলে অভিযোগ। গ্রাহকের মোবাইলে লেনদেনের বার্তা পৌঁছানোর পরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। নিজেদের অজান্তে টাকা তোলা হয়েছে বুঝতে পেরে কয়েক জন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কত টাকা হাতানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত কত জন এই প্রতারণার শিকার এবং এই চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হলেও আদালত তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

জাল লটারি চক্রের পর্দাফাঁসঃ পুলিশের অভিযান, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পুরুলিয়ার হুটমুড়া বাজারে জাল লটারি টিকিটের অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। এদিন মঙ্গলবার DySP (DEB)-এর নেতৃত্বে মফঃ থানার পুলিশ দল যৌথভাবে ওই অঞ্চলের লটারির দোকানগুলিতে একটি বিশেষ অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মফঃ থানা এলাকার হুড়া রোডের ওপর অবস্থিত হুটমুড়া বাজারের দুটি লটারি দোকানে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই আচমকা হানা দেওয়া হয়। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন জাল ও অননুমোদিত লটারি টিকিট বিক্রি এবং অবৈধ কারবারের অভিযোগে দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন হুটমুড়া এলাকারই বাসিন্দা গোপীনাথ চৌধুরী এবং নবীন গড়াই। অভিযান চলাকালীন ধৃতদের হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন জাল টিকিট এবং লটারি বিক্রির নগদ অর্থ উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে উদ্ধার হওয়া টিকিটগুলির কোনো বৈধ উৎস বা সত্যতা সংক্রান্ত প্রামাণ্য নথি দেখাতে পারেননি ধৃতেরা। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই চক্রের মূল কারিগর কারা, কোথায় এই জাল টিকিট ছাপা হতো এবং এর পেছনে আর কাদের হাত রয়েছে- তা খুঁজে বার করতে পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। আজ বুধবার ধৃত দুই ব্যক্তি কে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্র থেকে জানা গেছে।

সান্দাকফু বেড়ানোর জন্যে পুনরায় প্রবেশ মূল্য চালু করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার দার্জিলিং এর সান্দাকফু বেড়ানোর জন্যে পুনরায় প্রবেশ মূল্য চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সংরক্ষিত সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান খুলে যাওয়ার পরে বন দপ্তর এখন থেকে সান্দাকফু ও ফালুট ভ্রমণের জন্যে ভারতীয় পর্যটকদের কাছ থেকে মাথাপিছু ২০০ ও বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে প্রবেশ মূল্য নেওয়া শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও প্রতিটি গাড়ির জন্যে আলাদাভাবে ৪৮০টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। তবে সান্দাকফুর নীচে মানেভঞ্জন থেকে টুমলিং বা টংলু পর্যন্ত পর্যটকদের মাথাপিছু ২০ টাকা করে প্রবেশ মূল্য দিতে হবে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য বিগত সরকার সংরক্ষিত জঙ্গলে ভ্রমনের জন্যে পর্যটকদের কাছ থেকে ফি আদায় স্থগিত রেখেছিল।

মাদারিহাটে দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ওভারটেক করতে গিয়ে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে মাদারিহাট থানা এলাকায় একটি বড় গাড়ি ও আরেকটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু'জন। মৃতদের মধ্যে ছোট গাড়িটির চালকও রয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক বড় গাড়িটির চালক ও খালাসি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিহার থেকে একটি ছোট গাড়ি অসমের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বড় গাড়ি পাশের অন্য একটি গাড়িকে দ্রুত গতিতে ওভারটেক করার চেষ্টা করে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বড় গাড়িটি ধাক্কা মারে উল্টোদিক থেকে আসা ছোট গাড়িটিকে। সংঘর্ষের অভিঘাতে ছোট গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ছোট গাড়িটির চালক- সহ মোট দু'জন। ঘাতক বড় গাড়িটির চালক ও খালাসি গাড়ি ফেলে চম্পট দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন থানায়। খবর পেয়ে পৌঁছায় মাদারিহাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

Office of the Block Development Officer
Arambagh Development Block
Arambagh:: Hooghly

E-Tender is invited vide NIT no. WB/HG/ARM/BDO/3/DAF/26-27 for various works described in detailed available on website: https://tenders.wb.gov.in by two cover system upto 13-00 hrs. dated on 26-09-2026.`

Sd/-
Block Development Officer,
Arambagh Development Block

NIMO-I GRAM PANCHAYAT

NIMO, PURBA BURDWAN
e-NIT No. (i) 21/Nimo-I/15th FC(untied)/2025-26 (ii) 22/ Nimo-I/15th FC(tied)/2025-26 dt-22/09/2026

E-tender is invited by the Executive Assistant, Nimo-I Gram Panchayat for "**Installation of Soler Sub-Mersible with Water Tank and Consturction of Concrete Road at 3(Three) different places**". Bid Submission End Date **29-September-2026 5:00 PM**. Bid Opening Date **01-October-2026 05:30 PM**. For details visit **https://etender.wb.nic.in**

Sd/- Executive Assistant
Nimo-I Gram Panchayat

মিউটিশন আবেদনকারী রায়তের নাম-
শ্রীমতি কল্যাণী মোদক
আমোক্তারনামা দাতাঃ- শ্রী পলক কুমার দাস, শ্রী পিনাক দাস, শ্রী প্রবীর কুমার দাস, শ্রীমতি ঘুমুর দাস, শ্রীমতি ঝুমুর দাস, শ্রী প্রণব দাস ওরফে প্রনব কুমার দাস।
ঠিকানাঃ- সমাজ পাড়া, ওয়ার্ড নাম্বার ৫, পোস্ট এবং জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন -৭৩৫১০১.
গ্রহীতাঃ- শ্রীমতি কল্যাণী মোদক
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ-
IV-19 (23.03.2009)
IV-885 (19.02.2009)
IV-15 (16.02.2009)
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ-
I - 934 (06.03.2009)
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরিউক্ত মিউটেশনের বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এর করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিলি সম্পত্তির বিবরণ পরিমাপ ও খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ-
পুলিশ স্টেশন জলপাইগুড়ি, মৌজা- খড়িয়া সিট 118, J.L.No 7, খতিয়ান নাম্বার 117, প্লট নাম্বার 126, জমির পরিমাণ 0.0311 একর।
(আদেশ নং ১০০০- I S ২২ / ২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ- শ্রীমতি কল্যাণী মোদক।
পিতা / স্বামীঃ- শ্রী অরুণ কুমার মোদক।
ঠিকানাঃ- সমাজ পাড়া, ওয়ার্ড নাম্বার ৫, পোস্ট এবং জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন -৭৩৫১০১

Chanditala-I Development Block
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 03-BDO/Ch-1/2026-27 dt: 11.09.26. E-Tender ID: 2026_ZPHD_5074144_1 to 2026_ZPHD_5074144_9**. For details Pl. contact with Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Development Block, Mashat, Hooghly.
Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly

Chanditala-I Development Block
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 01-BDO/Ch-1/2026-27 dt: 21.09.26. E-Tender ID: 2026_ZPHD_5074191_1**. For details Pl. contact with Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Development Block, Mashat, Hooghly.
Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly

TENDER NOTICE

NIeT No. :- 01/BDO/PUN/2026-27, Date:-22.09.2026

E-Tender for 09 scheme is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors. Tender Documents download, Bid submission and other details will be available at http://tenders.wb.gov.in portal from **22.09.2026, 06.00 pm.**

Sd/- Block Development Officer
Puncha Development Block
Memo no- 28/ADV/ ICA/ PURU Dt. 22/09/2026

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজু মন্ডল, পিতা- কাঁর্তিক চন্দ্র মন্ডল, সাং- ডোমজুড়, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, শ্রী বিশ্বনাথ পাঁজা, পিতা- চঁরণচন্দ্র পাঁজা ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সুশান্ত মন্ডল এর নিকট হইতে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-0585/26 নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জেলা-হাওড়া, থানা- ডোমজুড়, মৌজা- ডোমজুড়, জে.এল.৩৩ নম্বরভুক্ত এল.আর. ৯৩১৩ খতিয়ানে এল.আর. ৫৯১৯ নং দাগে ১.৬৫ শতক সম্পত্তি A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-3795/26 নম্বর দলিল বলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B.L & L.R.O ডোমজুড় অফিসে আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুলেখা বটব্যাল, স্বামী- শান্তনু বটব্যাল, সাং- বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া। শ্রী পাঁচু বি পাঁজা ওরফে পাঁচু পাঁজা, পিতা- বিশ্বনাথ পাঁজা, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার কবিতা দাস এর নিকট হইতে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-0586/26 নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জেলা- হাওড়া, থানা- ডোমজুড়, মৌজা- ডোমজুড়, জে.এল.৩৩ ভুক্ত হাল এল.আর. ১০৫৪২ নং খতিয়ানে হাল ৫৯১৮ নং দাগে ২.১৫ শতক সম্পত্তি D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-3281/26 নম্বর দলিল বলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B.L & L.R.O ডোমজুড় অফিসে আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে

বাতিল

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/টিআর-I, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস.রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নং.ঃ** ডব্লু২_৬২৩_১২_১০_এইচডব্লুএইচ_২০২৬-২৭ (ওপেন টেন্ডার)। **কাজের নামঃ** শাখাগত গতি ১৩০ কিমি প্রতি ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে খানা-বনিডাঙ্গা শাখায় সেফ্‌টি ফেন্সিংয়ের প্রয়োজন। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। কারিগরী কারণে সংশ্লিষ্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **বাতিল** করা হল। MISC-196/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র ইস্ট সেকশনে (ব্লু লাইন) শহীদ ক্ষুদিরাম-এ রেল ও ইটের গাঁথনির ক্ষতিগ্রস্ত বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে, প্রবেশদ্বারের সিঁড়ি (২ নং গেট) থেকে কবি নজরুল অভিমুখে টালি নালা বরাবর শিট পাইল সরবরাহ ও স্থাপন এবং ভরাট করা মাটি ইত্যাদি ধরে রাখার জন্য রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, দেওয়ালের ওপর ফেন্সিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯৬,৫২,১০২.৩৩ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৯৩,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৯ (নয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.১০.২০২৬, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/ পরিবর্তন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৬০২-২০২৬(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Jagatballavpur -II Gram Panchayet

TENDER NOTICE

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender- NIT MEMO No. JBPUR-II/893/2026, Date: 11/09/2026, Last Date of Tender droping: 29/09/2026, Time: 1.00pm, For Details Contact: https://tenders.wb.gov.in/

Sd/-Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

ই-টেন্ডার নং.ঃ E-112-26-TADK-TSK, তারিখঃ 04.09.2026-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০১

ই-টেন্ডার নং. E-112-26-TADK-TSK-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

আইটেম

পিএল কোড	ফিল্ড-এর নাম	বিদ্যমান মূল্য	সংশোধিত মূল্য
NSTADK01	আইটেম বিবরণ	তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টি এ ডি কে -এ র পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট-এর নিযুক্তি।	তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টি এ ডি কে -এ র পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট -এর নিযুক্তি।
NSTADK01	পরিমাপের ইউনিট	সংখ্যা	ম্যান-মান্থ

প্রেরক

ফিল্ড-এর নাম	বিদ্যমান মূল্য	সংশোধিত মূল্য
পরিমাণ	২১	৫০৪.০০

বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার /ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড
পঞ্চম তল, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

আমি, **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড** (অতঃপর USFBL হিসেবে অভিহিত)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস-দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬-এ অবস্থিত-'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলাম। উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতাদের (যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের** দাবির (চার্জের) সাপেক্ষে গণ্য হবে-যার পরিমাণ ও প্রযোজ্য সুদ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং.	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ	দাবি নোটিশের তারিখ ও পরিমাণ	দখল গ্রহণের তারিখ
১.	ঋণ হিসাব নং. USFB511MSME000007684 ১. সরকার স্টোরস (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্বকারীঃ গৌতম সরকার ২. গৌতম সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৩. অমিতাভ সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৪. পিয়ালী সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) ক্রমিক নং ১-এর জন্য ঠিকানাঃ নিউ আপার চেলিডাঙা, পশ্চিম বর্ধমান, কোর্ট মার্কেট, বারাবনি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪। এছাড়াও-তৌজি নং ১১৯, জে.আই. নং ২০, মৌজাঃআসানসোল পৌরসভা, থানাঃ আসানসোল, সি.এস. খতিয়ান নং ২০২, ২০৩, ২০৮, ২০৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৮৩৫, সি.এস. দাগ নং ১১০, আর.এস. দাগ নং ২৬২১, ৪৬৪, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪। ক্রম নং ২ ও ৩ ঃএসও শান্তি রঞ্জন সরকার, শিব মন্দির, নিউ আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল (এম কর্পোরেশন), পশ্চিম বর্ধমান, শিব মন্দির, পশ্চিম বেঙ্গল বারাবনি পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪. ক্রমিক নং ৪ -এর জন্য ঠিকানাঃ এসও শান্তি রঞ্জন সরকার, শিব মন্দির, নতুন আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল (এম কর্পোরেশন), পশ্চিম বর্ধমান, শিব মন্দির, পশ্চিমবঙ্গ।	পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত, আসানসোল এস.আর. অফিসের আওতাধীন, আসানসোল পৌরসভা মৌজায় অবস্থিত (তৌজি নং ১৯, জে.এল. নং ২০) প্রায় ২ কাঠা আয়তনের জমি ও তার ওপর নির্মিত কাঠামো-যার বিবরণ নিম্নরূপঃ সি.এস. খতিয়ান নং ২০২, ২০৩, ২০৮, ২০৯ আর.এস. খতিয়ান নং ৪৮৩৫ সি.এস. দাগ নং ১১০ আর.এস. দাগ নং ২৬২১ ও ৪৬৪ মোট জমির পরিমাণ ২ কাঠা অবস্থানঃ আসানসোল পৌরসভা এলাকা, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্বে-বিক্রেতার (চণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) জমি পশ্চিমে-রাস্তা উত্তরে-ফাঁকা জমি দক্ষিণে-দিলীপ মণ্ডলের জমি।	**০৭.০৩.২০২৬ তারিখে ৩৭,২২,২৭৭.০০ টাকা (শুধুমাত্র সাইত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার দুইশ সাতাশ টাকা) - ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী।**	১৮।০৯।২০২৬

স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ- ২৩।০৯।২০২৬

স্বা /-
অথোরাইজড অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক অভিযান

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ যাত্রী এবং রেলকর্মী উভয়ের জন্যই বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং উচ্চমানের খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল তার সমগ্র জুড়ে একটি ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। স্বাস্থ্যবিধির উচ্চ মান বজায় রাখা এবং বিশুদ্ধ জল সরবরাহের প্রতি পূর্ব রেলের অবিচল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, পূর্ব রেলের অন্যান্য ডিভিশনের মতো আসানসোল ডিভিশনেও সমস্ত জলের উৎসের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধকরণ এবং খাদ্যের মান ঠিক রাখতে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, আসানসোল ডিভিশনের সমস্ত ওভারহেড (ওএইচ), আন্ডারগ্রাউন্ড (ইউজি), এবং পিভিসি জলের স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলির লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পুরোদমে চলছে। এই অভিযানে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করে, আসানসোল ডিভিশনের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা ৫৪০টি জলের স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই সফলভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। গুণমান এবং

নির্দেশিকাগুলির কঠোর প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য, সঠিক পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং প্রামাণ্য নথি হিসেবে জিওট্যাগ করা ছবিগুলি মাধ্যমে তা যাচাই করা হচ্ছে। পূর্ব রেল প্রশাসন আসন্ন ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজগুলির সময়সূচির ওপর কড়া নজর রাখছে, কাজ ত্বরান্বিত করছে এবং এর গতি আরও দ্রুত করার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সম্মানিত যাত্রীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আসানসোল ডিভিশন উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছে। সম্মানিত যাত্রী এবং নিবেদিতপ্রাণ রেলকর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ, পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ পরিবেশ প্রদান করতে পূর্ব রেল তার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে।

সাবান-শ্যাম্পু-টুথপেস্টে এবারই কি জানা যাবে 'আমিষ না 'নিরামিষ

২২ সেপ্টেম্বর ঃ সাবান-শ্যাম্পু-টুথপেস্টে এবারই কি জানা যাবে 'আমিষ না 'নিরামিষ নয়া নিয়মে আপনি হয়তো নিরামিষভোজী। কিন্তু প্রতিদিন ব্যবহার করা সাবান, শ্যাম্পু বা টুথপেস্টে ব্যবহৃত উপাদানের উৎস কী, তা সবসময় সহজে বোঝার উপায় থাকে না। এবার সেই তথ্য প্যাকেটের গায়েই স্পষ্ট করে জানানোর ব্যবস্থা করল কেন্দ্র। নতুন নিয়মে সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, অন্যান্য প্রসাধনী এবং টয়লেট্রিজের প্যাকেজিংয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি নিরামিষ না আমিষ, তা নির্দিষ্ট রঙের বিন্দুর মাধ্যমে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন আইনি পরিমাপ সংক্রান্ত বিধিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। 'Metrology (Packaged Commodities) Fourth Amendment Rules, 2026' নামে ২১ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। গেজেট অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকেই সংশোধিত নিয়ম কার্যকর হয়েছে। ÿGazette Trackerনতুন বিধিতে Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011-এর Rule ৬-এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, অন্যান্য প্রসাধনী এবং টয়লেট্রিজের ক্ষেত্রে পণ্যের নিরামিষ বা আমিষ উৎস বোঝাতে নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। এই চিহ্ন রাখতে হবে প্যাকেটের প্রধান প্রদর্শনযোগ্য অংশের উপরের দিকে, যাতে ক্রেতার চোখে সহজেই পড়ে। গুনিয়ম অনুযায়ী, নিরামিষ উৎসের পণ্যের জন্য থাকবে সবুজ বিন্দু। অন্যদিকে আমিষ উৎসের পণ্যের ক্ষেত্রে থাকবে লাল অথবা বাদামি বিন্দু। ফলে কোনও পণ্য কেনার আগে তার প্যাকেটের এই চিহ্ন দেখে ক্রেতা বুঝতে পারবেন, সেটি নিরামিষ না আমিষ উৎসের। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই নিয়মটি শুধুমাত্র খাবারের ক্ষেত্রে নয়। সংশোধিত বিধিতে স্পষ্টভাবে সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, অন্যান্য প্রসাধনী এবং টয়লেট্রিজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এবার বিজেপির টিকিটে লড়তে চলেছেন

১-র পাতার পর-কোয়েলের। গত ১৬ জুলাই রাজ্যসভা সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। এর আগে কোয়েলের রাজ্যসভা থেকে ইস্তফার পরই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। পদত্যাগের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। তারপরই তাঁর বিজেপিতে যোগের জল্পনা তৈরি হয়। এবার সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নিজেই ছেড়ে যাওয়া আসনে বিজেপির টিকিটে ফের লড়তে পারেন কোয়েল। যদিও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। ফলে বিজেপি শেষ পর্যন্ত কাকে প্রার্থী করে, সেদিকেই নজর থাকবে। রাজ্যে পালাবদলের পর রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক। তৃণমূল ছেড়েছেন তাঁরা। পরে বিজেপিতে যোগ দেন। রাজ্যসভায় তাঁদের ছেড়ে যাওয়া আসনে আবার তাঁদেরই টিকিট দেয় বিজেপি। এবার একই ছবি দেখা যেতে পারে কোয়েলের ক্ষেত্রেও। সূত্রের দাবি, সুখেন্দুশেখরদের মতোই নিজের ছেড়ে যাওয়া আসনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে পারেন কোয়েল তথা রুক্মিণী মল্লিক।

'মমতার লড়াইকে

১-র পাতার পর-রাজনীতিতে দম্ভ মানুষ গ্রহণ করে না, এটাও আমাদের কাছে একটা শিক্ষা। অগ্নিমিত্রা বলেন, ''আমরা অনেক সময়েই বক্তব্য রাখার সময়ে বলেছি, অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি সত্যি হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। এটা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। ঔদ্ধত্য, নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করা, মানুষকে সম্মান না দেওয়া- তার পরিণাম কী হতে পারে, শেখার আছে।'' আর সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের পক্ষে নেন তিনি। বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো লড়াই করেছিলেন, সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আজকে যাঁরা তাঁর হাত ছেড়ে দিলেন, এটাও কিন্তু একটা শিক্ষা। কারণ লয়্যালটি কোথায় গেল রাজনীতিতে?

'মহিলাদের দিকে কেউ আঙুল

১-র পাতার পর-কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এখনও পর্যন্ত কোনো নিউরোলজিস্ট নেই, ক্যাথল্যাব নেই। তিনি বলেন, পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আসাম থেকে কোন অবৈধ কয়লা বা সুপারি এরাজ্যে আসবেনা। কোন উপভোক্তার কাছ থেকে কেউ টাকা তুললে তাকে জেলে যেতে হবে। রাজ্যে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশকে এদিন ফের বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষায় সরকার যে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে, তা পরিষ্কার করে দিয়ে তিনি সাফ জানান, মহিলাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালে বা আঙুল তুললে সেই আঙুল ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে পুলিশকেই। পকসো সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশকে কড়া হাতে পদক্ষেপ করার স্পষ্ট ছাড়পত্র দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

টুলু মণ্ডলের রক্ষাকবচ খারিজ করল

১-র পাতার পর- রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য। রাজ্যের আইনজীবীর সওয়াল, ''রিপোর্ট পড়ে দেখুন কেন জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া হয়েছে।'' মামলাকারীর আইনজীবীর সিদ্ধার্থ দাভের সওয়াল, ''উনি কি জেনে গিয়েছেন যে ৩০ জুলাই ২৬ এফআইআর হবে? কেন পালানো বলা হচ্ছে? ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে আপত্তি নেই। তবে রক্ষাকবচ দিতে হবে।'' এ দিনের মামলায় উঠে আসে দাউদ ইব্রাহিমের প্রসঙ্গ। কোর্ট বলে, যেখানে সন্দেহ করা হচ্ছে দেশের বাইরে চলে গেছে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা যায়।

কলেজ পরিচালন সমিতিতে

১-র পাতার পর-করতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে সভাপতিদের জন্য একটি কড়া লক্ষ্মণরেখাও টেনে দিয়েছে দল। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, (১) আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠলে তার দায় কোনওভাবেই এড়ানো যাবে না। (২) ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করা বা কলেজ ফান্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (৩) কোরাম ছাড়া কোনও সভা করা যাবে না এবং একক সিদ্ধান্তে কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। (৪) বেআইনি নিয়োগ, অডিট বা পিএফ-এর কাজে গড়িমসি এবং সরকারি নির্দেশ অমান্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। (৫) কলেজের অ্যাকাডেমিক বা পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিষয়ে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না। (৬) কোনওভাবেই ছাত্রছাত্রী বা কর্মীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলবে না। সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়াও বর্জনীয়। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, একজন সভাপতির প্রাথমিক কাজই হল কলেজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনা।

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে স্পষ্ট

১-র পাতার পর-প্রাথমিক সম্মতি জানিয়ে বেঞ্চের অন্যতম সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, ''একেবারে যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিটি নোটিস পাঠানো হচ্ছে। সমস্ত সম্ভাবনা বলছে, এগুলি যন্ত্র বা সফটওয়্যার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি নোটিস।'' একই সুর মিলিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কমিশনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ''এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বিষয়টির ব্যাখ্যা আপনাদের আরও একটু স্পষ্টভাবে দিতে হবে।'' আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ প্রশ্ন তোলেন, যে সকল ভোটার ইতিপূর্বে গণনা সংক্রান্ত ফর্ম জমা দিয়েছেন এবং বয়স ও বাসস্থানের উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করেছেন, তাঁদের আবার নতুন করে নথিপত্র দেখানোর নামে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন? জবাবে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, বিপুল পরিযায়ী জনসংখ্যার কারণে দিল্লির ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক অবস্থান কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। অন্য এক মামলাকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল একটি সমস্যার কথা তুলে ধরে প্রশ্ন তোলেন, বুথ লেভেল অফিসাররা কি আদৌ দিল্লির একাধিক বহুতল ভবনের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছচ্ছেন? সিব্বলের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী কিছুটা হালকা চালে বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় দিল্লির এই কাজটি সামলানো অনেক সহজ, কারণ সেখানে (পশ্চিমবঙ্গে) এই ধরণের মহড়া চালানো আরও কঠিন ছিল।''

করোনাকালে সরকারি হাসপাতালের

১-র পাতার পর-সরকার স্বাস্থ্য খাতে দেশে মোট ৮,৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল ৮২৯ কোটি টাকা। সেই বিপুল আর্থিক বরাদ্দের একটি বড় অংশই এই প্রকল্পের পরিকাঠামো নির্মাণে খরচ হয়েছিল। এই অপচয় ও তছরুপের ঘটনায় কড়া জবাবদিহি চেয়েছে প্রশাসন। যে যে কেন্দ্রে সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্বে মেডিক্যাল অফিসার, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ), কমিউনিটি হেলথ অফিসার বা নার্সরা ছিলেন-তাঁদের সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে। উধাও হওয়া সরঞ্জামের আনুমানিক মূল্য হিসেব করে সংশ্লিষ্ট দায়ীদের বেতন থেকে তা কেটে নেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তফসিল ২, ফর্ম বি
সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি
(দেউলিয়া ও দেউলিয়া-জনিত ঋণ পরিশোধ অক্ষমতা (অবসায়ন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ১২)
রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
-এর অংশীজনদের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট দেনাদারের নিগমকরণের তারিখ	১২ই ডিসেম্বর, ২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট দেনাদার নিগমিতনিবন্ধিত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট পরিচিতি নম্বর / সীমিত দায়বদ্ধতা পরিচিতি নম্বর	U45400WB2007PTC121020
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবংপ্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	১০৩এ, সি. আই. টি. রোড, দ্বিতীয় তল, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৪।
৬.	দেউলিয়াত্ব নিরসন প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬
৭.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবসায়ন শুরুর তারিখ	১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬
৮.	অবসায়ক-এর নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং নিবন্ধন নম্বর	নাম - অনিল কুমার মুরারকা **ঠিকানা** - 'ডায়মন্ড প্রেস্টিজ' ৪১-এ এ.জে.সি. বোস রোড, ৩য় তলা, সুইট নং ৩০, কলকাতা- ৭০০ ০১৭ **ইমেল**-ANILMURARKA@GMAIL.COM **টেলিফোন নম্বর** - ৯৮৩০০৫১৩০৪ **নিবন্ধন নম্বর**-IBBIIPA-002IP-N010812021-202213630
৯.	দাবি পেশ করার শেষ তারিখ	২৮ অক্টোবর, ২০২৬

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা) ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে '**রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড**'-এর অবসায়ন প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।'রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন ২৮শে অক্টোবর, ২০২৬ বা তার আগে ৮ নম্বর আইটেমে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটর-এর কাছে তাদের দাবির সপক্ষে প্রমাণাদি জমা দেন। আর্থিক ঋণদাতাদের অবশ্যই শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের দাবির প্রমাণাদি জমা দিতে হবে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ সশরীরে, ডাকযোগে অথবা ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের দাবির প্রমাণাদি জমা দিতে পারেন।দাবির সপক্ষে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণাদি জমা দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত ।-
অনিল কুমার মুরারকা
(লিকুইডেটর)

তারিখঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

NAME CHANGE

I, Aatiul Rahaman (Old Name) S/O–Abujal Sekh resident of Bathanpara , Gobindapur , Majhira , Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Aatiul Rahaman to Atul Rahaman and henceforth I shall be known as Atul Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/09/2026 . My name Atul Rahaman & Aatiul Rahaman both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Kalpana Barman, W/O. Manik Roy , Residing at Vill. & P.O. Putimari, P.S. Dinhata, Dist. Coochbehar, Pin Code.736135 .That in my Full, Good and Correct name is Kalpana Barman, Which is recorded in my Bank Passbook and my Madhyamik Pass Certificate.That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2005 0919952, Wherein my name has been recorded as Kalpana Barman Roy. That Said Kalpana Barman and Kalpana Barman Roy, is one and same identical person. Vide affidavit SL No. 06, Date. 16/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Abdul Hakim, S/O Late. Hosein Mondal, Vill: Jeshtha, PS: Nalhati, Birbhum, resident of WB. My and my father's correct name is Abdul Hakim, S/O Late. Hosein Mondal. But my old voter card has Abdul Hakim, S/O Hosein written on it. My new voter card has Abdil Hakim Mondal, S/O Hossain Mondal written on it. My name is Abdul Hakim Mandal written on it in my Aadhaar card. I declare vide Affidavit No. 784 of the 3rd Court of Ld Judicial Magistrate, Rampurhat dated 28.08.2026, Abdul Hakim, S/O Hosein Mondal and Abdul Hakim, S/O Hosein and Abdil Hakim Mondal, S/O Hossain Mondal and Abdul Hakim Mandal, S/O Hossain Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Razzak Ali Biswas (Old Name) S/O–Md Reajuddin Biswas resident of Vill -Bhatgachhi , Po-Ranabanda, Ps-Chapra, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Md Razzak Ali Biswas to Razzak Ali Biswas and henceforth I shall be known as Razzak Ali Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/09/2026 . My name Razzak Ali Biswas & Md Razzak Ali Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ujjwal Biswas my father's (Old Name) Subodh Biswas resident of Vill-Khanjipur , PO-Gopalpur , PS-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my father's name from Subodh Biswas to Subodh Chandra Biswas and henceforth my father's name shall be known as Subodh Chandra Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My father's name Subodh Chandra Biswas & Subodh Biswas both are same and one identical person.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়
৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১,ফোন নং ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮

০৯.১০.২০২৬ তারিখে মেগা ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে

ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৮ ও ৯ নং বিধির সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত কর্মকর্তা ঋণগ্রহীতাদের বরাবর দাবি-সংবলিত নোটিশ জারি করেছিলেন এবং নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন সেহেতু, উক্ত আইনের ৮ নং বিধির উপ-বিধি ৫ ও ৬-এর অধীনে অনুমোদিত কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে ই-নিলামের মাধ্যমে প্রস্তাব আহ্বান করছেন। সর্বসাধারণ এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এ বর্ণিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে নিচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলোর বিক্রয়ের জন্য 'সারফেসি' আইনের অধীনে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে।

শাখার নামসহ ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ প্রাপ্য অর্থ(টাকায়)	বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং তারিখ দখল	সংরক্ষিত মূল্য(টাকায়) ও বায়না বা জামানতঅর্থ (ইএমডি, টাকায়)
বেলিয়াঘাটা শাখাটেলিফোন নম্বরঃ ৯১৭৪৩৯০৬৮৮০০ অ্যাকাউন্টের নামঃ মিঃ কাইলিক সেন গ্যারান্টার ঃ মিঃ রাজশ্রী সেন যোগ করুনঃ ভিল- কপিলেশ্বর, পো- বড়জাগুলি, নদীয়া, ডব্লু বি ৭৪১২২১	বারাসত পৌরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট'-এর দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত প্রায় ৭৫৫ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) আয়তনের একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সমতুল্য অংশ ফ্ল্যাটটিতে ৩টি শোবার ঘর, ১টি ড্রয়িং রুম, ২টি রান্নাঘর, ২টি বারাঃদা ও ২টি শৌচাগার রয়েছে। সম্পত্তিটির অবস্থান মৌজা- ভাটরা, হোল্ডিং নং- ১১৫১, আরবিসি রোড, মিলনপল্লী (ক্ষুদিরাম কলোনি)-তে এর আরএস দাগ নং- ৪২০ ও ২২৪, সিএস খতিয়ান নং- ১৩, আরএস খতিয়ান নং- ৪০০১১, জেএল নং- ৩৮ এবং তৌজি নং- ১৪৬ থানা- বারাসত, কলকাতা-৭০০০২৪।	২২,১৬,১৫৫.৯৪ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী সুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জসহ	০২.০১.২০২৪ ও ১৮.০৩.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	১৮,৬৮,০০০ টাকা ও ১,৮৬,৮০০ টাকা
ভাঙ্গোর বিজয়গঞ্জ শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯৯৫৮৬১৬৭০৬ অ্যাকাউন্টের নামঃ মিঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ গ্যারান্টরঃ মিঃ গৌরব বিশ্বাস যোগ করুনঃ ভিল পানপুকুর, পোঃ ভাঙ্গোর বিজয়গঞ্জ, ডব্লুবি ৭৪৩৫০২	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাশীপুর থানার অন্তর্গত ভোগালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানাপুকুর মৌজায় (জেএল নং ৯) অবস্থিত একটি দোতলা আবাসিক বা।ি এবং তসংলগ্ন বাস্তু জমি-যার মধ্যে দাগ নং ৮৯৮ ও ১১০৩ খতিয়ান (বর্তমানে এলআর খতিয়ান ২২০০) এবং একই খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৯০১-এর জমি মিলিয়ে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৩.৩৪ ডেসিমেল বা ২ কাঠা (কম-বেশি)-এবং উক্ত জমিতে অবস্থিত একটি একতলা আবাসিক ভবনসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তির সমতুল্য বন্ধক (EQM)। উল্লেখ্য, দোতলা বাড়িটির নিচতলা ও প্রথম তলার মোট প্লিন্থ এরিয়া বা ভিত্তিতলের আয়তন প্রায় ৭০৮ বর্গফুট।	৮,৭২,১৭৯.৯২ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ীঅতিরিক্ত সুদ ও চার্জসহসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	১৭.০৪.২০১৯ ও ২০.০৯.২০২২ (প্রতীকীদখল)	১৪,৪৫,০০০ টাকা ও ১,৪৪,৫০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১ ৯১২৩৩২০৯৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী দীপক চন্দ্র বিশ্বাস সহ-ঋণগ্রহীতাঃ মিসেস পম্পা বিশ্বাস যোগ করুনঃ ত্রিপুরা সুন্দরী রোড, বড়াল, রাজপুর সোনারপুর (এম), দক্ষিন ২৪ পরগনা, ডব্লুবি-৭০০১৫৪	ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক ক৩-তে অবস্থিত (ঠিকানাঃ হোল্ডিং নং ১১৬, ওয়ার্ড নং ১, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, মোল্লাপাড়া রোড থানাঃ বারাসত-বর্তমানে মধ্যমগ্রাম জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা-৭০০০২৫) একটি জি২ তলা বিশিষ্ট ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ১০১ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এলাকা ৩২০ বর্গফুট)-এর সমতুল্য অংশ (EQM)।	৯,৯৯,৯২০.৮০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ীঅতিরিক্ত সুদ ও চার্জসহ সুদ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে	২২.০৭.২০২৪ থেকে ০৯.০১.২০২৬ (শারীরিক)	৯,০৩,০০০ টাকা ও ৯০,৩০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯১২৩৩২০৯৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ মিঃ পলাশ রথ যোগ করুনঃ ৪৪১, কবি মধুসূদন দত্ত রোড,দুর্গাবাড়ি, কলকাতা- ৭০০০২৮	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কলকাতা-৭০০১২৫-এর অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া রোডে (থানাঃবারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম) অবস্থিত 'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ ১-এ অবস্থিত জি২ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৩২০ বর্গফুট বিল্ট-আপ আয়তনের ৭৪ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের সমতুল্য অংশ (EQM)।	১০,১৭,৮৫৬.০০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ অনুযায়ীঅতিরিক্তসুদ ও অন্যান্য খরচ সুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	১০.১২.২০২৪ থেকে ০৯.০১.২০২৬ (সশরীরে দখল)	৯,০৩,০০০ টাকা ও ৯০,৩০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯১২৩৩২০৯৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ মিঃ শিবশঙ্কর হায়দার যোগ করুন ঃ মরিয়মপাড়া, বেগোপাড়া, দয়াবাড়ি, নদীয়া, পিন-৭৪১২৫৬	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ০১ নং ওয়ার্ডের পৌর সীমার মধ্যে, মোলাপাড়া মসজিদ এবং সরস্বতী প্রেস ইউনিট-২ এর নিকটবর্তী, মোলাপাড়া রোড, পোঃ কাজিপাড়া, থানা- ১১৬, মধ্যমগ্রাম (পূর্বতন বারাসাত), কলকাতা-৭০০১২৫-এ অবস্থিত, মোলাপাড়া মসজিদ এবং সরস্বতী প্রেস ইউনিট-২ এর নিকটবর্তী তিনতলা ভবনব্লক- এ৩ এর নিচতলার পশ্চিম দিকের মাঝখানে অবস্থিত ১০২ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের (কমবেশি) ইকিউএম (EQM), যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট এবং যা সাধারণত ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স নামে পরিচিত।	৯,১৭,৮০০.০০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ীসাথে অতিরিক্তসুদ ও সুদ গণনা বন্ধ হওয়ারতারিখ থেকে কার্যকর	২২.০৭.২০২৪ থেকে ০৯.০১.২০২৬ (দখল)	৯,০৩,০০০ টাকা ও ৯০,৩০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১ ৯১২৩৩ ২০৯৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী অতনু চক্রবর্তী জামিনদারঃ শ্রীমতী শিখা চক্রবর্তী ঠিকানাঃ ঐশ্বর্য অ্যাপার্টমেট , ফ্ল্যাট নং ২বি, পুলিয়া পল্লী, কলকাতা - ৭০০ ০৮১, পশ্চিমবঙ্গ	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কলকাতা-৭০০০২৫-এর অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া রোডে (থানাঃ বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম) অবস্থিত 'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ৩-তে অবস্থিত জি২ তলা বিশিষ্ট ভবনের নিচতলায় ১০৪ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এলাকা ৩২০ বর্গফুট)-এর সমতুল্য অংশ (EQM)।	৯,৮৬,৭৭৭.৯৬ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ীঅতিরিক্ত সুদ ও চার্জসহসুদ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে	২২.০৭.২০২৪ থেকে ১২.১২.২০২৫ (শারীরিক)	৯,০৩,০০০ টাকা ও ৯০,৩০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯১২৩৩২০৯৭২ অ্যাকাউটের নামঃ মিঃ রণেশ বিশ্বাস ঠিকানাঃ ৩১, দক্ষিণ পানসিলা, জেএন অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০১১২	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (কলকাতা-৭০০১২৫) মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া রোডে অবস্থিত 'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ১-এ অবস্থিত জি২ তলা বিশিষ্ট একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৫২ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এলাকা ৩২০ বর্গফুট)-এর সমতুল্য অংশ। (থানা বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম হোল্ডিং নম্বরঃ ১১৬)।	৯,৯৯,৮৭০.০০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ অনুযায়ীঅতিরিক্ত সুদ ও হসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	২২.০৭.২০২৪ থেকে ১২.১২.২০২৫ (সশরীরেদখল)	৯,০৩,০০০ টাকা ও ৯০,৩০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১ ৯১২৩৩ ২০৯৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী শ্যাম সর্দার ঠিকানাঃবিএল মুখার্জি রোড, নিমতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪৯	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কলকাতা-৭০০১২৫-এর অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া রোডে (থানাঃ বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম) অবস্থিত 'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ২-তে অবস্থিত জি২ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৩২০ বর্গফুট বিল্ট-আপ আয়তনের ৬৮ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটটির সমতুল্য মালিকানা স্বত্ব (EQM)।	১০,১৯,১২৫.৮০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ অনুযায়ী সুদ ও অন্যান্য খরচসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	১৩.০৮.২০২৪ থেকে ০৩.০৬.২০২৬ (সশরীরেদখল)	৯,০৩,০০০ টাকা ও ৯০,৩০০ টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯১২৩৩২০৯৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ মিঃ বিজয় শ্রীবাস্তব যোগ করুনঃ রামজিসিং খাতাল, হাওড়া, ডব্লুবি- ৭১১২২৭	বালি জিপি (Bally GP)-এর আওতাধীন হাওড়া জেলার নিশ্চিন্দা থানা ও সপুইপাড়া পোস্ট অফিস এলাকার অন্তর্গত-শান্তিতলা, মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১, আরএস খতিয়ান নং ৮৭১১, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬ এবং এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯৪৭, ৫৪৯৪৮ ও ৫৪৯৪৯-এ অবস্থিত মা আনঃদময়ী অ্যাপার্টমেন্ট নামক পাঁচ-তলা (০৪) আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত ৩০৭ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (কার্পেট এরিয়া ৫৩২ বর্গফুট, কম-বেশি)।	১৫,৫৮,১৬২.৫০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	০৪.০৭.২০২৫ থেকে ২২.১০.২০২৫ (প্রতীকীদখল)	১৫,১৩,০০০- টাকা এবং ১,৫১,৩০০১- টাকা
ধরমতোল্লা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯৪৩৩৩৭৭৮৬৯ অ্যাকাউন্টের নামঃ জনাব সাজিদ হুসেন সহ-ঋণগ্রহীতাঃ মিসেস রুবানা পারভীন অ্যাডঃ হাতিয়ারা, ইশান পল্লী, পিএস- নিউ টাউন, রাজারহাট, গোপালপুর, পিন-৭০০১৫৭	জি৪ তলা আবাসিক ভবনের উত্তর দিকে তৃতীয় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর সি৩-এর EQM যা মোদিনা টাওয়ার নামে পরিচিত হোল্ডিং নং AS50BLN14-15, BR-N হাতিয়ারা, PS নিউ টাউন (পূর্বে রাজারহাট), কলকাতা- ৭০০১, খ-৪৭, মোদিনা টাওয়ার LR দাগ N- 1404, LR খতিন নং- ১৪২৪১, ১৪২৩৮, ১৭১৪৯ এবং ১৪২৩৯, Re Su No 188, Touzi No 3 160 162 বিধান নগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৩ (পূর্বে রাজারহাট পৌরসভা নং- ৪ পিজি), গোপালপুর ২ নং গোপালবাদী (N), ADSR- রাজারহাট (পূর্বে বিধাননগর সল্টলেক সিটি)।	১২,৮৫,৩৭৪.৯০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী অতিরিক্তসুদ ও অন্যান্য খরচসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	০২.০১.২০২৪ থেকে ২২.১১.২০২৪ (প্রতীকীদখল)	২০,৭০,০০০- টাকা এবং ২,০৭,০০১- টাকা
ধরমতোল্লা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৯৪৩৩৩৭৭৮৬৯ অ্যাকাউন্টের নামঃ মিঃ সঞ্জয় রাজভার সহ-ঋণগ্রহীতাঃ শ্রীমতি দেবিকা সিংওরে ঠিকানাঃ FL ৩এ, ৩য় তলা, PO-PS-দমদম,নরসিংহ এভিনিউ, উত্তর ২৪ পিজিএস, পিন- ৭০০০৭৪	সাউথ দমদম পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৩এ, নরসিংহ এভিনিউ ঠিকানায় অবস্থিত (জি৪) তলা বিশিষ্ট ভবনের ৩য় তলার ৩এ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের সমতুল্য এলাকা (EQM) জেএল নং ১৯, আরএস নং ২৩৭, তৌজি নং ১০৭০২৮৩৪, দাগ নং ৪৮৯৭৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৭, এলআর খতিয়ান নং ১৭৫, দাগ নং ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০ ডাকঘর ও থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৭৪।	২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৩,৬৪,৩৬৮.৮৮ টাকা সাথে অতিরিক্ত সুদ ও চার্জসুদ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে	৩০.০৪.২০২৪ থেকে ২২.১১.২০২৪ (প্রতীকীদখল)	২০,৭৫,০০০- টাকা এবং ২,০৭,৫০০১- টাকা
জয়নগর মজিলপুর শাখা টেলিফোন নম্বরঃ ৯১৮৯১০০৩০৫৬৫ অ্যাকাউন্টের নামঃ জনাব সোমেনাথ মণ্ডল সহ-ঋণগ্রহীতাঃ শ্রীমতি স্নিগ্ধা মণ্ডল গ্যারান্টরঃ মিঃ সুকুমার মণ্ডল ঠিকানাঃ গ্রামঃ বজরা, পিও সার্বেরিয়া, পিএস জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পিজিএস, ডব্লিউবি- ৭৪৩৩৮৫	৬.০০ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত একটি আবাসিক বাড়ি-যার নিচতলার আয়তন ৬২৬ বর্গফুট-এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি এটি দক্ষিণ বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েত (থানাঃ জয়নগর, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনঃ ৭৪৩৩৭২)-এর অন্তর্গত খাস্তারা মৌজায় (জেএল নং ১০) অবস্থিত। সম্পত্তির বিবরণঃ আরএস ও এলআর দাগ নং ১২৩০ আরএস খতিয়ান নং ৮২৩, ৮২৫ ও ৮২৭ এলআর খতিয়ান নং ১৪৫৯ ও ১২৭৩।	১০,৪০,৮০০.৬৭ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ীসাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	৩০.০৯.২০২২ ও ১৬.০২.২০২৩ (প্রতীকীদখল)	১৮,৩৭,০০০- টাকা এবং ১,৮৩,৭০০১- টাকা
রাসবিহারী এভিনিউ শাখা টেলিফোন নম্বরঃ +৯১ ৯৯৭৩৪৪০৯০৬ অ্যাকাউন্টের নামঃমেসার্স মা মনসা বিল্ডার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স স্বত্বাধিকারী ও জামিনদারঃ শ্রী সুরেশ দাস ঠিকানাঃ ১৪৭ জিটি রোড, পালি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০১	''সানস্ রেস প্যালেস'' নামে নির্মাণাধীন পাঁচ-তলা (জি+৪) বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক আরসিসি কাঠামোযুক্ত ভবনসহ জমি/সম্পত্তির ইকিউএম যার পরিমাপ-নিচতলার প্লিন্থ এরিয়া ৬৮৩.৬৫১ বর্গমিটার, ১ম থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত ৭৭৫.৮৮৭ বর্গমিটার সিঁড়ির ঘর ও লিফট মেশিন রুম বাদে মোট ফ্লোর এরিয়া (ব্লক এ) ৩,৭৮৭.১৯৯ বর্গমিটার (কম-বেশি) এবং সিঁড়ির ঘর ও লিফট মেশিন রুমসহ ৩,৮৪৯.৭৭৯ বর্গমিটার বা ৪১,৪২৩ বর্গফুট (কম-বেশি)। সম্পত্তিটি দেশবন্ধু সরণি, মৌজা- বালি, তরুণ সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী এবং নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা (থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২২৭)-এর অন্তর্ভুক্ত। দেশবন্ধু সরণি, মৌজা বালি (তরুণ সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী), নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত পোস্ট অফিসঃ ঘোষপাড়া, থানাঃ নিশ্চিন্দা, জেলাঃ হাওড়া, পিন-৭১১২২৭-এই ঠিকানায় অবস্থিত একটি চারতলা ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলায় অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট। এর আয়তন হলো-এসবিইউ ১০২২ বর্গফুট (কম-বেশি) ও কার্পেট এরিয়া ৭৭৫ বর্গফুট (কম-বেশি) এর সাথে ৪০৬ বর্গফুট আয়তনের একটি খোলা ছাদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	৩,৪৬,৭৫,২৫৮.৮৫ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ ও চার্জসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	০২.০৮.২০২৫ এবং ১৬.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	৬,৪৮,৪৫,০০০/- টাকা ও ৬৪,৮৪,৫০০/- টাকা
টালিগঞ্জ শাখা টেলিফোন নম্বরঃ +৯১ ৯০০৭৮৮০২৭২ অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রীমতি মঞ্জু শর্মা সহ-ঋণগ্রহীতাঃ শ্রী শিবম শর্মা ঠিকানাঃ গোরকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, সপুইপাড়া, বালি, পিন-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ	পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বালি মৌজা জেএল নং ১৪, থানা- নিশ্চিন্দা (পুরানো বালি)-তে অবস্থিত 'তারা অ্যাপার্টমেন্ট'-এর ৫-তলা (জি+৫) বিশিষ্ট ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত ৫০৩ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটটির ইকিউএম। এই ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৬৩০ বর্গফুট এবং বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৫০৪ বর্গফুট। এটি আরএস দাগ নং ৬২০৪ এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৫২৭-এর অন্তর্ভুক্ত। অবস্থান্দ সাপুইপাড়া, বালি, নেতাজি সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী, হাওড়া-৭১১২২৭।	১২,১৬,৭৩৭.৩৮ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ ও চার্জসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	২৮.০৬.২০২৪ এবং ১৭.০২.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	১৬,১৩,০০০/- টাকা ও ১,৬১,৩০০/- টাকা
বিবেকানন্দ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ +৯১ ৯৪৩৩৪ ৯২৯৬৬ অ্যাকাউন্টের নামঃ মেসার্স আঁচল ইম্পেক্স স্বত্বাধিকারীঃ শ্রী রঞ্জন ভারতী জামিনদারঃ শ্রীমতী শালিনী ভারতী ঠিকানাঃ পি-১৮৭, সিআইটি স্কিম নং VI M, ভিআইপি মার্কেট, দোকান নং ১২১, পিন-৭০০ ০৫৪	১০১০ বর্গফুট (কম-বেশি) আয়তনের আবাসিক ফ্ল্যাট, যা কলকাতা পৌরসংস্থার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পিন- ৭০০৫৪, ১১৬, ধানদেবী খান্না রোড-এ অবস্থিত এই স্থানটি পূর্বে ১২৯ ও ১২৮/২ নারকেলডাঙা মেইন রোড এবং পরবর্তীতে ১২৮/২বি নারকেলডাঙা মেইন রোড হিসেবে পরিচিত ছিল।	২১,২৪,৯৮০.১৮ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ ও চার্জসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	১৯.০২.২০২৪ এবং ২২.১১.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	৫০,৬৩,০০০/- টাকা ও ৫,০৬,৩০০/- টাকা
বিবেকানন্দ রোড শাখা টেলিফোন নম্বরঃ +৯১ ৯৪৩৩৪ ৯২৯৬৬ অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রীমতি মিঠু মান্না ঠিকানাঃ প্রথম তলা, ফ্ল্যাট নং ১০২, ১৫২ শ্রী রামধাং রোড	হাওড়া পৌরসংস্থার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ডাকঘর- সালকিয়া, থানা- মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পিন- ৭১১১০৬, ১৫২, শ্রী রাম ঢাং রোড ঠিকানায় অবস্থিত ছয়-তলা (জি+৫) বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় তলায় (পূর্ব দিকে) অবস্থিত ৩০২ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের সমতুল্য মালিকানা স্বত্ব যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ৪০৫.৬ বর্গফুট (কম-বেশি) এবং বিল্ট-আপ এলাকা ৩৩৭ বর্গফুট (কম-বেশি)।	১০,২৭,৪৬৭.৭০ টাকা ২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ ও চার্জসুদ গণনা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর	০২.০১.২০২৬ এবং ১২.০৩.২০২৬ (প্রতীকী দখল)	১০,৬০,০০০/- টাকা ও ১,০৬,০০০/- টাকা

শর্তাবলিঃ

(i) নিলাম বা দরকষাকষির প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে।
(ii) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ ও সময় হলো ০৯.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত এরপর প্রতিবার ১০ মিনিট করে সময়সীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো যেতে পারে। অর্থাৎ, নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১২০ মিনিট ধরে চলবে এবং যদি শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ দর পাওয়া যায়, তবে নিলামের সময় আরও ১০ মিনিট বাড়ানো হবে। শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ দর না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত রিজার্ভ প্রাইস বা সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে এক ধাপ বেশি দর দিয়ে নিলাম শুরু হবে। দরদাতাদের ১০,০০০/- (মাত্র দশ হাজার) টাকার গুণিতক হারে তাদের প্রস্তাবিত দর বাড়াতে হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ০৩.১০.২০২৬ ও ০৭.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টার মধ্যে সরেজমিনে গিয়ে সম্পত্তিগুলো পরিদর্শন করতে পারেন।
(iii) আগ্রহী দরদাতাদের https://BAANKNET.com পোর্টালে নিজেদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। নিলামের জন্য নিবন্ধনের পদ্ধতি, নিলাম প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে আগ্রহী দরদাতারা ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে অথবা কলকাতা জোনাল অফিসের ৬ষ্ঠ তলায় যোগাযোগ করতে পারেন।
(iv) উল্লিখিত সম্পত্তি/সম্পদসমূহ যে অবস্থায় ও ''যে স্থানে আছে'', ''যে অবস্থায় ও যে রূপে আছে'' এবং ''কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বা দাবিহীন শর্তে'' বিক্রয় করা হবে। নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক দরদাতাদের উচিত দরপত্র জমা দেওয়ার আগেই নিলামকৃত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব, সম্পত্তির ওপর কোনো দায়বদ্ধতা বা দাবি/অধিকার/বকেয়া সংক্রান্ত বিষয় এবং (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) প্রকৃত দখল গ্রহণের সময় ও ব্যয় সম্পর্কে নিজস্ব উদ্যোগে খোঁজখবর নেওয়া। সম্পত্তি কর, বিদ্যুত্বালানি বিল ইত্যাদিসহ যাবতীয় বকেয়া বিধিবদ্ধ পাওনা সফল দরদাতাকেই বহন করতে হবে। কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনা এবং (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) প্রকৃত দখল গ্রহণের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিলম্ব, ব্যয় ও/অথবা আইনি জটিলতার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
(v) উপরিউক্ত তফসিলে উল্লিখিত বিবরণসমূহ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের জানা তথ্যানুযায়ী প্রদান করা হয়েছে। এই গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(vi) উল্লিখিত সম্পত্তিগুলো উপরে উল্লিখিত রিজার্ভ প্রাইস বা ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করা যাবে না। আগ্রহী নিলাম-অংশগ্রহণকারীদের উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট-এর অর্থ মেসার্স ব্যাঙ্কনেট-এর ব্যাঙ্কনেট পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(vii) নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই-এবং কোনোভাবেই ০৯.১০.২০২৬ তারিখের বিকেল ৪:০০টার পর নয়-উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করে নিতে হবে।
(viii) বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দর গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সর্বোচ্চ দরদাতাকে (যিনি সফল দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হবেন) দরকৃত অর্থের ২৫ জমা দিতে হবে এক্ষেত্রে ইতিপূর্বে জমাকৃত ইএমডি সমন্বয় করা হবে। এই অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকেই এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলোর সফল দরদাতা বা ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, দর প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর আইনি যোগ্যতা থাকতে হবে।
(ix) নিলাম বা ক্রয়ের অবশিষ্ট ৭৫ অর্থ অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় চূড়ান্ত করার ১৫তম দিনের মধ্যে (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা অনুমোদিত কর্মকর্তার একক বিবেচনাক্রমে লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সফল নিলাম-বিজেতা (বিডার) কর্তৃক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা বা ব্যাংক নিলামটি বাতিল করে পুনরায় নিলাম আয়োজন করার অধিকার সংরক্ষণ করবে।
(x) বিক্রয়মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা নিলামে অংশগ্রহণকারীর (বিডার) নামে বিক্রয় সনদ ইস্যু করবেন এবং এরপরই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো প্রকার দাবি বা অভিযোগ বিবেচনা করবে না।
(xi) অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দর কিংবা কোনো বা সকল দর গ্রহণ করতে বাধ্য নন কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সকল দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং তাঁর নিজস্ব ও চূড়ান্ত বিবেচনায় বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, পরিমার্জন বা শিথিল করার অধিকার তিনি সংরক্ষণ করেন।
(xii) সফল দরদাতা/ক্রেতাকে সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল এবং প্রযোজ্য কর-যার মধ্যে সার্ভিস ট্যাক্স বা টিডিএস-ও অন্তর্ভুক্ত (৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৯৪-আইএ অনুযায়ী)-সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বা ফি বহন করতে হবে।
(xiii) এই প্রকাশনাটি উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর আওতায় প্রদত্ত ১৫ দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।
(xiv) বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলি এবং শর্তাবলি ডাউনলোড করতে অনুগ্রহ করে **https://www.bankofindia.bank.in** ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন।

তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষর- অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নসরতপুর ফেরিঘাটে দুর্গন্ধে দুর্ভোগ, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বিধায়কের

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ গঙ্গার কচুরিপানার সঙ্গে ভেসে আসা গবাদি পশুর মৃতদেহ আটকে পড়ায় নসরতপুর ফেরিঘাটের জেটিঘাট এলাকায়

তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নদী পারাপারকারী যাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক মাস ধরে ফেরিঘাটের জেটিঘাটের নিচে বিপুল পরিমাণ কচুরিপানা জমে রয়েছে। তার মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে ভেসে আসা গবাদি পশুর মৃতদেহ আটকে থাকায় পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধের কারণে ঘাটে যাতায়াত করা এবং আশপাশের এলাকায় বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। সমস্যার কথা পুলিশ- প্রশাসন-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলকে জানানো হলেও দীর্ঘদিনেও ঘাট পরিষ্কারের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকালে আচমকাই নসরতপুর ফেরিঘাট পরিদর্শনে আসেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। ঘাটের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। ঘাট কর্তৃপক্ষকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ এলাকা পরিষ্কার করার সময়সীমা বেঁধে দেন বিধায়ক। বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার বলেন, পবিত্র এই নদীপথ দিয়ে মানুষকে দুর্গন্ধের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দুদিনের মধ্যে ঘাট পরিষ্কার না করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি ঘাট পরিষ্কার না হলে সাধারণ মানুষকে বিনা পয়সায় পারাপারের ব্যবস্থা করার কথাও জানান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই দুর্গন্ধের মধ্য দিয়েই তাঁদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিধায়কের হুঁশিয়ারির পর এবার ঘাট দ্রুত পরিষ্কার করা হবে, এমনটাই আশা করছেন তাঁরা।

গর্ভবতী নাবালিকা, গ্রেপ্তার শ্বশুর! পলাতক পরিবারের দুই সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ১৮ বছরের নিচে বিয়ে করলে তিন বছরের জেল আর ১৮ বছরের নিচে কোনও মহিলাকে গর্ভবতী করলে কুড়ি বছরের জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড! গতকালই একটি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া ভাষায় এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আর তারপরই অ্যাকশনে নেমে ১৮ বছরের নিচের এক নাবালিকার বিয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তার শ্বশুর। সূত্রের খবর, ওই নাবালিকা ইতিমধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় তার প্রমান এলে পুলিশ ধৃত এবং অন্য কয়েকজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করবে। পুলিশি অভিযানে ওই নাবালিকার শ্বশুর অর্জুন কর্মকার গ্রেপ্তার হতেই ওই নাবালিকার স্বামী এবং দুই পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য পলাতক বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর বছরখানেক আগে ফরাক্কা থানার ভবানীপুর এলাকার ওই নাবালিকার সঙ্গে ফরাক্কার শিবনগর এলাকার আকাশ কর্মকার নামে এক যুবকের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় হয় নাবালিকার বয়স ১৮ হয়নি। কিন্তু ওই নাবালিকা এবং পাত্রের পরিবারের তরফ থেকে এই বিয়ে আইন বিরুদ্ধ জানার পরও গোপনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, বিয়ের কিছু দিনের মধ্যে ওই নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। সোমবার রাতে ফরাক্কা থানার পুলিশ ও আইসিডিএস কর্মীরা ওই নাবালিকার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়ে শিবনগরে হানা দিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠায়। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা সময় ধরা পড়ে ওই নাবালিকা প্রায় ছয় মাসের গর্ভবতী। এরপরই ওই নাবালিকার আধার কার্ড ও জন্ম সার্টিফিকেট খতিয়ে দেখে সরকারি আধিকারিকেরা জানতে পারেন ১৮ বছর হতে ওই নাবালিকার এখনও কয়েক মাস বাকি রয়েছে। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা গর্ভবতী হওয়ার চূড়ান্ত রিপোর্ট তাঁরা এখনও হাতে পাননি। ডাক্তারি রিপোর্টে ওই নাবালিকা গর্ভবতী হওয়ার প্রমান মিললে পকসো আইনে পুলিশ মামলা রুজু করবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই নাবালিকার স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বর্তমানে ভিন রাজ্যে কর্মরত রয়েছে। ওই নাবালিকা গর্ভবতী হিসেবে প্রমাণিত হলে পুলিশ নাবালিকার স্বামীর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করবে বলে জানা গিয়েছে। গত কয়েক বছরে মুর্শিদাবাদ জেলায় বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা মাতৃত্বের চিত্র উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫-এর তথ্য অনুসারে, এখানকার ২০-২৪ বছর বয়সী মহিলাদের ৫৫.৪ শতাংশ ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এটি জাতীয় গড়, ২৩.৩ শতাংশের দ্বিগুণেরও বেশি এবং রাজ্য গ। ৪১.৬ শতাংশের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। মুর্শিদাবাদ জেলা দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ভারতের অন্যতম 'বাল্যবিবাহ হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান আরও উদ্বেগের চিত্র তুলে ধরেছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ৬০ হাজার নাবালিকা প্রসবের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কেবল মুর্শিদাবাদেই ১২ হাজার ৮৪৭টি কেস রয়েছে, যা রাজ্যের মোটের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ১৫ বছরের কম বয়সী গর্ভধারণের ক্ষেত্রেও মুর্শিদাবাদ জেলা শীর্ষে, গত ৬ মাসে ২৫৩ টি এমন ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। চিকিৎসকদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, মহিলাদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে এবং সন্তান প্রসবের কারণে সদ্যোজাতদের কম ওজন ও শারীরিক জটিলতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধাকে পুড়িয়ে হত্যার মামলায় প্রাক্তন কাউন্সিলর-সহ আট জনের যাবজ্জীবন

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধাকে পুড়িয়ে হত্যার ১৩ বছরের পুরোনো মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ আট জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিল ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। মঙ্গলবার বিচারক অরবিন্দ মিশ্র এই সাজা ঘোষণা করেন। গৌরাঙ্গকে ১৫ হাজার টাকা এবং বাকি সাত জনকে ১২ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে প্রত্যেককে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। দোষী সাব্যস্ত আট জন হলেন গৌরাঙ্গ প্রধান, সাধন সিংহ, তাপস দাস ওরফে ভোকো, রানাপ্রতাপ সিংহ, গৌর দণ্ডপাট, রাহুল মুখার্জি, গৌর সিংহ এবং তন্ময় দাস। মামলার অপর অভিযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিকের বিচার চলাকালীন মৃত্যু হয়। পরেশ ঘোষকে আদালত বেকসুর খালাস করেছে। সরকারি আইনজীবী তপন কুমার সিনহা জানান, ২০১৩ সালের ২৮ মে ঝাড়গ্রাম শহরের বেনাগেড়িয়া এলাকায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে সাবিত্রী সরকারের সঙ্গে অভিযুক্তদের বচসা হয়। অভিযোগ, সেই সময় বৃদ্ধার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে সঞ্জয় সরকার ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালীন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নেতা গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ কয়েক জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। তদন্তে মোট ১০ জনের নাম উঠে আসে। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। পরে দশ জনই জামিনে মুক্ত হন। মামলার বিচার চলাকালীন তারকনাথের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ায় ১৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মামলায় মৃত্যুকালীন জবানবন্দিও আদালতে পেশ করা হয়। এদিকে, ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে গৌরাঙ্গ প্রধান ঝাড়গ্রাম পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। চলতি বছর তৃণমূলের ক্ষমতাসীন পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। তিনি প্রাক্তন কাউন্সিলর হন। তপনবাবু জানান, সোমবার বিচারক আট জনকে দোষী সাব্যস্ত করার পর বিচারকের নির্দেশে তাঁদের জেল হেফাজতে নেওয়া হয়। একই দিন পরেশ ঘোষকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দোষীদের সাজা ঘোষণা করা হয়।

হুগলি জেলায় গ্রামে-শহরে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পাওয়া মহিলাদের বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে পালাবদল ও বিজেপি ক্ষমতাসীন হলেও, অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি সরকার। বিধানসভা ভোটে

অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের মাসিক তিন হাজার টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। এই অভিযোগ তুলে এরই প্রতিবাদে সরকার গঠনের পাঁচ মাসের মাথায় হুগলি জেলায় গ্রামে-শহরে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পাওয়া মহিলারা প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। যদিও বিজেপির দাবি, যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। সবাই পাবেন। তবে একটু সময় দিতে হবে। তবে সরকার বা বিজেপির নেতা-কর্মীরা যতই আশ্বাস দিন না কেন, পুজোর আগে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা হাতে না পেয়ে অবরোধকারীরা রাজ্য সড়কে কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই প্রকল্পের জন্য তাঁরা যথাযথ ভাবে অফলাইন এবং অনলাইনে ফর্ম পূরণ করেছিলেন। অথচ চার মাস হয়ে গেল, এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না। এ দিন মহিলাদের বিক্ষোভের জেরে এলাকার নিত্যযাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। এছাড়া, এখন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সেমেস্টার পরীক্ষা চলছে। ফলে, পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভের কারণে আটকে পড়েন। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে। অবরোধকারীরা পুলিশের কথা না শুনে, নিজেদের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন। অবরোধের খবর পেয়ে সরকারি আধিকারিক আসেন। পরে পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের মধ্যস্থতায় প্রায় চার ঘণ্টা পরে অবরোধ উঠে যায়। মহিলাদের অভিযোগ, চার মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁদের অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমা পড়েনি। এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে ও বিডিও দপ্তরে বার বার যোগাযোগ করা হলেও, সমস্যার সমাধান হয়নি বলে তাঁদের দাবি। বিক্ষোভকারী বলেন, 'চার মাস ধরে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে না। আমরা পঞ্চায়েত অফিস থেকে বিডিও অফিসে বার বার গেলেও, কেউ আমাদের কথা শোনেননি।' ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা যাঁরা পাননি, তাঁদের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। হুগলিতে অভিযোগ উঠেছে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার ক্ষোভে। পোলবার সুগন্ধা পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ বিজেপি মহিলা কর্মীদের। বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীদের অভিযোগ, গত তিন মাস ধরে তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি। তাই পঞ্চায়েতে তালা মেরে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। খবর পেয়ে পোলবা থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, চুঁচুড়ার বিধায়কের কাছেও গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তার পরেও অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন না। এ দিন পঞ্চায়েতে তাঁদের দাবি জানাতে আসেন। যাঁরা যোগ্য, তাঁরা কেন বঞ্চিত হচ্ছেন অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে? প্রশ্ন তাঁদের।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৬/৪৮, তারিখঃ ২১.০৯.২০২৬। ''প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার'', পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১১২৬১১৫০;** সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ৫১৫০৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১৪২৬১২০৪;** এসএফপি+ মডিউল অফ ১০জি-এর প্রাপ্যতা, স্ট্যান্ডার্ড ১০জি এসএফপি+পোর্টস্ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ৩৯৭৭০০ টাকা। **(৩); ১১২৬১৫৯৫;** অক্সিলিয়ারি রিজার্ভয়ার ২০০ লিটার কমপ্লিট ইত্যাদি; ২১৮৬৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। **(৪); ২১২৬১০৭৩;** ক্যাসনাব বোগীর জন্য ব্রেক বীম কমপ্লিট ইত্যাদি; ৫৮২৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫); ২১২৬২০৯০;** কন্ট্যাক্ট সাইড বিয়ারারের জন্য টপ হাউজিংয়ের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৮২৯৮৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ১১২৬১৮৫৩;** ইন্টার ভেহিকুলার কাপলার ইউনিটের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৩৪৪১৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ১১২৬১১২৩;** ফিয়াট বোগীর জন্য রাবার/মেটাল শিম; ২৫৭৬৩০ টাকা। **(৮); ১১২৬১৮১৮;** ট্যু পিস গ্লাস শাটার (এফআরপি) অ্যাসেম্বলীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৩১১১১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং. ৭ ও ৮-এর জন্য) **(৯); ১১২৬১৫১৯;** এমার্জেন্সী উইন্ডোর জন্য গ্লাস ইউনিটের প্রাপ্যতা; ৩৯১০৪০ টাকা। **(১০); ১১২৬১১২০;** স্টেনলেস স্টিল মোল্ডিং ইনলে কমপ্লিট; ১০৩৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং. ৯ ও ১০-এর জন্য)। **(১১); ১১২৬১৮২৬;** বোল্ট এবং স্ক্রু-এর সেট; ৩০৪৯৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ০৬২৬১০৪০;** সংশোধনী নং ১ সহ আইএসঃ ১৮৯৩০/২০২৪ অনুযায়ী ১এসি/২এসি/৩ এসি কোচের জন্য সুপিরিয়ার কোয়ালিটি বালিশের প্রাপ্যতা, স্পেসি. (১) সিলিকনাইজড্ ভার্জিন হলো কনজুগেটেড ১৫ ডিনিয়ার পলিয়েস্টার ফাইবার দিয়ে বালিশ ভর্তি করতে হবে, (২) সাইজঃ দৈর্ঘ্য ৫০ সেমি x চওড়া ৩৬ সেমি (সাইজে টলারেন্সঃ দৈর্ঘ্য = +২০ মিমি চওড়া = +১০ মিমি, পিলো সাইজ -৬ অফ টেবিল-৫ অফ আইএসঃ ১৮৯৩০/২০২৪ অনুযায়ী), (৩) ওজনঃ পিলো সাইজ -৬ অফ টেবিল-৫ অফ আইএসঃ ১৮৯৩০/২০২৪ অনুযায়ী ৩৫০ গ্রাম (প্লাস ৫% মাইনাস ২%), (৪) আইএসঃ ১৮৯৩০/২০২৪ অনুযায়ী টেবিল-১-এর কেসিং ফেব্রিক টাইপ-১, (৫) প্যারা ৪.৩ আইএসঃ ১৮৯৩০/২০২৪ অনুযায়ী আউটার প্রোটেকটিভ কভার হতে হবে। (৬) পিলো কেসিং/ইনার প্রাইমারি কভারের কালার-গ্রে (প্যানটোন শেডঃ১৬-৩৯১৫ টিপিজি), (৭) পাইপিং-বালিশের বাঞ্ছিত আকার রক্ষণাবেক্ষণ করতে কেসিং পিলোর সকল চারদিকে সেলাই করে দিতে হবে। মার্কিংঃ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (আইআর) লোগো, প্রস্তুতকারকের নাম, ইনিশিয়াল বা ট্রেডমার্ক, সাইজ (দৈর্ঘ্য x চওড়া), ভর্তি করা ফাইবারের প্রকার, ভর্তি করা ফাইবারের ভার, কেসিং ফেব্রিকের (ব্লেন্ড কম্পোজিশন) প্রকার, প্রস্তুতের মাস ও বছর উভেন ট্যাগ করে দিতে হবে। এক কোণায় বিআইএস স্ট্যান্ডার্ড মার্ক সহ ক্যালেন্ডার মার্কিং সিম সহ সেলাই করে দিতে হবে; ৩০২৬৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১১২৬৫০১৪;** আন্ডারস্লাং ওয়াটার ট্যাঙ্ক সহ এলএইচবি (এসি এবং নন এসি) কোচের জন্য আইওটি বেসড্ ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপনা এবং চালুকরণ; ৭৩২৮৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ০৫২৬১১৭৯;** পেট্রোলিয়াম কাটিং গ্যাসের প্রাপ্যতা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিটিং ভ্যালু যেমন ন্যুনতম নিউট্রাল ফ্লেম টেম্পারেচার ২৯৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মোট হিট এমিশনঃ ২৩২৪৪ কিলো ক্যালরি/ঘন মিটার (কিলো ক্যালরি প্রতি ঘন মিটার), মোট হিট ভ্যালুঃ ১২০৩০ কিলো ক্যালরি/কেজি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি (গ্যাসিয়াস স্টেটে)ঃ ১.৫২, ভেপার প্রেসার (৩৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে)ঃ ১২০ পিএসআই এবং বয়লিং রেঞ্জ (-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস; ২৫১২৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫); ১১২৬১৮৫৪;** এলএইচবি/ইওজি কোচের জন্য এনটারকার গ্যাংওয়ে ব্রিজ মাউন্টিং কমপ্লিট-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১২৭৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬); ১১২৬১৬৮২;** রাবার বাফার স্প্রিংয়ের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৯৬৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ১২২৬_আইএসইজে_৬৯০২;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯০২ অনুযায়ী ইমপ্রুভড্ স্যুইচ এক্সপানশন জয়েন্টের প্রাপ্যতার জন্য রানিং চুক্তি; ১২৭২০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৯.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১২২৬-এইচভিএন_৮৭৫১;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৭৫১ অনুযায়ী হাই ভিসকাস নাইলন-৬৬ ইনস্যুলেটিং লাইনার (এইচভিএন লাইনার)-এর প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯); ১২২৬_আইএসইজে_ফিটিং;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯১৪ অল্ট ৪ অনুযায়ী ইম্প্রুভড্ স্যুইচ এক্সপানশন জয়েন্টের ফিটিং এবং আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯০২ অল্ট ৫ অনুযায়ী ইমপ্রুভড্ স্যুইচ এক্সপানশন জয়েন্টের ফিটিং; ৫০৬৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০); ১২২৬১০৯৪;** ৬.২ মিমি থিকনেস সহ ৬০ কেজি ইউআইসি রেলের জন্য কম্পোজিট গ্রুভড্ রাবার সোল প্লেটের (সিজিআরএসপি) জন্য ২ বছর আরজিসি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ১২২৬_ইএনডি_সিইউটি_এইচভিএন;** বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন হাই ভিসকাস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইনস্যুলেটিং লাইনার প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি; ৫৭৭০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২); ২২২৬১৬০৯;** ইঞ্জে. দুরভালুমাব ৫০০ এমজি, আইটেম কোড নং. এম২৬১৯২৪, এআই/২০২৬-২৭ সাপেক্ষে ক্রমিক নং. ১১৭০; ৩২৩৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩); ১২২৬_মেটাললাইনার_৮৯৯৫;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৯৯৫ অনুযায়ী শার্প কার্ভের জন্য মেটাল লাইনার প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি; ১২৩৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৯.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১২২৬_স্যুইচ_৪২১৯;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৪২১৯ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের (বিজি) ওপর ৬০ ই১ রেল সহ ১ ইন ১২ টার্ন আউটের জন্য ১০১২৫ মিমি ওভার রাইডিং কার্ভড্ স্যুইচ প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য ১ বছর আরজিসি; ১৯৫৭৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ১২২৬_ইআরসি_জেক্লিপ_৮২৫৮;** ড্রইংঃ (আরডিএসও) আরডিএসও_টি_৮২৫৮_অল্ট_ ১ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ফিশ প্লেটেড জয়েন্ট/ইনস্যুলেটেড গ্লুড জয়েন্টের জন্য হায়ার টো লোড সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ (ইআরসি) জে ক্লিপ; ১০২৬৬০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ১২২৬_ফিশ প্লেট_৫৯১৫;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৫৯১৫ অনুযায়ী ১ মিটার লম্বা ফিশ প্লেট ৫২ কেজি প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি; ৪৯৫১৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.১০.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৬-এর জন্য)।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-36/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সুরক্ষিত ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সমস্ত স্টেশন ও রেলওয়ে চত্বরে জোরদার অভিযান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রী ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্টেশন ও রেলওয়ে চত্বর জুড়ে জলের গুণমান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার কার্যসূচি হাতে নিয়েছে। এই ধারাবাহিক কার্যসূচির অংশ হিসেবে, যাত্রীদের ব্যবহারের স্থানগুলি থেকে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত সুরক্ষা মানদণ্ড অনুযায়ী গুণমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেগুলির ওপর সুশৃঙ্খলভাবে ভৌত, রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে গুয়াহাটি ও কামাখ্যা স্টেশনে জলের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত ও রাসায়নিক পরিমাপকগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে চালানো সর্বশেষ অভিযানের সময়, গুয়াহাটি স্টেশনের ওয়েটিং হল থেকে জলের নমুনার পিএইচ (pH), টার্বিডিটি, টোটাল হার্ডনেস, নাইট্রেট, আয়রন, রেসিডুয়াল ফ্রি ক্লোরিন, ক্লোরাইড, আলকালিনিটি, ফ্লোরাইড এবং ক্যালসিয়ামের জন্য পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি প্যারামিটারই স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন পিএইচ জলের রাসায়নিক ভারসাম্য ও গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত বহন করে টার্বিডিটি জলেতে দ্রবীভূত অশুদ্ধির উপস্থিতি প্রকাশ করে হার্ডনেস ও ক্যালসিয়াম খনিজ উৎপাদানের মাত্রা নির্দেশ করে অতিরিক্ত মাত্রার সংস্পর্শ এড়াতে নাইট্রেট ও আয়রনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ক্লোরাইড ও আলকালিনিটি জলের স্বাদ ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে থাকা ফ্লোরাইড দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী অন্যদিকে, জলেতে উপস্থিত পর্যাপ্ত পরিমাণের রেসিডুয়াল ফ্রি ক্লোরিন জলবাহিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করে। সংগ্রহকৃত নমুনাটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কামাখ্যা স্টেশনে পরিশোধিত জলের দুটি নমুনা পরীক্ষা করা হয় একটি ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভ্যাট নং. ৩ থেকে এবং অন্যটি ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভ্যাট নং. ২ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

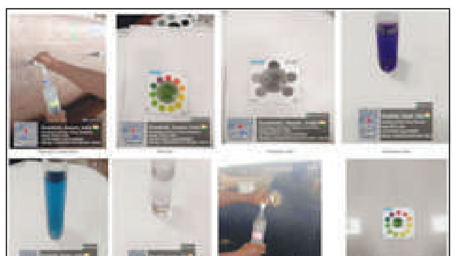

গুয়াহাটি স্টেশনে একই মানদণ্ড অনুযায়ী নমুনার পরীক্ষা করা হয়। উপলব্ধ ভৌত-রাসায়নিক ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে উল্লিখিত মানদন্ডের মধ্যেই ছিল। অণুজীবজনিত দূষণ শনাক্ত করতে এবং জলবাহিত রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার বিষয়টি যাচাই করতে ব্যাকটেরিয়া-সংক্রান্ত পরীক্ষাও করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিয়মিতভাবে জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার এবং ওয়াটার কুলার, পাইপলাইন, কল ও জল সরবরাহের অন্যান্য ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করছে পাশাপাশি কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রী-কেন্দ্রিক ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, নিয়মিতভাবে জলের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা এবং অবশিষ্ট ক্লোরিনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই ব্যাপক অভিযানগুলিতে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে সময়মতো শনাক্ত করতে এবং দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করে, যা পুরো নেটওয়ার্কে বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যসম্মত ও সুরক্ষিত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

ইছামতীর পাড়ে আজও অমলিন বিভূতিভূষণের স্মৃতি, পানিতরের 'ধুনির ঘরের পুজো' ঘিরে সম্প্রীতির মেলবন্ধন

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন পানিতর গ্রামে আজও ঐতিহ্যের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে 'ধুনির ঘরের পুজো'। ইতিহাস সমৃদ্ধ

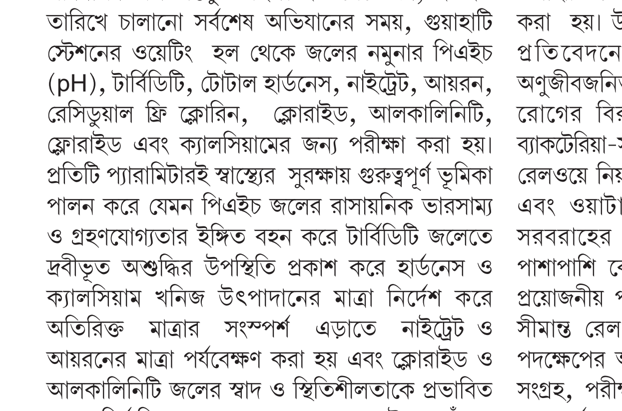

এই দুর্গোৎসবের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে কালজয়ী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি 'ধুনির ঘরের পুজো' নামেই সমাধিক পরিচিত। জানা যায়, ইছামতি নদীর তীরে পানিতর গ্রামে ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী গৌরী দেবীর আদি বসত ভিটে। বিয়ের পর এই গ্রামেই আসতেন সাহিত্যিক। সেই সূত্রেই এই পুজোর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ তৈরি হয়। কথিত আছে, পানিতরের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দুর্গাপুজোকে ঘিরে থাকা আবহ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ভাবনাতেও প্রভাব ফেলেছিলো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পানিতরেই বসবাস করতেন বলেই জানা যায়, সেই সূত্রে সাহিত্যিকের এখানে আসা- যাওয়া ছিল। আর সেই সূত্রেই গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা শুরু হয়। সীমান্তবর্তী পানিতরের মানুষের কাছে এই ধুনির ঘরের দুর্গা পুজো অন্য এক আবেগের বিষয়। সময়ের সঙ্গে সেই পুজো আজ প্রাচীন ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই পালিত হয়। প্রায় সাড়ে চারশো বছরের পুরনো গৌরী দেবীর বাড়ির এই পুজোকে এলাকার মানুষ 'ধুনির ঘরের পুজো' হিসেবেও জানেন। পুজোর আয়োজন থেকে শুরু করে উৎসবের দিনগুলিতে হিন্দু- মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই মিলেমিশে অংশ নেন। স্থানীয়দের কথায়, অবিভক্ত বাংলার সময় থেকেই এই পুজোয় হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন ঘটত। সময় বদলেছে, আগের সেই আবেগ হয়তো আর একইভাবে নেই, তবে আজও এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতির একটি মেলবন্ধন তৈরি হয়। ইছামতীর পাড়ের পানিতরে তাই ইতিহাস, সাহিত্য-স্মৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহে আজও টিকে রয়েছে 'ধুনির ঘরের পুজো'।

ভাঙড় কলেজে সায়ন্তন বসুকে ঘিরে উত্তেজনা, লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ কলেজের পরিচালন সমিতির বৈঠকে যোগ দিতে এসে বিজেপি নেতা তথা পরিচালন সমিতির সভাপতি সায়ন্তন বসুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ভাঙড় কলেজে। মঙ্গলবার তাঁকে ঘিরে কলেজের গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখান এসএফআই ও আইএসএফ সমর্থক পড়ুয়াদের একাংশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন কলেজ প্যুয়া আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। জানা গেছে, মঙ্গলবার কলেজের পরিচালন সমিতির একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য কলেজে আসেন সায়ন্তন বসু। তিনি কলেজের গেটের কাছে পৌঁছতেই বাইরে বিক্ষোভ শুরু করেন এসএফআই ও আইএসএফ সমর্থক পড়ুয়াদের একাংশ। বিক্ষোভ কারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্লোগানও দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কলেজের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বেশ কিছুক্ষণ গা।রি মধ্যেই অপেক্ষা করতে হয় সায়ন্তন বসুকে। এদিকে কলেজ চত্বরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের একাধিক আপত্তি রয়েছে। সেই কারণেই তাঁরা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন পড়ুয়া আক্রান্ত হন। অন্যদিকে, কলেজের পরিচালন সমিতির নির্ধারিত বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যই সায়ন্তন বসু কলেজে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর কলেজে আসাকে কেন্দ্র করেই বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য কলেজ চত্বরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হলেও পরে তা নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থক পড়ুয়াদের বিক্ষোভ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপ ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

মন্দারমণির সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া মহিলার দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া নদীয়ার এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হল মন্দারমণিতে। সোমবার দুপুরে মন্দারমণির সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান নদীয়ার বাসিন্দা দম্পতি সুমন শীল ও বৃষ্টি শীল। মঙ্গলবার সকালে মন্দারমণি থানার জলধা ঘাট সংলগ্ন সমুদ্র থেকে বৃষ্টি শীল (১৯)-এর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে দেহটি বালিসাই হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এখনও নিখোঁজ বৃষ্টির স্বামী সুমন শীল। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের পর্যটকদের সমুদ্রে স্নানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। দিঘা, মন্দারমণি-সহ জেলার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বারবার সমুদ্র দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের সচেতন করতে নিয়মিত মাইকিং করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পর্যটক ও হোটেল অ্যাসোসিয়েশনগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সতর্কবার্তা সত্ত্বেও কিছু পর্যটক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সমুদ্রে নামছেন। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনা কমাতে উপকূলবর্তী পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে নুলিয়া ও নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তাঁদের নজরদারি ও উদ্ধারকাজে মোতায়েন রাখা হয়েছে। এরপরও এমন ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the Birth Anniversary of Pandit Iswar Chandra programme to be attended by VVIP at Rabindra Okakura Bhavan, saltlake and Vidyasagar Bhawan, Kolkata on 26.09.2026" [Job No. KIT/RW/189 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-104/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **25.09.2026 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity during the programme to be attended by VVIP in Connection with the Allotment of Land for Industry at Milan Mela Prangan on 23.09.2026" [Job No. KIT/RW/190 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-105/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 23.09.2026 up to 01.00 PM

3. Name of Work: "Provision for temporary additional IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar on 28.09.2026" [Job No. KIT/RW/191 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-106/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 26.09.2026 up to 03.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ACRE MAKING ASSETS WORK

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৫তম তল, ইরোস কর্পোরেট টাওয়ার, নেহরু প্লেস, নয়া দিল্লি-১১০১১৯
অফিসের ঠিকানাঃ ১০১, কল্পতরু ইনফিনিয়া, প্লট বি, গ্র্যান্ড হায়াতের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫১, মহারাষ্ট্র
ফোন নং.ঃ +৯১ ১১-৬৬১১৫৬০৬, **ওয়েবসাইটঃ** www.acreindia.in **সিআইএন নং.ঃ** ইউ৬৫৯৯৩ডিএ২০০২পিএলসি১১৫৭৬৯

স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, এতদ্দ্বারা উল্লিখিত সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা-সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-নিচে উল্লিখিত দাবি-নোটিশ জারি করেছেন যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহী/তাবন্ধকদাতা/জামিনদারদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর, এতদ্দ্বারা উল্লিখিত অ্যাসাইনার তার আর্থিক সম্পদসমূহ অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর (যাকে পরবর্তীতে 'এসিআরই' হিসেবে অভিহিত করা হবে) নিকট হস্তান্তর করেছেন-যা প্রতিষ্ঠানটি নিজস্বভাবে অথবা নিচে উল্লিখিত ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে গ্রহণ করেছে। SARFAESI আইন, ২০০২-এর ধারা ৫-এর অধীনে সম্পাদিত হস্তান্তর চুক্তি অনুযায়ী, এসিআরই উক্ত অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ফলে ঋণগ্রহীতার গৃহীত আর্থিক সহায়তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদ এবং তার সাথে জড়িত জামানত, গ্যারান্টি ও প্লেজ-এর ক্ষেত্রে অ্যাসাইনার-এর যাবতীয় অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ এসিআরই-এর ওপর ন্যস্ত হয়েছে এবং এসিআরই সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে তার সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করেছে।

ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এসিআরই-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী SARFAESI অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেনঃ

ক্রম নং.	হস্তান্তরকারীর নাম / লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ট্রাস্টের নাম	ঋণগ্রহীতার নাম এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি নোটিশের পরিমাণ	চাহিদা নোটিশের তারিখ	দখল গ্রহণের তারিখ / দখলের ধরন
১.	আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (আইডিএফসি) / ১১২৪২৭৭৪, ১১২৫২৭৭৬, ১১৩৮৩০৯৬, ১১২৫৩৪১৮, ১১৩৯০৩৮৭, ১৩৬৬১৭২৬, ৩২৩০৫৫৫৫, ৩২৫৬৪৩৮৩ এবং ৩২৫৬৭৮৯৮	এসিআরই-১৫৮-ট্রাস্ট	মেসার্স চক্রবর্তী ওয়াল পেপার কোং, এর স্বত্বাধিকারী সুমন চক্রবর্তী, সুমন চক্রবর্তী, শিউলি চক্রবর্তী	৪,৭০,৫০,১০৭.৭১/- টাকা (চার কোটি সত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশো সাত টাকা ও একাত্তর পয়সা মাত্র) ০২.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	০২.০৬.২০২৬	১৭-০৯-২০২৬ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ

সম্পত্তি ১- সংমুড়া মৌজায় অবস্থিত ৭ কাঠা ২ ছটাক (কম-বেশি) জমির ওপর নির্মিত স্মৃতি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের নিচতলায় অবস্থিত এফ-১০, এফ-১১ ও এফ-৭ নম্বর দোকানগুলি যাদের মোট সুপার বিল্ট-আপ আয়তন ৩৯৭ বর্গফুট, কম-বেশি। সম্পত্তিটি আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৩১ আর.এস. খতিয়ান নং ৩৭৮ (যার সাথে সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ২২৭/১, বর্তমানে ৮৩৭ ও ৮৩৮, জে.এল. নং ১০২ আর.এস. নং ৯৫ তৌজি নং ১২ (পুরাতন ১৪৬)-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পৌর হোল্ডিং নং ৯/১/সি (পুরাতন ৯/১), ঠিকানাঃ টাকি রোড (উত্তর), বারাসত পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ড (পুরাতন ১৪ নম্বর ওয়ার্ড), থানাঃ বারাসত, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্ব দিকেঃ দাগ নং ২৩২ পশ্চিম দিকেঃ ১২ ফুট চওড়া রাস্তা উত্তর দিকেঃ প্লট নং ও, পি, কিউ, দক্ষিণ দিকেঃ ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ কমন প্যাসেজ।

সম্পত্তি ২- বারাসাত পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বারাসাত থানা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলাধীন ঘোলা রোডের ৭৫/এ/১৮/৩ (পুরাতন ৭৫/এ/১৮) হোল্ডিং নম্বরের সম্পত্তিটি-যার মধ্যে ঘোলা মৌজায় অবস্থিত ২০ ডেসিমেল (কম-বেশি) জমির ওপর নির্মিত ২৪৭৮ বর্গফুটের (কম-বেশি) সম্পূর্ণ প্রথম তলা ও ছাদ অন্তর্ভুক্ত-নিম্নলিখিত সীমানা দ্বারা চিহ্নিতঃ আর.এস. দাগ নং ৩৪১, এল.আর. দাগ নং ১১৩১-এর সমতুল্য, এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৬৬৭, ৮৩১ ও ১১৬ বর্তমানে ১৪৯৭, ১৪৯৮ ও ১৪৯৯-এর অন্তর্ভুক্ত জে.এল. নং ৭৭ ও তৌজি নং ১২-এর আওতাধীন। সম্পত্তিটির সীমানা হলোঃ পূর্বে-অশোক পাল ডিং-এর সম্পত্তি পশ্চিমে-ক্যান্টিলিভার (বারান্দা) উত্তরে-অশোক পাল ডিং-এর সম্পত্তি দক্ষিণে-রঞ্জন বণিকের সম্পত্তি।

সম্পত্তি ৩- উত্তরহাট মৌজায় অবস্থিত এবং বারাসত পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের (পুরাতন ১৫ নম্বর ওয়ার্ড) অন্তর্গত ১১/ডি, ঘোলা রোড ঠিকানার সম্পত্তিটি-যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক (কম-বেশি) আয়তনের জমি এবং তার ওপর অবস্থিত প্রায় ৫০০ বর্গফুট (কম-বেশি) আয়তনের একটি কাঠামো। এই সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত থানার আওতাধীন এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৬৩২-এর অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং ১৫০৬-এ অবস্থিত এছাড়া এর জে.এল. নং ৭৮, আর.এস. নং ২৬৪ ও তৌজি নং ১৪৬। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্বে-নারায়ণ ঘোষের সম্পত্তি পশ্চিমে-সাধন সেনের সম্পত্তি উত্তরে-৮ ফুট চওড়া রাস্তা দক্ষিণে-১২ ফুট চওড়া রাস্তা।

বন্ধকীকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এ ধরনের যেকোনো লেনদেন উপরে উল্লিখিত অর্থ এবং তসহ প্রযোজ্য সুদ আদায়ের ক্ষেত্রে **অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড**-এর দাবির আওতাভুক্ত বা সাপেক্ষে গণ্য হবে।

তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬
স্থানঃ বারাসত (পশ্চিমবঙ্গ)

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

১৬ বছরের অপেক্ষা আরও বাড়ল

এশিয়ান গেমস থেকে খালি হাতে ফিরছেন পিভি সিন্ধুরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টনে ভারতের পদক জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল। শেষবার ২০১৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় পদক জিতেছিল ভারত। সে বার জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এর পর

থেকে আর কোনও পদক আসেনি। এ বারেও হলো স্বপ্নভঙ্গ। এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিল ভারতের মহিলা ব্যাডমিন্টন দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানের কাছে ১-৩ ব্যবধানে হারল ভারত। তৃষা-গায়ত্রীরা লড়াই করলেও খালি হাতেই ফিরতে হলো পিভি সিন্ধু-তানভিদের। জাপানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে শুরু থেকেই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ভারত। প্রথম ম্যাচে পিভি সিন্ধু নামেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে থাকা আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে। পদক জয়ের জন্য ভারতের সবচেয়ে আশা ছিল এই ম্যাচই। প্রথম গেমে ইয়ামাগুচির দুর্দান্ত ডিফেন্সকে বারবার পরীক্ষা করেন সিন্ধু। পিছিয়ে পড়েও ২৩-২১ ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন তিনি। নেটে আগ্রাসী খেলা এবং একের পর এক স্ম্যাশে ইয়ামাগুচিকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন সিন্ধু। তবে সেই আগ্রাসী কৌশলেই পরে হিতে বিপরীত হয়। একাধিক পয়েন্ট হারাতে থাকেন সিন্ধু। ২৩ মিনিটের মধ্যে ১৮-২১ ফলে দ্বিতীয় সেট হেরে যান তিনি। তৃতীয় গেমেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। একসময় ৬-১৪ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন সিন্ধু। ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাড়তে থাকে ভুল। শেষ পর্যন্ত ১১-২১ ফলে হেরে ম্যাচ হাতছাড়া করেন তিনি। সিন্ধুর হারের পরে ভারতের উপর চাপ আরও বাড়ে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে বিশ্বের সাত নম্বর তোমোকা মিয়াজাকির মুখোমুখি হন উন্নতি হুডা। কিন্তু লড়তেই পারেননি তিনি। সরাসরি দুই সেটে হেরে যান ভারতীয় শাটলার। তখন কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই প্রায় শেষ বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেখান থেকেই আশা জাগান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী জুটি তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। বিশ্বের তিন নম্বর জুটি ইউকি ফুকুশিমা ও মায়ু মাতসুমোটোর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলেন তাঁরা। সরাসরি দুই গেমে ২১-১৭, ২১-১৬ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেন তৃষা-গায়ত্রী। এক ঘণ্টারও কম সময়ে এই জয় ভারতকে কিছুটা অক্সিজেন দেয়। তবে সেই আশা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তৃতীয় এবং শেষ সিঙ্গলসে জাপানের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নোজোমি ওকুহারার বিরুদ্ধে নামেন ভারতের তরুণ তুর্কি তানভি শর্মা। শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ জাপানের প্লেয়ারের হাতে। ১২-২১ এবং ১০-২১ ব্যবধানে হেরে ম্যাচ হাতছাড়া করেন তানভি। ফলে ১-৩ ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনাল হেরে এশিয়ান গেমস থেকে বিদায় নিল ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন দল।

শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ রানে গুঁড়িয়ে প্রথম সোনা ভারতের!

ইতিহাস গড়ল হরমনরা

সংবাদ সংস্থা, নিসশিন, ২২ সেপ্টেম্বরঃ অপেক্ষার অবসান হল জাপানের নিসশিনে। এশিয়ান গেমসের তৃতীয় দিনে অবশেষে ভারতের ঝুলিতে এল বহুপ্রতীক্ষিত প্রথম সোনা। মহিলাদের ক্রিকেটের হাইভোল্টেজ ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে স্রেফ দাঁড়াতেই দিল না ভারত। বাইশ গজে স্মৃতি-রিচার ব্যাটে ছক্কার ফুলঝুরি, আর বল হাতে স্পিনারদের নিখুঁত ভেল্কি। সব মিলিয়ে ১৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে লঙ্কানদের চূর্ণ করে সোনা ধরে রাখল হরমন বাহিনী। কোরোগি স্পোর্টস পার্কের মাঠে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সাহসী সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। শুরু থেকেই ভারতীয় ওপেনারদের আগ্রাসী মেজাজ লঙ্কান বোলারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। শেফালি বর্মা শুরুর চাপটা তৈরি করতেই জ্বলে ওঠেন স্মৃতি মন্ধানা। মাত্র ৩০ বলে হাফসেঞ্চুরি। আউট হওয়ার আগে ৪৫ বলে ৭৯ রানের এক ধ্বংসাত্মক ইনিংস উপহার দেন তিনি, যা সাজানো ৫টি চার এবং ৭টি চোখধাঁধানো ছক্কায়। স্মৃতি ফেরার পর শ্রীলঙ্কার ক্ষতে প্রলেপ পড়ার আগেই ব্যাটন তুলে নেন বাংলার রিচা ঘোষ। চার নম্বরে নেমে লঙ্কান বোলিংকে কার্যত তুলোধোনা করেন।

শেষ ওভারে ওঠে ২৫ রান। মাত্র ২২ বলে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কায় অপরাজিত থাকেন ৪৯ রানে। ২০ ওভারে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ২১৬ রান। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ক্রিকেটের ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। ২১৭ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই দিশেহারা শ্রীলঙ্কা। ভারতীয় স্পিনারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে দাঁড়ানোর উপায় ছিল না। অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু (২৯) ছাড়া দলের আর কোনো ব্যাটার দুই অঙ্কের রানও ছুঁতে পারেননি। ব্যাট হাতে ঝড় তোলার পর বল হাতেও ম্যাজিক শেফালির। জোড়া উইকেট শিকার করেন তিনি। বিপজ্জনক আতাপাত্তুকে ফিরিয়ে লঙ্কান প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেন অভিজ্ঞ অফ-স্পিনার দীপ্তি শর্মা। দুটি উইকেট তুলে নেন শ্রী চরণিও। উইকেটের পেছনে গ্লাভস হাতে রিচার ক্ষিপ্রতাও ছিল দেখার মতো। ১৫.৪ ওভারে মাত্র ৬৯ রানেই গুটিয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্রের ইনিংস। শেষ ব্যাটার কৌশানি নুথ্যাঙ্গানাকে বোল্ড করে ভারতের স্মরণীয় জয় এনে দেন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। গত এশিয়াডে সোনা জিতেছিল ভারত। এবারও চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই খেতাব ধরে রাখলেন হরমনপ্রীতরা। একের পর এক রুপো আর ব্রোঞ্জের পর এই সোনা এশিয়াডের মঞ্চে ভারতীয় শিবিরকে যে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে, তা বলাই বাহুল্য।

ক্রীড়াভারতীর ব্যবস্থাপনায় দুদিনব্যাপী বেঙ্গল সুটিংবল চ্যাম্পিয়নশিপ

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ক্রীড়াভারতী হাওড়া জেলার ব্যাবস্থাপনায়, বেঙ্গল সুটিংবল এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় দুদিনব্যাপী বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন হল হাওড়া জেলার পাঁচারুল শ্রীহরি বিদ্যামন্দিরে। ১২টি জেলা থেকে মোট ২৪টি দল মহিলা ও পুরুষদল প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে। দুদিনব্যাপী সুটিং বল প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার মহিলা ও পুরুষ বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় স্থান পুরুষ মেদিনীপুর জেলা ও মহিলা হুগলি জেলা স্থান অধিকার করে। এই দুদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতী বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার ও জেলা সম্পাদক সুরজিৎ মান্না। এছাড়াও ইষ্ট জোনের সুটিংবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিনয় কুমার সিং, ও বিহার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য গৌতম অধিকারী এবং রাজ্যসম্পাদক পলাশ পাত্র উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি

অনুষ্ঠানে সুটিংবল এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিনয় কুমার সিং বলেন সুটিং বল খেলা বিস্তার করতে আগামীদিনে জাতীয়স্তরে সুটিংবল প্রতিযোগিতা করতে চলেছে এ্যাশোসিয়েশন। ক্রীড়াভারতীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পর্বতারোহী এভারেষ্ট বিজয়ী মলয় মুখার্জী, ও বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার উপস্থিত থেকে বলেন, ক্রীড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় পরম্পরা খেলাধূলার বিস্তারের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ক্রীড়াবিদ তৈরী করতে সকল ক্রীড়া প্রেমীদের আহ্বান জানান ও বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনকে সাথে নিয়ে কাজ করার বার্তা দেন। দুদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ ব্যাবস্থা করেন হাওড়া জেলা ক্রীড়া ভারতীর সম্পাদক সুরজিৎ মান্না ও তার সহোযোগিরা।

শুটিংয়ে থামল পদকের রথ, মিক্সড ইভেন্টে ব্যর্থ ভারত

সংবাদ সংস্থা, টোকিও সিটি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ রবিবারের পর সোমবার, পরপর দুটো দিনে ভারতের শুটিং টিম পদক জিতেছে। প্রথম দিনে মহিলা ও দ্বিতীয় দিনে পুরুষ দল। কিন্তু তৃতীয় দিনে ধাক্কা খেল ভারতের পদক জয়ের রথ। মেয়েদের দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে জোড়া রুপোজয়ী এলাভেনিল ভালারিভান এবং পুরুষদের টিম ইভেন্টে রুপোজয়ী পার্থ মানে নেমেছিলেন ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে। কিন্তু মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর সকালে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ভালো ছন্দে থাকলেও তারা ফাইনালে যেতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থানে থামতে হলো ভারতকে। অথচ দিনের শুরুটা ছিল স্বপ্নের মতো। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে শুরু থেকেই ছন্দে ছিলেন এলাভেনিল ও পার্থ। প্রথম ২০ শটেই ২১১.৯ পয়েন্ট তুলে এশিয়ান রেকর্ড অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ৬৩৪.৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনালে জায়গা করে নেন তাঁরা। এই রাউন্ডে অবশ্য চিনের শেং লিহাও ও ওয়াং জিফেই ৬৩৮.৯ পয়েন্ট তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়ে শীর্ষে ছিলেন। কোয়ালিফিকেশনে দক্ষিণ কোরিয়া তৃতীয় ও ভিয়েতনাম চতুর্থ হলেও পরবর্তীতে ভিয়েতনামকে ডিসকোয়ালিফাই করা হয়। কিন্তু ফাইনালে শুরু থেকেই তাল কাটতে থাকে ভারতের। এবার টুর্নামেন্টের নিয়মে বদল এনে পৃথক পদক ম্যাচের বদলে চার দলকে একই সঙ্গে এলিমিনেশন রাউন্ডে নামানো হয়েছিল। প্রথম সিরিজে ১০ শট শেষে ভারত তোলে ১০৩.৬ পয়েন্ট, যেখানে চিন ১০৭.২, দক্ষিণ কোরিয়া ১০৪.৯ এবং জাপান ১০৩.৯ নিয়ে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় সিরিজ শেষে ভারতের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২০৭.৯, যা তৃতীয় স্থানে থাকা

কোরিয়ার চেয়ে ১.৩ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল। তৃতীয় সিরিজে ভারত ৩১২.৩ পয়েন্টে পৌঁছলেও কোরিয়া ৩১৪.৩ তুলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। এলাভেনিল তাঁর ব্যক্তিগত ইভেন্টের মতো নিখুঁত ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যবধান আর কমানো যায়নি। অবশেষে ১৮তম শট শেষে ৩৭৬.৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে চতুর্থ স্থান থেকেই এলিমিনেট হয়ে পোডিয়ামের স্বপ্নভঙ্গ হয় ভারতের। অন্যদিকে ফাইনালেও ফর্ম ধরে রেখে ৫০৭.১ পয়েন্টের চোখধাঁধানো বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা ছিনিয়ে নেয় চিনের ওয়াং জিফেই ও শেং লিহাও জুটি। ৫০২.৯ পয়েন্টে রুপো পায় কোরিয়া এবং ৪৩৯.৭ স্কোরে ব্রোঞ্জ পদক জেতে জাপান। কোয়ালিফিকেশনে রেকর্ড গড়েও অন্তিম মুহূর্তে মাত্র কয়েক পয়েন্টের ব্যবধানে পদক হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ নিয়েই শুটিং রেঞ্জ ছাড়তে হলো ভারতীয় জুটিকে।

বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কালঘাম ছোটাল জাপান!

৫ ওভারের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার কোনওমতে জিতল ভারত

সংবাদ সংস্থা, সানো, ২২ সেপ্টেম্বরঃ কাগজে-কলমে লড়াইটা ছিল এক বনাম একচল্লিশের। একদিকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত, অন্যদিকে ক্রিকেটের মানচিত্রে নেহাতই আনকোরা-অচেনা জাপান। কিন্তু বাইশ গজে বল গড়াতেই সমস্ত হিসেবনিকেশ ওলটপালট। সানোতে ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের রীতিমতো কালঘাম ছুটিয়ে দিল আয়োজক দেশ। বৃষ্টির কারণে মাত্র পাঁচ ওভারে নেমে আসা রুদ্ধশ্বাস লড়াই। যা স্নায়ুর চূড়ান্ত চাপ সামলে শেষমেশ মাত্র ২ রানের ব্যবধানে জিতে নিল ভারত। ম্যাচ হারলেও তামাম ক্রিকেট অনুরাগীর নজর কাড়ল জাপান। রাতভর টাইফুন দুজুয়ানের জেরে ভিজে ছিল আউটফিল্ড। সকাল থেকে দফায় দফায় মাঠ পরিদর্শন চলে। অবশেষে ম্যাচ যখন শুরু হয়, ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র পাঁচে! এমন টি-১০ গোছের পরিস্থিতিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। লক্ষ্য ছিল দ্রুত কিছু রান তুলে বিপক্ষকে চাপে ফেলা। কিন্তু সানোর স্যাঁতসেঁতে পিচে অপেক্ষা করছিল একেবারে অন্য চিত্রনাট্য। প্রথম ওভার থেকেই ভারতীয় ব্যাটারদের ওপর চেপে বসেন জাপানি বোলাররা। স্কোরবোর্ডে রান ওঠার আগেই সাজঘরে ফেরেন ওপেনার অভিষেক শর্মা। তিনি শূন্য রানে আউট হতেই গ্যালারিতে রীতিমতো আবেগের বিস্ফোরণ। বল হাতে ত্রাস চার্লি হারা-হিঞ্জ! দ্রুত

প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন সঞ্জু স্যামসন (৯) এবং ঈশান কিষানও (৩)। ইব্রাহিম তাকাহাশি ও বেঞ্জামিন ইতো-ডেভিসের স্পিন-বিষ সামলাতে কার্যত খাবি খান হেভিওয়েট তারকারা। শেষদিকে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ১৬ রানের মরিয়া লড়াইয়ের সুবাদে কোনওক্রমে মুখরক্ষা হয় ভারতের। নির্ধারিত পাঁচ ওভারে মাত্র ৩২ রান তোলে টিম ইন্ডিয়া। মাত্র ৩৩ রানের টার্গেট। যা ৩০ বলে তোলা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে জলভাত। কিন্তু এই অল্প পুঁজি সম্বল করেই লড়াইয়ে ফেরে ভারত। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে হোঁচট খায় জাপান। প্রথম ওভারেই ঈশানের দুরন্ত থ্রোয়ে রান আউট হন লাচলান ইয়ামামোতো-লেক। তবে এরপর ক্রিজে মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন অধিনায়ক কেন্ডেল কাডোভাকি-ফ্লেমিং (১২) এবং ইব্রাহিম তাকাহাশি। শেষ ১২ বলে জাপানের দরকার ছিল ১৫ রান। গ্যালারিতে তখন টানটান উত্তেজনা। ঠিক তখনই বল হাতে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁর নিখুঁত স্পিনের জোড়া ধাক্কায় আচমকা ব্যাকফুটে চলে যায় আয়োজকরা। শেষ ওভারে আট রান দরকার ছিল জাপানের। কিন্তু স্নায়ুর চূড়ান্ত চাপ ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করেন ভারতীয় বোলাররা। পাঁচ ওভারে ৩ উইকেটে ৩০ রানেই আটকে যায় জাপানিদের ইনিংস। ভারত ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ সুজুকি কাপের আয়োজন। সেই আবহে এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালের আগে নিজেদের প্রস্তুতি দারুণভাবে ঝালিয়ে নিল ভারতীয় শিবির। খাতায়-কলমে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত শ্রেয়সরাই জিতলেন। তবে জাপানের বুক চিতিয়ে লড়াই দীর্ঘকাল মনে রাখবে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। আনকোরা এক দলের অদম্য জেদ আর স্পিরিটই সানোর এই ঐতিহাসিক দ্বৈরথের সম্পদ হয়ে রইল।

ফিফা সংস্কার নিয়ে আলোচনার জন্য ‘প্রস্তুত’ ইনফান্তিনো

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে একটি স্বাধীন পর্যালোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিতর্কিত বেসরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রত্যাহারের পর এই পদক্ষেপটি তাকে সাহায্য করতে পারে পুনরায় সমর্থন ফিরে পেতে। রয়টার্সের দেখা একটি চিঠিতে ফিফা কাউন্সিল এবং ২১১টি সদস্য সংস্থার সকল সভাপতিকে ইনফান্তিনো লিখেছেন, প্রথমত, ‘‘আমি কাউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করব যে তারা প্রধান কৌশলগত উদ্যোগগুলোর জন্য ফিফার বর্তমান শাসন কাঠামোর একটি স্বাধীন বাহ্যিক পর্যালোচনা করতে এবং সম্ভাব্য উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে ইচ্ছুক কি না।’’ তিনি আরও বলেন যে, ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি কনফেডারেশন, সদস্য সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেবেন। এই প্রস্তাবগুলোতে খতিয়ে দেখা হবে যে, প্রধান উদ্যোগগুলোতে কাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকবে, যার মধ্যে সভাপতি, ব্যুরো, কাউন্সিল এবং কংগ্রেসের নিজ নিজ ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এবং কীভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নত করা যায়। বিশ্বকাপসহ ফিফার বাণিজ্যিক স্বত্বের ২০ শতাংশ অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব দেওয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ইনফান্তিনো। বিরোধিতা ও বর্জনের হুমকির পর জুলাই মাসে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয় এবং এর ফলস্বরূপ ফিফার নেতৃত্বে পরিবর্তনের আহ্বান জানায় উয়েফা, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ও কনক্যাকাফ। তবে ইনফান্তিনোকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একজন প্রার্থী খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছে বিরোধীরা। আগামী মার্চে পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার

ঘোষণা আগেই দিয়েছেন ফিফার বর্তমান সভাপতি। এই আলোচনা সম্পর্কে অবগত সূত্রগুলো এই মাসে রয়টার্সকে জানিয়েছে যে, জেতার জন্য ইনফান্তিনোর এখনও যথেষ্ট ভোট রয়েছে, যার ফলে বিরোধীরা তার ক্ষমতা খর্ব করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। ইনফান্তিনো বলেছেন, পরিত্যক্ত পরিকল্পনাটিতে খতিয়ে দেখা হয়েছিল যে ফিফা-নিয়ন্ত্রিত একটি বাণিজ্যিক কোম্পানির লঘু অংশীদারিত্ব বিক্রি করে ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করা যায় কি না। তিনি বলেন, এতে ক্রীড়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার কোনো বিষয় থাকত না। কিন্তু ইনফান্তিনো বলছেন, কাউন্সিল এবং সদস্য সংগঠনগুলোর প্রস্তাবটি কাছে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করার আগেই জনসমক্ষে চলে আসে। সোমবার পাঠানো চিঠিতে ফিফা সভাপতি সেই দাবি করেছেন জোর দিয়েই। ‘‘আমি স্বীকার করি যে, সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট ছাড়া প্রকাশ পাওয়ায় এটি অনেকের মধ্যেই উদ্বেগ তৈরি করেছে এবং এমন ধারণা তৈরি করেছে যে, সিদ্ধান্তগুলো ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আদতে তা হয়নি। এটি একটি প্রস্তাব ছিল, কোনো সিদ্ধান্ত নয় এবং এটি সর্বদা পরিষদ ও সদস্য সমিতিগুলোর প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এটি এখন প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং আর অগ্রসর হবে না।’’ ইনফান্তিনো বলেছেন, প্রধান কৌশলগত প্রশ্নগুলোর সিদ্ধান্ত কে নেবেন, সে বিষয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মতামত শুনেছেন। কেউ কেউ ব্যুরোতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন, আবার অন্যরা এই ধরনের বিষয়গুলো সরাসরি কংগ্রেস এবং সদস্য সংগঠনগুলোর কাছে উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ‘‘সেই আলোচনার বিষয়ে আগে থেকে কোনো মন্তব্য করা আমার কাজ নয়। যারা একটি নির্দিষ্ট মডেল সমর্থন করেন, তাদের নিজেদের যুক্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরার সুযোগ থাকা উচিত।’’ ১৫ অক্টোবরের কাউন্সিল সভায় প্রাপ্ত পরামর্শগুলো সেখানে আলোচনা করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে জমা দেওয়া প্রস্তাবগুলোও একটি অনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিবেচনা করা হতে পারে। ফিফার বিধিতে যেকোনো পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ইনফান্তিনো আরও বলেছেন, প্রস্তাব বা প্রশাসনিক বিষয়ে সদস্য সংগঠনগুলোর অবস্থান ফিফার আচরণকে প্রভাবিত করবে না, কারণ ফিফার উন্নয়ন ও সংহতি কর্মসূচিগুলো বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ীই চলতে থাকবে। ‘‘কোনো প্রস্তাব বা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে কোনো সংগঠনের অবস্থানের ওপর তার আচরণ নির্ভর করবে না। ফিফাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একসঙ্গে আমরা যা অর্জন করতে পারি, তা নিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসী।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com